

## ইমাম ও মোক্তাদী সম্পর্কে মাসায়েল

১। মাসআলা : সর্বাপেক্ষা অধিক উপযুক্ত এবং অধিক গুণশালী ব্যক্তিকেই ইমাম নিযুক্ত করা মুছল্লীদের কর্তব্য। সর্বাপেক্ষা অধিক গুণশালী লোককে বাদ দিয়া অন্যকে ইমাম নিযুক্ত করা সুন্নতের খেলাফ। যদি একই গুণবিশিষ্ট দুই বা ততোধিক লোক দলের মধ্যে থাকে, তবে অধিক সংখ্যক মুছল্লী যাঁহাকে মনোনীত করিবে, তিনিই ইমাম পদে নিযুক্ত হইবেন। (কোন স্বার্থের বশীভূত হইয়া যোগ্য ব্যক্তি থাকিতে অযোগ্য ব্যক্তিকে বা অধিক যোগ্য লোক থাকিতে কমযোগ্য ব্যক্তিকে মনোনীত করিলে বা ভোট দিলে গোনাহ্গার হইবে। ভোটের আধিক্যে যোগ্যতা সাব্যস্ত কর চলিবে না। শরীঅতের হুকুমই সকলের বিনাবাক্যে মানিয়া লইতে হইবে) শরীঅতের হুকুম এই :

২। মাসআলা : ১ম, আলেম যদি ফাসেক না হন, কোরআন গলত না পড়েন এবং সুন্নত পরিমাণ কোরআন তাঁহার মুখস্থ থাকে, তবে আলেমই সর্বগ্রগণ্য। ২য়, যাহার কেরাআত ভাল (গলার সুর নয়),—তজবীদের কাওয়ায়েদ অনুযায়ী যে পড়ে, সে-ই অধিক যোগ্য। ৩য়, যাহার তাকওয়া বেশী সে-ই অধিক যোগ্য। ৪র্থ, বয়সে যে বড় সে-ই অধিক যোগ্য। ৫ম, যাহার আচার-ব্যবহার ভদ্র এবং কথাবার্তা মিষ্ট সে-ই অধিক যোগ্য। ৬ষ্ঠ, যে অধিক সুন্দর পুরুষ। ৭ম, যে সবচেয়ে বেশী শরীফ। ৮ম, যাহার আওয়ায সব চেয়ে ভাল। ৯ম, যাহার লেবাস পোশাক ভাল। ১০ম, যাহার মাথা মানানসই বড়। ১১শ, মুসাফিরের তুলনায় মুক্কীম অগ্রগণ্য। ১২শ, যে বংশানুক্রমে আযাদ। ১৩শ, ওয়ূর তায়াম্মুককারী গোসলের তায়াম্মুককারীর চেয়ে যোগ্য। ১৪শ, যাহার মধ্যে একাধিক গুণ থাকিবে সে এক গুণের অধিকারী অপেক্ষা অগ্রগণ্য হইবে। যথা, যদি একজন আলেম হয় এবং ক্বারীও হয়, আবার অন্যজন শুধু আলেম বা শুধু ক্বারী হয়, তবে যে আলেম-ক্বারী সে-ই অগ্রগণ্য হইবে। (যাঁহার মধ্যে উপরের গুণ থাকিবে, তিনি নীচের গুণের দুই বা ততোধিকের অধিকারী অপেক্ষা অগ্রগণ্য হইবেন।) একজন যদি অনেক বড় আলেম হন, কিন্তু আমল ঠিক না হয় বা কেরাআত গলত পড়েন এবং অন্য একজন বড় আলেম নন, কিন্তু কেরাআত ছহীহ পড়েন এবং আমলও ভাল; তবে এই দ্বিতীয় ব্যক্তিই অগ্রগণ্য হইবেন।)

—দুররে মুখতার

৩। মাসআলা : কাহারও বাড়ীতে জমা'আত হইলে বাড়ীওয়ালাই ইমামতের জন্য অগ্রগণ্য। তারপর বাড়ীওয়ালা যাহাকে হুকুম করে, সে-ই অগ্রগণ্য অবশ্য বাড়ীওয়ালা যদি একেবারে অযোগ্য হয়, তবে অন্য যোগ্য ব্যক্তি অগ্রগণ্য হইবে। —দুররে মুখতার

৪। মাসআলা : কোন মসজিদে কোন (যোগ্য) ইমাম নিযুক্ত থাকিলে সে মসজিদে অন্য কাহারও ইমামতের হুকু নাই। অবশ্য নিযুক্ত ইমাম যদি অন্য কোনো যোগ্য লোককে ইমামত করিতে বলে, তবে ক্ষতি নাই (যোগ্যতা থাকিলে বলাই উচিত) —দুররে মুখতার

৫। মাসআলা : মুসলমান বাদশাহ বা তাঁহার নির্বাচিত কর্মচারী উপস্থিত থাকিতে অন্য কাহারও ইমামতের হুকু নাই। —শামী

৬। মাসআলা : মুছল্লিগণকে নারায় করিয়া তাহাদের অমতে ইমামতি করা মকরুহ্ তাহরীমী। অবশ্য ইমাম যদি আলেম মুত্তাকী এবং ইমামতের যোগ্য লোক হন এবং ঐরূপ যোগ্যতা অন্যের মধ্যে পাওয়া না যায়, তবে মকরুহ্ হইবে না ; বরং নারায় ব্যক্তিই অন্যায়কারী হইবে। —দুঃ মুঃ

৭। মাসআলা : ফাসেক বা বেদ'আতীকে ইমাম নিযুক্ত করা মকরুহ্ তাহরীমী। অবশ্য খোদা না করুন, যদি ঐ লোক ছাড়া উপস্থিত লোকদের মধ্যে কেহ উপযুক্ত না থাকে, তবে মকরুহ্ হইবে না। এইরূপ এমন কোন প্রভাবশালী ফাসেক বা বেদ'আতী জোর জবরদস্তি ইমাম হইয়া বসে যে, তাহাকে বরখাস্ত করিলে মুসলমান সমাজে শান্তি ভঙ্গের আশঙ্কা হয় বা বরখাস্ত করিবার ক্ষমতাই না থাকে, তবে মুছল্লিগণ গোনাহ্গার হইবে না। (তবুও জমা'আত ছাড়া যাইবে না।)

—দুরুরে মুখতার

৮। মাসআলা : যদি পাক-নাপাকের প্রতি লক্ষ্য না রাখে অন্ধ বা রাতকানা লোককে ইমাম নিযুক্ত করা মকরুহ্ তান্বীহী। অবশ্য যোগ্য ব্যক্তি হইলে পাক-নাপাকের রীতিমত খেয়াল রাখিলে এবং তাহার ইমামতে যদি কাহারও আপত্তি না থাকে, তবে মকরুহ্ হইবে না।

—দুরুরে মুখতার, শামী

ওলাদুয্মিনাকে (হারামযাদ সন্তান) ইমাম বানান মকরুহ্ তান্বীহী। অবশ্য যদি সে এলুম ও তাকওয়া হাছিল করিয়া যোগ্যতা অর্জন করে এবং মুছল্লিগণ তাহাকে ইমাম নিযুক্ত করিতে অমত না করে, তবে মকরুহ্ হইবে না। —দুঃ মুঃ

যে সুশ্রী নব্য যুবকের এখনও দাড়ি ভাল মত উঠে নাই, তাহাকে ইমাম বানান মকরুহ্।

৯। মাসআলা : নামাযের সমস্ত ফরয এবং সমস্ত ওয়াজিবের মধ্যে ইমামের পায়রবী (অনুসরণ) করা মুত্তাদিগণের উপর ওয়াজিব। সুন্নত মোস্তাহাবের মধ্যে ইমামের পায়রবী ওয়াজিব নহে। (প্রত্যেকে নিজের যিম্মাদার নিজে) অতএব, যদি অন্য মাযহাবের ইমাম হয় ; (যেমন, যদি শাফেয়ী মাযহাবের ইমাম হয়, তবে, আমাদের ইমামের ক্বওল অনুযায়ী সুন্নত ও মোস্তাহাবের আমল করিবে।) অর্থাৎ, যদি শাফেয়ী ইমাম রুকুতে যাইবার সময় এবং রুকু হইতে উঠিবার সময় রফে ইয়াদায়েন করেন বা ফজরের নামাযে দো'আ কুনূত পড়েন, (যেহেতু এই কয়টি কাজ তাঁহার মাযহাব অনুযায়ী করা সুন্নত, আর আমাদের মাযহাব অনুযায়ী রফে ইয়াদায়েন না করা এবং ফজরে দো'আ কুনূত না পড়া সুন্নত ; কাজেই) আমরা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিব, এই কাজে তাঁহার পায়রবী করিব না (কিংবা যদি শাফেয়ী ইমাম ঈদের নামাযের মধ্যে ১২ তক্বীর বলেন, তবে আমরা ছয় তক্বীর বলিয়া চুপ করিয়া থাকিব, কারণ তাহাদের নিকট ১২ তক্বীর ওয়াজিব নহে, সুন্নত, আমাদের মাযহাবে ছয় তক্বীর ওয়াজিব।) কিন্তু বেৎর নামাযে যদি শাফেয়ী ইমাম হন এবং রুকুর পর দো'আ কুনূত পড়েন, তবে আমরাও রুকুর পরই পড়িব, কারণ বেৎরের মধ্যে কুনূত পড়া ওয়াজিব। (আমাদের হানাফী মাযহাবে রুকুর আগে পড়া সুন্নত, তাঁহাদের মাযহাবে রুকুর পরে পড়া সুন্নত।

১০। মাসআলা : একা নামায পড়িলে কেরাআত, রুকু বা সজ্দা যত ইচ্ছা লম্বা করিবে; কিন্তু জমা'আতের নামাযে কেরাআত, রুকু, সজ্দা সুন্নত পরিমাণ অপেক্ষা অধিক লম্বা করা ইমামের জন্য মকরুহ্ তাহরীমী। মুত্তাদীদের মধ্যে রোগী, বৃদ্ধ, যক্ষরত মন্দ ইত্যাদি সব রকমের লোকই থাকে, কাজেই তাহাদের সকলের প্রতি লক্ষ্য রাখা ইমামের কর্তব্য। দলের মধ্যে যে সর্বাপেক্ষা দুর্বল তাহার যেন কষ্ট না হয় তদনুযায়ী কাজ করিবে; বেশী যক্ষরত হইলে কেরাআত সুন্নত

পরিমাণ অপেক্ষাও কম করা যাইতে পারে—যেন লোকের কষ্ট না হয় এবং জর্মা'আত ছোট হইবার কারণ না হয়। (সুন্নত পরিমাণের কথা পূর্বে বর্ণনা করা হইয়াছে।)

### কাতারের মাসায়েল

১১। মাসআলা : যদি মুক্তাদী একজন হয়, বয়স্ক পুরুষ হউক বা নাবালেগ বালক হউক, তবে ইমামের ডান পার্শ্বে ইমামের সমান বা কিঞ্চিৎ পিছনে দাঁড়াইবে। যদি বাম দিকে বা ইমামের সোজা পিছনে দাঁড়ায়, তবে মকরাহ হইবে।

১২। মাসআলা : একাধিক মুক্তাদী হইলে ইমামের পিছনে (এক সজ্জা পরিমাণ জায়গা মাঝখানে রাখিয়া) কাতার বাঁধিয়া দাঁড়াইবে। (কাতার বাঁধিবার নিয়ম এই যে, প্রথমে একজন ইমামের ঠিক পিছনে দাঁড়াইবে, তারপর একজন ডানে একজন বামে, এইরূপে ক্রমাগত আগের কাতার পূর্ণ করিয়া তারপর দ্বিতীয় কাতারও এই নিয়মেই পূর্ণ করিবে।) যদি দুইজন মুক্তাদী হয় এবং একজন ইমামের (সমান) ডান পার্শ্বে আর একজন বাম পার্শ্বে দাঁড়ায়, তবে মকরাহ তান্বীহী হইবে। কিন্তু দুইয়ের চেয়ে বেশী লোক ইমামের পার্শ্বে দাঁড়াইলে মকরাহ তাহরীমী হইবে। কেননা, দুইয়ের অধিক মুক্তাদী হইলে ইমামকে আগে দাঁড়ান ওয়াজিব।

১৩। মাসআলা : নামায শুরু করিবার সময় মাত্র একজন পুরুষ লোক মুক্তাদী ছিল এবং সে ইমামের ডান পার্শ্বে দাঁড়াইল। তারপর আরও কয়েকজন মুক্তাদী আসিল। এই অবস্থায় প্রথম মুক্তাদী (আস্তে আস্তে পা পিছের দিকে সরাইয়া) পিছনে সরিয়া আসা উচিত, যাহাতে সকল মুছল্লী মিলিয়া ইমামের পিছনে কাতার বাঁধিয়া দাঁড়াইতে পারে। যদি নিজে পিছনে না সরে, তবে আগন্তুক মুছল্লিগণ আস্তে হাত দিয়া তাহাকে পিছনের কাতারে টানিয়া আনিবে। যদি মাসআলা না জানাবশতঃ আগন্তুক মুছল্লিগণ তাহাকে পিছনে না টানিয়া ইমামের ডান ও বাম পার্শ্বে দাঁড়াইয়া যায়, তবে ইমাম আস্তে (এক কদম) আগে বাড়িয়া দাঁড়াইবে। (কিন্তু সজ্জার জায়গা হইতে আগে বাড়িবে না,) যাহাতে আগন্তুক মুছল্লিগণ প্রথম মোক্তাদীর সঙ্গে মিলিয়া এক কাতার সরিয়া ইমামের পিছনে দাঁড়াইতে পারে। যদি পিছনে জায়গা না থাকে, তবে মোক্তাদীর অপেক্ষা না করিয়া ইমামেরই আগে বাড়িয়া যাওয়া উচিত। কিন্তু বর্তমান যুগে লোকেরা সাধারণতঃ শরীঅতের মাসআলা মাসায়েল কম অবগত থাকে, কাজেই কাহাকেও পিছনে টানিয়া আনিতে যাওয়া উচিত নহে। ইহাতে হয়ত অন্য কোন কাজ করিয়া ফেলিতে পারে, যাহাতে তাহার নামায ফাসেদ হইয়া যাইবে।

১৪। মাসআলা : মাত্র একজন স্ত্রীলোকও বা একটি নাবালেগা বালিকাও যদি ইমামের সঙ্গে এক্তেদা করে, তবে সে ইমামের পার্শ্বে দাঁড়াইবে না, তাহাকে ইমামের পিছনে দাঁড়াইতে হইবে (সে ইমামের স্ত্রী বা মা-ভগ্নী হউক না কেন)।

১৫। মাসআলা : যদি মুক্তাদিগণের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের লোক হয় অর্থাৎ কতক পুরুষ, কতক নাবালেগ বালক, কতক পর্দানশীন এবং কতক বালিকা হয়; তবে ইমাম তাহাদিগকে এই নিয়ম ও তরতীব অনুসারে কাতার বাঁধিতে লুকুম করিবেন—প্রথম পুরুষগণের, তারপর নাবালেগদের, তারপর পর্দানশীনদের, তারপর নাবালিগাদের কাতার হইবে।

১৬। মাসআলা : কাতার সোজা করা, টেরা-বঁকা হইয়া না দাঁড়ান এবং মাঝে ফাঁক না রাখিয়া পরস্পর গায়ে গায়ে মিশিয়া দাঁড়ান ওয়াজিব এবং ইহার জন্য মুছল্লিগণের আদেশ ও

হেদায়ত করা ইমামের উপর ওয়াজিব এবং মুছল্লীগণের সেই আদেশ পালন করা ওয়াজিব। (কাতার সোজা করার নিয়ম এই যে, কাঁধে কাঁধে এবং পায়ের টাখনার গিরার সঙ্গে মিলাইয়া বরাবর করিবে; কাহারও পা লম্বা বা খাট হওয়াবশতঃ অঙ্গুলী আগে পিছে থাকিলে তাহাতে কোন দোষ নাই।)

১৭। মাসআলাঃ যদি আগের কাতার পরিপূর্ণ হইয়া যায় এবং তারপর মাত্র একজন লোক আসে, তবে তাহার একা একা কাতারে দাঁড়ান মকরুহ্। সে ইমামের সোজা পিছনের লোকটিকে পিছনের কাতারে টানিয়া আনিয়া তাহার সঙ্গে মিলিয়া কাতার বাঁধিয়া দাঁড়াইবে (এবং আগের কাতারে যে ফাঁকটুকু হইল তাহা ঐ কাতারের লোকেরা আস্তে আস্তে একটু একটু করিয়া পুরা করিয়া ফেলিবে, যাহাতে ফাঁক না থাকে। কিন্তু যদি পিছনে টানিলে ঐ ব্যক্তি নিজের নামায খারাব করিবে কিংবা খারাব মনে করিবে বলিয়া ধারণা হয়, তবে টানিবে না।)

১৮। মাসআলাঃ আগের কাতারে জায়গা থাকিতে পিছনের কাতারে দাঁড়ান মকরুহ্। আগের কাতার আগে পূর্ণ করিয়া তারপর ইমামের পিছন হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিতীয় কাতার শুরু করিবে। —দুররে মুখতার

### জমা'আতের নামাযের অন্যান্য মাসায়েল

১৯। মাসআলাঃ যে স্থানে অন্য পুরুষ বা ইমামের মা, ভগ্নী বা স্ত্রী ইত্যাদি কোন মাহরাম স্ত্রীলোক না থাকে, সেখানে পুরুষের জন্য শুধু স্ত্রীলোকের ইমামত করা মকরুহ্ তাহরীমী।

২০। মাসআলাঃ এক ব্যক্তি ফজর, মাগরিব বা এশার নামায একা একা অনুচ্চ শব্দে পড়িতেছিল। (প্রথম বা দ্বিতীয় রাকা'আতে সূরা-ফাতেহার কিছু অংশ বা ফাতেহা শেষ করিয়া সূরারও কিছু অংশ চুপে চুপে পড়িয়া ফেলিয়াছে।) এমন সময় অন্য একজন লোক আসিয়া এক্তেদা করিল। এমতাবস্থায় যদি প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তির ইমামত করার ইচ্ছা (নিয়ত) করে, তবে তৎক্ষণাৎ যে পর্যন্ত পড়িয়াছে তাহার পর হইতে উচ্চস্বরে কেরাআত পড়িতে হইবে। কারণ, ফজরের এবং মাগরিব ও এশার প্রথম দুই রাকা'আতে ইমামের জন্য কেরাআত উচ্চস্বরে পড়া ওয়াজিব (মুন্ফারেদের জন্য ইচ্ছাধীন)। কিন্তু যদি প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তির ইমামত করার ইচ্ছা না করে; বরং এই মনে করে যে, সে এক্তেদা করুক কিন্তু আমি তাহার ইমামত করিব না, আমি আমার নিজের নামায একাই পড়িতেছি, তবে জোরে কেরাআত পড়া ওয়াজিব হইবে না, এই শেষোক্ত ছুরতে মুক্তাদীর নামায হইয়া যাইবে। কারণ, এক্তেদা হইবার জন্য মুক্তাদীর নিয়ত শর্ত, ইমামের নিয়ত শর্ত নহে।

২১। মাসআলাঃ যেখানে লোক চলাচলের সম্ভাবনা আছে, যেমন ময়দান, উঠান বা অনুরূপ স্থানে নামায পড়িতে হইলে নামাযী ইমাম হউক বা মুন্ফারেদ হউক নিজের ডান বা বাম চক্ষু বরাবর সম্মুখে অন্ততঃ এক হাত লম্বা এক অঙ্গুলী পরিমাণ মোটা কোন একটি জিনিস পুঁতিয়া রাখা মোস্তাহাব। ইহাকে 'ছুতরাহ' বলে। যেখানে লোক চলাচলের সম্ভাবনা নাই, যেমন—মসজিদ, ঘর বা অনুরূপ স্থানে ছুত্রার আবশ্যিক নাই।

ছুত্রার বাহির দিয়া চলাচলে কোন গোনাহ্ হয় না। ভিতর দিয়া চলাচল করিলে ভীষণ গোনাহ্ হইবে। (হাদীসে আছেঃ চল্লিশ দিন দাঁড়াইয়া থাকা বরং ভাল, তবু নামাযীর সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করা উচিত নহে।) ইমামের ছুত্রাহ্ মুছল্লীদের জন্য যথেষ্ট। (পুঁতিতে না পারিলে বা পুঁতিবার

মত উপযুক্ত কিছু পাওয়া না গেলে অগত্যা চেয়ার, টুল, মোড়া যাহা পাওয়া যায় এবং যে ভাবে রাখা যায় রাখিয়া দিবে। মানুষ ব্যতীত অন্য কোন জীব জন্তুর যাতায়াতে নামাযের কোন ক্ষতি হয় না।)

২২। মাসআলাঃ লাহেক্ ঐ মুক্তাদীকে বলে, জমা'আতে শামিল হওয়ার পর যে মুক্তাদীর কিছু রাকা'আত বা সম্পূর্ণ রাকা'আত ছুটিয়া যায়। কোন ওয়বরবশতঃ হউক, যেমন নামাযে ঘুমাইয়া গেল, ইত্যবসের কোন রাকা'আত ইত্যাদি ছুটিয়া গেল, কিংবা লোকের আধিক্যের কারণে রুকু সজ্জাদা ইত্যাদি করিতে পারিল না, কিংবা ওয়ু টুটিয়া যাওয়ায় ওয়ু করিতে গেল ইত্যবসরে কিছু রাকা'আত ছুটিয়া গেল, (খওফের নামাযে প্রথম দল লাহেক্। এক্ষেপে যে মুকীম মুক্তাদী মুসাফির ইমামের এক্জের্দা করে এবং মুসাফির কছর করে, তখন সেই মুকীম ঐ ইমামের নামায শেষ করার পর লাহেক্) কিংবা বিনা ওয়রে ছুটিয়া গেল, যেমন ইমামের আগে কোন রাকা'আতের রুকু বা সজ্জাদা করিল এবং এই কারণে এই রাকা'আত ধর্তব্য হইল না, তবে ঐ রাকা'আতের হিসাবে সে লাহেক্ বলিয়া গণ্য হইবে। লাহেকের কর্তব্য, যেই রাকা'আতগুলি ছুটিয়া গিয়াছে, প্রথমে ঐগুলি আদায় করিবে। তৎপর যদি জমা'আত বাকী থাকে, তবে জমা'আতে শরীক হইবে। নতুবা অবশিষ্ট নামাযও নিজে নিজে পড়িয়া লইবে।

২৩। মাসআলাঃ লাহেকের যে পরিমাণ নামায ছুটিয়া যায়, তাহা সে মুক্তাদীর মতই পড়িবে অর্থাৎ, ইমামের পিছনে যেরূপ মুক্তাদীর কেরাআত পড়িতে হয় না, বা মুক্তাদীর ছহো সজ্জাদাও দিতে হয় না, তদ্রূপ লাহেক্ও তাহার নামায একা একা পড়িবার সময় কেরা'আত পড়িবে না এবং তাহার ভুল হইলে তদরূন ছহো সজ্জাদাও করিবে না।

২৪। মাসআলাঃ ইমামের সঙ্গে শরীক হইবার পূর্বে যে মুক্তাদীর কিছু রাকা'আত ছুটিয়া গিয়াছে তাহাকে 'মাসবুক' বলে। মাসবুকের প্রথমে যে কয় রাকা'আত ছুটিয়া গিয়াছে ইমামের সালাম ফিরানোর পর তাহা উঠিয়া পড়িবে।

২৫। মাসআলাঃ মাসবুকের যে কয় রাকা'আত ছুটিয়া গিয়াছে, মুনফারের মত কেরাআত সহকারে আদায় করিতে হইবে। আর যদি ঐ সমস্ত রাকা'আতে ছহো হয়, তবে সজ্জাদায় ছহো করিতে হইবে।

২৬। মাসআলাঃ মাসবুকের যে কয় রাকা'আত ছুটিয়া গিয়াছে, তাহা আদায় করিবার নিয়ম এইঃ প্রথমে কেরাআত বিশিষ্ট রাকা'আত, তারপর কেরাআত বিহীন রাকা'আত আর যে কয় রাকা'আত ইমামের সঙ্গে পড়িয়াছে সেই হিসাবে বৈঠক করিবে অর্থাৎ ঐ রাকা'আতের হিসাবে যাহা দ্বিতীয় রাকা'আত হইবে, উহাতে প্রথম বৈঠক করিবে। আর তিন রাকা'আতী নামাযে যাহা তৃতীয় রাকা'আত হইবে, উহাতে শেষ বৈঠক করিবে। যেমন, যোহরের নামাযের তিন রাকা'আত হইয়া যাওয়ার পর, কোন লোক শরীক হইল, এখন সে ইমামের সালাম ফেরানোর পর দাঁড়াইয়া যাইবে এবং যে কয় রাকা'আত ছুটিয়া গিয়াছে তাহা আদায় করিবার নিয়ম হইল—প্রথম রাকা'আতে সুবহানা'কার পর সূরা-ফাতেহার সহিত কোন একটি সূরা মিলাইয়া রুকু সজ্জাদা করিয়া প্রথম বৈঠক করিবে ও তাশাহ্হুদ পড়িবে। কেননা, পাওয়া রাকা'আত হিসাবে ইহা দ্বিতীয় রাকা'আত। অতঃপর দ্বিতীয় রাকা'আতেও সূরা-ফাতেহার সহিত সূরা মিলাইবে এবং ইহার পর বৈঠক করিবে না। কেননা পাওয়া রাকা'আত হিসাবে ইহা তৃতীয় রাকা'আত অতঃপর তৃতীয় রাকা'আতে সূরা-ফাতেহার সহিত কোন সূরা মিলাইবে না। কেননা, ইহা কেরাআতের রাকা'আত

ছিল না। আর ইহাতে বৈঠক করিবে। ইহা হইল শেষ বৈঠক। বুঝিবার জন্য বিষয়টি বিস্তারিতভাবে লিখিতেছি।

(মাসবুক যে রাকাতের রুকু পাইয়াছে, সে রাকাত পুরাই পাইয়াছে এবং যে রাকাতের রুকু পায় নাই সেই রাকাত পড়িবে। কিন্তু জমা'আতে তৎক্ষণাৎ শরীক হইয়া যাইবে। এমনকি, যদি ইমামকে সজ্জদার মধ্যে পায়, তবে সজ্জদার মধ্যেই শরীক হইয়া যাইবে, যদি আত্তাহিয়াতুর মধ্যে পায়, আত্তাহিয়াতুর মধ্যেই শরীক হইয়া যাইবে। এই অবস্থায় শরীক হইবার নিয়ম এই যে, সোজা দাঁড়াইয়া নিয়ত করিয়া হাত উঠাইয়া 'আল্লাহু আকবর' বলিয়া হাত বাঁধিয়া আবার আল্লাহু আকবর বলিয়া রুকুতে বা সজ্জদায় বা আত্তাহিয়াতুর মধ্যে গিয়া শরীক হইবে। যে সব রাকাত ছুটিয়া গিয়াছে তাহা সে মুনফারেনদের মত আদায় করিবে। অর্থাৎ, তাহার সানা তাআওয, বিস্মিল্লাহু, কেরাআত সব কিছুই পড়িতে হইবে এবং যদি ভুল হয়, তবে ছহো সজ্জদাও করিতে হইবে। যদি কেহ মাগরিবের এক রাকাত মাত্র পায়, তবে ইমামের বাম দিকে সালাম ফিরাইবার পর এবং যদি ইমামের ছহো সজ্জদা থাকিয়া থাকে, তবে সজ্জদা করার পর আবার আত্তাহিয়াতু পড়িয়া যখন বাম দিকে সালাম ফিরান হইয়া যাইবে, তখন সে উঠিয়া দাঁড়াইবে এবং ছানা, তাআওয, বিস্মিল্লাহু, কেরাআত ইত্যাদি সহ এক রাকাত পড়িয়া বসিয়া আত্তাহিয়াতু পড়িবে এবং পুনরায় উঠিয়া আর এক রাকাত কেরাআতসহ পড়িয়া আত্তাহিয়াতু দুরূদ, দো'আ মাছুরা পড়িয়া শেষে সালাম ফিরাইবে। এইরূপে যদি এশা, যোহর বা আছরের মাত্র এক রাকাত পায়, তবেও ইমামের সালাম ফিরাইবার পর তাহাকে উঠিয়া এক রাকাত কেরাআতসহ পড়িয়া বসিতে হইবে এবং তারপর উঠিয়া এক রাকাত কেরাআতসহ এবং এক রাকাত আতে শুধু সূরা-ফাতেহা পড়িবে।)

২৭। মাসআলা : যদি কেহ 'মাসবুকও' হয় এবং 'লাহেক্‌ও' হয়, তবে সে যে কয় রাকাত আতে লাহেক্‌ হইয়াছে তাহা আগে বিনা কেরাআতে পড়িবে (যেন সে ইমামের পিছেই পড়িতেছে)। তারপর যে কয় রাকাত আতে মাসবুক হইয়াছে তাহা কেরাআতসহ পড়িবে (যেন সে একা একা পড়িতেছে); যেমন—যদি কোন মুকীম এশার নামাযের এক রাকাত হইয়া যাওয়ার পর দ্বিতীয় রাকাত আতে কোন মুসাফির ইমামের পিছে এজ্জেদা করে, তবে সে প্রথম রাকাতের জন্য মাসবুক হইল এবং তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাত আতের জন্য লাহেক্‌ হইল। অতএব, ইমামের যখন সালাম ফিরান শেষ হইবে, তখন সে দাঁড়াইয়া আগে ৩য় ও ৪র্থ রাকাত কেরাআত ছাড়া পড়িবে এবং ইমামের হিসাবে চতুর্থ রাকাত আতের পর বসিয়া আত্তাহিয়াতু 'আবদুহু ওয়া রসূলুহু' পর্যন্ত পড়িয়া, পুনরায় উঠিয়া প্রথম রাকাত আত কেরাআত সহ পড়িবে এবং বসিয়া আত্তাহিয়াতু, দুরূদ ও দো'আ মাছুরা পড়িয়া সালাম ফিরাইবে। যদি কোন ব্যক্তি আছর বা যোহরের নামাযের এক রাকাত পড়ার পর দ্বিতীয় রাকাত আতে জমা'আতে দাখিল হয় এবং দাখিল হওয়ার পর রাকাত আত পূর্ণ হইবার পূর্বেই তাহার ওয়ু টুটিয়া যায়, তবে তাহার জন্য বেহুতের ও আফযল এই যে, তৎক্ষণাৎ নামায ছাড়িয়া দিয়া ওয়ু করিয়া আসিয়া এক রাকাত আত বা দুই রাকাত আত যাহা কিছু পায় তাহাই ইমামের সঙ্গে পড়িয়া অবশিষ্ট রাকাতগুলি মাসবুকরূপে পড়ে, (কিন্তু যদি সে 'বেনা'র মাসআলা উত্তমরূপে অবগত থাকে এবং বেনা করিতে চায়, তবে সে মাসবুকও লাহেক্‌ হইবে;) অতএব, ওয়ু করিয়া আসিয়া যদি ইমামকে নামাযের মধ্যে পায়, তবে ইমামের সঙ্গে শরীক হইয়া যাইবে এবং ইমাম সালাম ফিরাইবার পর দাঁড়াইয়া যে কয় রাকাত আতে সে লাহেক্‌

হইয়াছে, তাহা আগে পড়িয়া শেষে প্রথম রাক'আত বাহা আগেই ছুটিয়া গিয়াছে পড়িবে, আর যদি ওয়ু করিয়া আসিয়া দেখে যে, ইমাম সালাম ফিরাইয়া ফেলিয়াছে, তবে সে প্রথম এক রাক'আতে মাসবুক এবং শেষের তিন রাক'আতে লাহেক হইল। অতএব, সে প্রথমে শেষের এই তিন রাক'আত সূরা-কেরাআত ছাড়া পড়িবে, যেন সে ইমামের পিছনেই পড়িতেছে; কিন্তু এই তিন রাক'আতের প্রথম রাক'আত পড়িয়া বসিয়া আত্তাহিয়াতু পড়িবে। কেননা, ইহা ইমামের দ্বিতীয় রাক'আত; তারপর তৃতীয় রাক'আত পড়িয়া আবার বসিবে এবং আত্তাহিয়াতু পড়িবে। কেননা, ইহা ইমামের চতুর্থ রাক'আত, তারপর প্রথম রাক'আত সূরা কেরাআতসহ পড়িবে। কেননা, এই রাক'আতে সে মাসবুক এবং মাসবুক মুনফারদের মত কেরাআত পড়িবে। তারপর বসিয়া আত্তাহিয়াতু ও দুন্ন পড়িবে ও সালাম ফিরাইবে। কেননা, ইহা তাহার শেষ রাক'আত।

২৮। মাসআলা : ইমামের সঙ্গে সঙ্গেই নামাযের সমস্ত রোকন আদায় করা মুক্তাদীদের জন্য সুন্নত, দেৱী করা উচিত নহে। তাহরীমা, রুকু, কওমা, সজ্দা ইত্যাদি সব রোকনই ইমামের সঙ্গে সঙ্গেই আদায় করিবে; দেৱী করিবে না (আগে ত করিবেই না) কা'দায়ে উলা অর্থাৎ, প্রথম বৈঠকে যদি মুক্তাদীর আত্তাহিয়াতু পুরা হইবার পূর্বেই ইমাম দাঁড়াইয়া যায়, তবে মুক্তাদী আত্তাহিয়াতু পুরা না করিয়া দাঁড়াইবে না, পুরা করিয়া তারপর দাঁড়াইবে। এইরূপে কা'দায়ে আখিরাতে অর্থাৎ শেষ বৈঠকে যদি (ঘটনাক্রমে) মুক্তাদী আত্তাহিয়াতু অর্থাৎ, আব্দুল্হ ওয়া রাসুলুহ পর্যন্ত পুরা করিবার পূর্বেই ইমাম সালাম ফিরায, তবে মুক্তাদী সালাম ফিরাইবে না, আত্তাহিয়াতু পুরা করিয়া তারপর সালাম ফিরাইবে। কিন্তু যদি রুকু বা সজ্দায় মুক্তাদী তস্বীহ পূর্ণ করিবার পূর্বেই ইমাম উঠিয়া যায়, তবে ইমামের সঙ্গে সঙ্গেই উঠিবে। (অবশ্য বিনা কারণে ইমামের বেশী জল্দী করা উচিত নহে বা মুক্তাদীরও অলস বা অমনোযোগী হওয়া ঠিক নহে! আবার যদি কোন কারণ বশতঃ মুক্তাদীও কিছু দেৱী করিয়া ফেলে তাহাতে তাহার নামায় বাতিল হইবে না।)

## জমা'আতে शामिल হওয়া

১। মাসআলা : নামাযের জমা'আতের খুব খেয়াল রাখিবে। জমা'আতের সময়ের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবে। জমা'আত শুরু হওয়ার সময়ের কিছু পূর্বে মসজিদে পৌঁছিবে, সুন্নত পড়িবে বা তাহিয়াতুল সমজিদ পড়িবে এবং নামাযের আগে ও পরে কিছুক্ষণ চক্ষু বন্ধ করিয়া মাথা ঝুঁকাইয়া নামাযের বিষয়, খোদার দরবারে হাযিরের বিষয়ও চিন্তা করিবে, খোদার রহমত এবং নিজের দোষ-ত্রুটি দেখিবে। খেয়াল রাখা সত্ত্বেও যদি (দৈবাৎ কোন দিন দেৱী হইয়া যায় এবং) মসজিদে গিয়া দেখে যে, জমা'আত হইয়া গিয়াছে, তবে (ঐ মসজিদে ছানী জমা'আত করা সুন্নতের খেলাফ) জমা'আতের তালাশে অন্য মসজিদে যাওয়া মোস্তাহাব, বাড়ীতে ফিরিয়া বাড়ীর ছেলেপেলেদের এবং মেয়েলোকদের লইয়াও জমা'আত করিতে পারে (বা মসজিদেই একা চুপে চুপে নামায় পড়িয়া আসিতে পারে। জমা'আতের খেয়াল ছিল বলিয়া জমা'আত তরকের গোনাহ হইবে না)।

২। মাসআলা : ঘটনাক্রমে বাড়ীতে একা ফরয নামায পড়িয়া যদি মসজিদে আসিয়া দেখে যে, মসজিদে জমা'আত হইতেছে বা এখনই হইবে। তখন যদি যোহর বা এশার নামায হয়, তবে তো তাহার জমা'আতে শরীক হওয়া উচিত, এই নামায তাহার নফল হইয়া বাইবে; আর যদি ফজর, আছর বা মাগরীবের নামায হয়, তবে জমা'আতে শরীক হইবে না; কেননা, ফজর এবং

আছরের পর নফল পড়া মকরুহ্ এবং মাগরিবের নামায তিন রাকা'আত অথচ তিন রাকা'আত নফল শরী'আতে নাই।

৩। মাসআলাঃ কেহ ফরয নামায শুরু করিয়াছে, তারপর ঐ নামাযেরই জমা'আত শুরু হইল, এখন তাহার কি করা উচিত? যদি দুই বা তিন রাকা'আতওয়ালা নামায হয় এবং যদি এখন সে দ্বিতীয় রাকা'আতের সজ্দা না করিয়া থাকে, তবে তৎক্ষণাৎ (ডান দিকে এক সালাম ফিরাইয়া) জমা'আতে শরীক হইবে।

আর যদি দ্বিতীয় রাকা'আতের সজ্দা করিয়া থাকে, তবে ঐ নামাযই পুরা করিতে হইবে, (জমা'আতে শরীক হইবে না।) আর যদি চারি রাকা'আতওয়ালা নামায হয় এবং প্রথম রাকা'আতের সজ্দা না করিয়া থাকে, তবে তৎক্ষণাৎ ডান দিকে এক সালাম ফিরাইয়া জমা'আতে শরীক হইবে; কিন্তু যদি এক সজ্দাও করিয়া থাকে, তবে তাহার দুই রাকা'আতই পূর্ণ করিয়া সালাম ফিরাইয়া জমা'আতে শরীক হইবে।

যদি দুই রাকা'আত পূর্ণ করিয়া তৃতীয় রাকা'আতের জন্য দাঁড়াইয়া থাকে এবং এখনও তৃতীয় রাকা'আতে সজ্দা না করিয়া থাকে, তবে ঐ দণ্ডায়মান অবস্থায়ই সালাম ফিরাইয়া জমা'আতে শরীক হইতে হইবে; কিন্তু যদি তৃতীয় রাকা'আতের সজ্দা করিয়া থাকে, তবে ঐ নামায ছাড়িতে পারিবে না, চারি রাকা'আত পূর্ণ করিতে হইবে। তখন যদি যোহর বা এ'শার ওয়াক্ত হয়, তবে চারি রাকা'আত পূর্ণ করিয়া সালাম ফিরাইয়া পুনরায় জমা'আতে শরীক হইতে হইবে, আর যদি আছরের ওয়াক্ত হয়, তবে চারি রাকা'আত পূর্ণ করিয়া জমা'আতে শরীক হইতে পারিবে না।

৪। মাসআলাঃ যদি সুন্নত বা নফল নামায শুরু করিবার পর, জমা'আত বা জুমু'আর খোৎবা শুরু হয়, তবে সেই নামায ছাড়িবে না, দুই রাকা'আত পূর্ণ করিয়া সালাম ফিরাইয়া তারপর জমা'আতে শরীক হইবে, যদি চারি রাকা'আতের নিয়্যত বাঁধিয়া থাকে, তবুও দুই রাকা'আত পড়িয়া সালাম ফিরাইয়া জমা'আতে শরীক হইবে। আর যদি চারি রাকা'আতের নিয়্যত বাঁধিয়া থাকে এবং তৃতীয় রাকা'আতের জন্য দাঁড়াইয়া থাকে; তারপর জমা'আত (বা জুমু'আর খোৎবা) শুরু হয়, তবে চারি রাকা'আতই পূর্ণ করিবে।

৫। মাসআলাঃ যদি যোহর বা জুমু'আর সুন্নতে মোয়াক্কাদা চারি রাকা'আত শুরু করার পর, জুমু'আর খোৎবা বা যোহরের জমা'আত শুরু হয় এবং খোৎবা শুনে, তবে দুই রাকা'আতের পর সালাম ফিরাইয়া গিয়া জুমু'আতে শরীক হইবে। তবে ফরযের পর পুনরায় এই চারি রাকা'আত পড়িতে হইবে। কিন্তু যদি আছর বা এ'শার সুন্নত চারি রাকা'আতের নিয়্যত করার পর জমা'আত শুরু হওয়ার কারণে দুই রাকা'আত পড়িয়া সালাম ফিরাইয়া জমা'আতে শরীক হয়, তবে অবশিষ্ট দুই রাকা'আত আর পড়িতে হইবে না।

৬। মাসআলাঃ ফরয নামায শুরু হইলে তখন আর সুন্নত বা নফল অন্য কোন নামায হইতে পারে না। (অবশ্য আগের ওয়াক্তের ফরয নামায যদি কোন কারণবশতঃ না পড়িয়া থাকে, তবে শুধু ফরয রাকা'আতগুলি পড়িয়া লইতে হইবে, তারপর জমা'আতে শরীক হইতে হইবে; কিন্তু ফজরের সুন্নতের খুব বেশী তাকীদ আসিয়াছে, সেই জন্য যদি সুন্নত পড়িয়া জমা'আতের সঙ্গে এক রাকা'আতও পাওয়ার আশা থাকে এবং সন্নিহিত নামায পড়িবার জায়গা থাকে বা মসজিদের বারান্দা থাকে, তবে সেইখানে সুন্নত পড়িয়া লইবে, (কিন্তু যদি এক রাকা'আতও পাইবার আশা না থাকে, তবে ঐ সময় সুন্নত পড়িবে না, ফজরের জমা'আতে शामिल হইয়া যাইবে এবং সুন্নত



সূর্যোদয়ের পূর্বে পড়িবে না, বেলা উঠিবার পর পড়িবে। কিন্তু কর্মব্যস্ত লোক হইলে এবং পরে পড়িবার সুযোগ পাইবার আশা না থাকিলে, যদি ফরযের পরই পড়িয়া লয়, তবে তাহাকে নিষেধ করিবে না।) জমা'আত শুরু হইয়া যাওয়ায় যদি যোহরের পূর্বের চারি রাকা'আত সুন্নত থাকিয়া যায়, তবে তাহা ফরযের পরবর্তী দুই রাকা'আত সুন্নতের পরে পড়াই ভাল।

৭। মাসআলা : যদি ভয় হয় যে, ফজরের সুন্নতের সমস্ত মোস্তাহাব এবং সুন্নত আদায় করিয়া পড়িতে গেলে জমা'আত ছুটিয়া যাইবে, তবে মোস্তাহাব এবং সুন্নত বাদ দিয়া, শুধু ফরয এবং ওয়াজিব আদায় করিয়া সুন্নত পড়িয়া লইবে। অর্থাৎ, রুকু সজ্দার তসবীহ না পড়িয়া, শুধু তাশাহুদ পড়িয়া ছালাম ফিরাইয়া নামায শেষ করিবে। দুর্কুদ ও দো'আ মাছুরা পড়িবে না।

৮। মাসআলা : জমা'আত হওয়াকালীন তথায় অন্য কোন নামায পড়া মকরুহ তাহরীমী। কাজেই ফজরের জমা'আত শুরু হইয়া গেলে, যদি ফজরের সুন্নত পড়িতে হয়, তবে বারান্দায় বা বাহিরে পড়িবে। একান্ত যদি জায়গা না পাওয়া যায়, তবে পিছনের এক কোণে গিয়া পড়িবে, কাত্তারে দাঁড়াইয়া পড়িবে না।

৯। মাসআলা : জমা'আতের সঙ্গে যদি আখেরী বৈঠক (কা'দায়ে আখিরা) পায়, তবুও জমা'আতের ছওয়ার পাইবে।

১০। মাসআলা : ইমামের সঙ্গে যে রাকাআতের রুকু পাইবে সে রাকা'আত পাওয়ার মধ্যে গণ্য হইবে, কিন্তু যদি রুকু না পাওয়া যায়, তবে সে রাকা'আত পাওয়ার হিসাবের মধ্যে ধরা যাইবে না, (অবশ্য শরীক হইয়া যাইতে হইবে এবং পরে আবার সেই রাকা'আত পড়িতে হইবে।

## যে যে কারণে নামায ফাসেদ হয়

[লোক্‌মা দেওয়ার মাসআলা]

ভুল কেরাআত পাঠকের ভুল সংশোধন করিয়া দেওয়াকে 'লোক্‌মা দেওয়া' বলে।

১। মাসআলা : নামাযের মধ্যে নিজের ইমাম ব্যতীত অন্য কাহাকেও লোক্‌মা দিলে নামায বাতিল হইয়া যায়।

২। মাসআলা : ছহীহু ক্বওল এই যে, ইমামকে লোক্‌মা দিলে নামায বাতিল হইবে না ; ইমাম যদি যরুরত পরিমাণ কেরাআত পড়ার আগেই আটকিয়া যায় এবং সেই অবস্থায় লোক্‌মা দেয়, তবে ত নামায বাতিল হইবে না ; এমনকি, যদি যরুরত পরিমাণ কেরাআত পড়ার পরও লোক্‌মা দেয়, তবুও নামায বাতিল হইবে না। অর্থাৎ, যেই নামাযে যেই পরিমাণ কেরাআত পড়া সুন্নত সেই পরিমাণ কেরাআত পড়া।

৩। মাসআলা : ইমাম যদি যরুরত পরিমাণ কেরাআত পড়িবার পর আটকিয়া যায় তবে তাহার তৎক্ষণাৎ রুকুতে যাওয়া উচিত, (বার বার দোহুরাইয়া বা ভুল বাদ দিয়া পড়িয়া বা চূপ করিয়া থাকিয়া) মুক্তাদীকে লোক্‌মা দেওয়ার জন্য মজ্বুর করা উচিত নহে, এইরূপ করা মকরুহ। মুক্তাদীদেরও বিনা যরুরতে লোক্‌মা দেওয়া ঠিক নহে। বিনা যরুরতে লোক্‌মা দেওয়া মকরুহ : এখানে যরুরতের অর্থ হইল, ইমাম যদি যরুরত পরিমাণ কেরাআত পড়িতে না পারে, আটকিয়া চূপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে বা বার বার দোহুরাইতে থাকে বা ভুল রাখিয়া সামনে পড়া শুরু করে, তবে মুক্তাদী লোক্‌মা দিবে। অবশ্য যদি এইরূপ যরুরত ছাড়াও নিজের ইমামকে লোক্‌মা দেয়, তবে তাহাতে নামায বাতিল হইবে না ; মকরুহ হইবে।

৪। মাসআলা : একজন লোক নামায পড়িতেছে, তাহাকে তাহার মুক্তাদী ছাড়া অন্য কেহ লোকমা দিল, যদি সে ঐ লোকমা লয়, তবে তাহার নামায বাতিল হইয়া যাইবে, অবশ্য যদি তাহার নিজেরই স্মরণ হইয়া থাকে, (লোকমার সঙ্গে সঙ্গে বা আগে বা পরে) এবং নিজের স্মরণ অনুসারে পড়ে, তবে তাহার নামায ফাসেদ হইবে না।

৫। মাসআলা : যদি কোন ব্যক্তি নামাযের মধ্যে থাকিয়া নিজের ইমাম ছাড়া অন্য কাহাকে লোকমা দেয়, তবে তাহার নামায ফাসেদ হইয়া যাইবে। অন্য ব্যক্তি নামাযের মধ্যে হউক বা না হউক।

৬। মাসআলা : যদি মুক্তাদী অন্যের পড়া শুনিয়া কিংবা কোরআন মজীদ দেখিয়া ইমামকে লোকমা দেয়, তবে তাহার নামায ফাসেদ হইয়া যাইবে, যদি ইমাম লোকমা লয়, তাহারও নামায ফাসেদ হইয়া যাইবে। আর যদি কোরআন মজীদ দেখিয়া বা অন্যের পড়া শুনিয়া মুক্তাদীর স্মরণ হয় এবং নিজের স্মরণেই লোকমা দেয়, তবে নামায ফাসেদ হইবে না।

৭। মাসআলা : এইরূপে যদি নামাযে কোরআন মজীদ দেখিয়া একটি আয়াত পড়ে, তবুও নামায ফাসেদ হইবে। কিন্তু যে আয়াত দেখিয়া পড়িয়াছে, তাহা যদি প্রথম হইতে ইয়াদ থাকিয়া থাকে, তবে নামায ফাসেদ হইবে না কিংবা প্রথম হইতে স্মরণ তো ছিল না কিন্তু এক আয়াতের কম দেখিয়া পড়িয়া থাকে, তবে নামায ফাসেদ হইবে না।

৮। মাসআলা : মেয়েলোক যদি পুরুষের সঙ্গে এইরূপে দাঁড়ায় যে, একজনের কোন অঙ্গ অপার জনের কোন অঙ্গের বরাবর হইয়া যায়, তবে নিম্ন শর্তে নামায ফাসেদ হইয়া যাইবে। এমন কি, যদি সজ্জায় যাওয়ার সময় মেয়েলোকের মাথা পুরুষের পা বরাবর হইয়া যায় তবুও নামায ফাসেদ হইবে।

১ম শর্ত : মেয়েলোক বালেগা হওয়া চাই (যুবতী হইক বা বৃদ্ধা হইক,) কিংবা সহবাস উপযোগী নাবালেগা হউক। আর যদি অল্প বয়স্কা নাবালেগা মেয়ে নামাযে বরাবর হইয়া যায়, তবে নামায ফাসেদ হইবে না।

২য় শর্ত : উভয়েই নামাযে হওয়া চাই। যদি একজন নামাযে অন্যজন নামাযের বাহিরে থাকে, তবে এরূপ বরাবর হওয়ায় নামায ফাসেদ হইবে না।

৩য় শর্ত : উভয়ের মাঝে কোন আড়াল না হওয়া। যদি মাঝখানে কোন পর্দা থাকে কিংবা কোন সূতরা থাকে, অথচ মাঝখানে এত পরিমাণ জায়গা খালি থাকে যে, অনায়াসে একটি লোক দাঁড়াইতে পারে, তবে নামায ফাসেদ হইবে না।

৪র্থ শর্ত : নামায ছহীহ হওয়ার শর্তাবলী ঐ মেয়েলোকের মধ্যে থাকা চাই। কাজেই মেয়েলোক যদি পাগল অথবা ঋতুমতী বা নেফাস অবস্থায় হয়, তবে ঐ মেয়েলোকের বরাবরী হইলে নামায ফাসেদ হইবে না। কেননা, এসব অবস্থায় ঐ মেয়েলোক নামাযের মধ্যে গণ্য নহে।

৫ম শর্ত : জানাযার নামায না হওয়া চাই। জানাযার নামাযে বরাবর হইলে নামায ফাসেদ হইবে না।

৬ষ্ঠ শর্ত : বরাবরী এক রোকন পরিমাণ। (অর্থাৎ তিন তসবীহ পড়ার সময় পরিমাণ) স্থায়ী হওয়া চাই। যদি ইহার কম সময় বরাবর থাকে, তবে ফাসেদ হইবে না। যেমন, এতটুকু সময় বরাবর রাখিয়াছে, ঐ পরিমাণ সময়ে রুকু সজ্জা ইত্যাদি হইতে পারে না। এই অল্প সময়ের বরাবরীতে নামায ফাসেদ হয় না।

৭ম শর্ত : উভয়ের তাহরীমা এক হওয়া চাই। অর্থাৎ এই মেয়েলোক ঐ পুরুষের মুক্তাদী হওয়া, কিংবা উভয়ে কোন তৃতীয় ব্যক্তির মুক্তাদী হওয়া।

৮ম শর্ত : ইমামের নামাযের প্রথমে বা মাঝখানে যখন মেয়েলোক শামিল হইয়াছে তাহার ইমামতের নিয়ত করা চাই। ইমাম যদি ইমামতের নিয়ত না করে, তবে এই বরাবরীতে নামায ফাসেদ হইবে না; বরং ঐ মেয়েলোকের নামায ছহীহ হইবে না।

৯। মাসআলা : কোন স্ত্রীলোক পুরুষের কাতারে দাঁড়াইয়া জমা'আতে নামায পড়িলে পার্শ্ববর্তী পুরুষদের নামায ফাসেদ হইয়া যাইবে।

১০। মাসআলা : ইমামের ওয়ু টুটিয়া গেলে ইমাম যদি কোন উপযুক্ত লোককে খলীফা না বানাইয়া মসজিদ হইতে বাহির হইয়া যায়, তবে মুক্তাদীদের নামায ফাসেদ হইয়া যাইবে।

১১। মাসআলা : ইমাম যদি কোন পাগল, নাবালেগ বা মেয়েলোককে—যে ইমামের অযোগ্য এরূপ খলীফা বানায়, তবে সকলের নামায ফাসেদ হইয়া যাইবে।

১২। মাসআলা : স্বামী নামায পড়িবার সময় যদি স্ত্রী তাহাকে চুশন করে (এবং স্বামীর মনে কোন চাঞ্চল্য না জন্মে) তবে তাহার নামায নষ্ট হইবে না, কিন্তু মনে চাঞ্চল্য জন্মিলে নামায নষ্ট হইয়া যাইবে। যদি মেয়েলোক নামায পড়ার সময় পুরুষ তাহাকে চুশন করে, তবে মেয়েলোকের নামায ফাসেদ হইবে। কামভাবে চুশন করুক কিংবা বিনা কামভাবে। মেয়েলোকের মধ্যে কামভাব উদয় হউক বা না হউক।

১৩। মাসআলা : নামাযীর সামনে দিয়া যদি কেহ যাইতে চায়, তবে তাহাকে বাধা দেওয়া জায়েয আছে, কিন্তু যদি নামাযের মধ্যে থাকিয়া বাধা দিতে গিয়া 'আমলে কাছীর' করিতে (অর্থাৎ, কথা বলিতে হয়, বা হাঁটিয়া অগ্রসর হইতে হয়, বা ধাক্কাধাক্কী করিতে) হয়, তবে নামায বাতিল হইয়া যাইবে, কিন্তু যদি আশ্তে হাত দিয়া ইশারা করিয়া দেয়, বা সোবহানালাহু বলিয়া সতর্ক করিয়া দেয়, তবে তাহাতে নামায নষ্ট হইবে না। —বেহেশ্তী গওহর

### আরম্ভ নামায ছাড়িয়া দেওয়া যায়

১। মাসআলা : নামায পড়িতে পড়িতে যদি (রেল) গাড়ী ছাড়িয়া দেয় অথচ রেলগাড়ীতে আসবাবপত্র রাখা থাকে বা বিবি বাচ্চা বসা থাকে, তখন নামায ছাড়িয়া দিয়া গাড়ীতে উঠা জায়েয আছে। [কারণ, আল্লাহ তা'আলা এত মেহেরবান যে, বন্দার এক দেরহাম (এক সিকি) পরিমাণ ক্ষতিও তিনি করাইতে চান না।]

২। মাসআলা : নামাযের সময় যদি সামনে সাপ আসিয়া পড়ে, তবে উহার ভয়ে নামায ছাড়িয়া দিয়া (নিজের জীবন লইয়া) পলায়ন করা বা সাপকে মারা জায়েয আছে।

৩। মাসআলা : রাতে মুরগী বাহিরে রহিয়া গিয়াছিল, নামায পড়িতে জানা গেল যে, শৃগাল বা বিড়াল মুরগী ধরিবার জন্য আসিয়াছে, এমতাবস্থায় নামায ছাড়িয়া মুরগীর জীবন রক্ষা করা জায়েয আছে (তারপর শান্তির সহিত নামায পড়িবে)।

৪। মাসআলা : নামাযের মধ্যে জানা গেল যে, জুতা-চোর আসিয়া জুতা ধরিয়াছে, এমতাবস্থায় নামায ছাড়িয়া জুতার হেফযত করা জায়েয আছে।

৫। মাসআলা : বন্দার এক সিকি পরিমাণ ক্ষতি হইবার আশঙ্কা যেখানে আছে, সেখানেও শরী'আতে মাল রক্ষার জন্য নামায ছাড়িয়া পরে পড়িবার এজাযত দিয়াছে। যেমন, চুলার

তরকারীর পাতিল উৎরাইয়া পড়িতেছে যাহার দাম ৩/৪ আনা, তখন নামায ছাড়িয়া উহা ঠিক করা जाয়েয আছে।

৬। মাসআলা : নামাযের মধ্যে যদি পেশাব পায়খানার বেগ হয়, তবে নামায ছাড়িয়া দিবে এবং পেশাব-পায়খানা করিয়া আসিয়া শান্তির সহিত নামায পড়িবে।

৭। মাসআলা : নামাযে থাকিয়া জানিতে পারিল যে, একজন অন্ধ কুয়া বা গর্তের মধ্যে পড়িয়াছে বা একটি ছেলে আঙুনে বা পানিতে পড়িয়া জীবন হারাইবার উপক্রম হইয়াছে, তখন নামায ছাড়িয়া দিয়া অন্ধ বা ছেলের জীবন রক্ষা করা ফরয। যদি নামায না ছাড়ে এবং ছেলে বা অন্ধ পড়িয়া মারা যায়, তবে গোনাহ্গার হইবে।

৮। মাসআলা : নামাযের মধ্যে থাকিয়া জানিতে পারিল যে, ছেলের কাপড়ে আঙুন লাগিয়াছে, এরূপ অবস্থায় নামায ছাড়িয়া দিয়া ছেলের জীবন রক্ষা করা ফরয। (অবশ্য যদি অন্য লোক রক্ষাকারী থাকে, তবে নামায ছাড়িবার দরকার নাই।)

৯। মাসআলা : মা-বাপ, দাদা-দাদী, নানা-নানী যদি কোন বিপদে পড়িয়া ডাকেন, তবে ফরয নামাযও ছাড়িয়া দিয়া তাঁহাদের সাহায্য করা ওয়াজিব হইবে। যদি তাঁহারা কেহ পীড়িত থাকেন এবং পেশাব-পায়খানা ইত্যাদি কোন প্রয়োজনে বাহিরে গিয়া হয়ত পা পিছলাইয়া বা কাঁপিয়া পড়িয়া গিয়া ডাকিতেছেন, এমতাবস্থায় ফরয নামাযও ছাড়িয়া দিবে এবং গিয়া তাঁহাদের সাহায্য করিবে। অবশ্য যদি অন্য লোক সঙ্গে থাকে এবং উঠাইয়া আনে, তবে অনর্থক নামায ছাড়িবে না।

১০। মাসআলা : আর যদি এখনও পা পিছলাইয়া বা কাঁপিয়া না পড়িয়া থাকেন, কিন্তু পড়িয়া যাইবার ভয়ে ডাকেন, তবুও নামায ছাড়িয়া দিবে এবং তাঁহাদের সাহায্য করিবে।

১১। মাসআলা : উক্তরূপ যরুরত ছাড়া ডাকিলে ফরয নামায ছাড়া जाয়েয নহে।

১২। মাসআলা : নফল বা সুন্নত নামায পড়িবার সময় যদি মা-বাপ, দাদা-দাদী, নানা-নানী যে কেহ ডাকেন, তবে যদি নামাযে আছে একথা না জানিয়া তাঁহারা ডাকেন কিংবা বিপদ ছাড়া ডাকেন, তবে নামায ছাড়িয়া তাঁহাদের ডাকে সাড়া দেওয়া ওয়াজিব, অন্যথায় গোনাহ্গার হইবে। আর যদি নামায পড়িতেছে একথা জানা সত্ত্বেও অযথা ডাকেন, তবে নামায ছাড়িবে না, অবশ্য যদি বিপদে বা কষ্টে পড়িয়া ডাকেন, তবে নামায ছাড়িয়া দিবে।

### নামাযে ওয়ূ টুটিয়া গেলে—(বেঃ গওহর)

নামাযের মধ্যে অস্বাভাবিক কোন কারণে বা মানুষের ইচ্ছাকৃত কোন কর্মে যদি ওয়ূ টুটিয়া যায়, তবে ওয়ূর সঙ্গে সঙ্গে নামাযও বাতিল হইয়া যাইবে; যথা, যদি নামাযের মধ্যে গোসলের হাজত হয়, বা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠে, বা বেহঁশ হইয়া পড়িয়া যায়, বা ইচ্ছাপূর্বক পেটের উল্টা বাতাস বাহির করে, তবে ওয়ূ ত টুটিয়া যাইবেই, সঙ্গে সঙ্গে নামাযও টুটিয়া যাইবে, কিন্তু যদি অনিচ্ছাকৃত কোন স্বাভাবিক কারণে ওয়ূ টুটে, যথা, যদি হঠাৎ অনিচ্ছায় পেটের উল্টা বাতাস বাহির হইয়া যায়, তবে ওয়ূ টুটিয়া যাইবে, কিন্তু যদি নামায ছাড়িয়া তৎক্ষণাৎ ওয়ূ করিয়া পুনরায় শুরু হইতে নামায পড়ে, তবে ইহাই উত্তম এবং মোস্তাহাব। আর যদি এই অবস্থায় নামায বাকী রাখিতে চায়, তবে তাহারও উপায় আছে। নামায বাকী রাখিবার জন্য কতকগুলি শর্ত আছে; যথা : (১) ওয়ূ টুটা মাত্রই নামায ছাড়িয়া দিবে এবং ওয়ূ করিতে যাইবে, নামাযের কোন রোকন আদায় করিবে না, (২) ওয়ূ করিতে যাইবার সময়ও কেরাআত ইত্যাদি কোন রোকন আদায়

করিবে না, (৩) কথাবার্তা ইত্যাদি যে সব কাজ নামাযের পরিপন্থী অথচ তাহা হইতে বাঁচিয়া থাকা সম্ভব, তাহা করিবে না। (অবশ্য ওয়ূর পানি পূর্ব, দক্ষিণ বা উত্তর দিকে থাকিলে মুখ না ফিরাইয়া যাওয়া অসম্ভব; কাজেই যাইবার সময় ক্লেব্লা দিক হইতে মুখ ফিরিয়া গেলে তাহাতে ক্ষতি হইবে না।) (৪) ওয়ূ টুটিবার পর বিনা ওয়ূরে এক রোকন আদায় করার সময় পরিমাণ দেৱী করিবে না, তৎক্ষণাৎ ওয়ূ করিতে হইবে, অবশ্য জমা'আতে যদি অনেকগুলি কাতার থাকে এবং প্রথম কাতার হইতে আসিতে আসিতে কিছু দেৱী হয় বা নিকটে পানি না থাকাবশতঃ পানির কাছে যাইতে কিছু দেৱী হয়, সে দেৱীতে ক্ষতি হইবে না।

১। মাসআলা : মোনফারের যদি নামাযের মধ্যে ওয়ূ টুটিয়া যায়, তবে ওয়ূ করিয়া পুনরায় শুরু হইতে নামায পড়াই তাহার জন্য উত্তম। কিন্তু যদি সে 'বেনা' করিতে অর্থাৎ, যে পর্যন্ত পড়িয়াছে সে পর্যন্ত ঠিক রাখিয়া ওয়ূ করিয়া তাহার পর হইতে অবশিষ্টটুকু পড়িয়া নামায শেষ করিতে চায়, তবে সে ওয়ূ টুটামাত্রই নামায ছাড়িয়া দিয়া তৎক্ষণাৎ ওয়ূ করিবে; ওয়ূ করিতে যাইবন্ধ সময় এদিক ওদিক দেখিবে না, বা কথাবার্তা বলিবে না, নিকটে পানি থাকিতে দূরে যাইবে না, সর্বাপেক্ষা অধিক নিকটবর্তী পানির দ্বারা অতি শীঘ্র ওয়ূ করিবে। (কিন্তু ওয়ূর সুন্নত, মোস্তাহাব ছাড়িবে না) ওয়ূর নিকটবর্তী স্থানেই অবশিষ্ট নামায পড়িবে, যদি পূর্বের স্থানে যায়, তাহাও জায়েয আছে।

২। মাসআলা : ইমামের যদি নামাযের মধ্যে ওয়ূ টুটিয়া যায়, (এমন কি, আখেরী বৈঠকের মধ্যেও ওয়ূ টুটে) তবে তাহার জন্যও এক দিকে সালাম ফিরাইয়া নামায ছাড়িয়া ওয়ূ করিয়া নূতনভাবে নামায পড়া আফযল; কিন্তু যদি 'বেনা' ও 'এস্তেখলাফ' করিতে চায় অর্থাৎ, যে পর্যন্ত পড়িয়াছে তারপর হইতে মুক্তাদীদের মধ্য হইতে অন্য একজন দ্বারা পড়াইতে চায়, তবে তাহার ছুরত এই যে, ওয়ূ টুটা মাত্রই তৎক্ষণাৎ নামায ছাড়িয়া দিয়া একজন উপযুক্ত মুক্তাদীকে মোছাল্লার দিকে ইশারা করিয়া খলীফা (কায়েম মকাম) বানাইয়া ওয়ূ করিতে যাইবে, মুদরেককে খলীফা বানান উত্তম। যদি মসবুককে খলীফা বানায় তবুও জায়েয। কিন্তু মসবুককে ইশারায় বলিয়া দিবে যে, আমার উপর এত রাকা'আত ইত্যাদি বাকী আছে। রাকা'আতের জন্য আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করিবে' যেমন, এক রাকা'আত বাকী থাকিলে এক আঙ্গুল দুই রাকা'আত বাকী থাকিলে দুই আঙ্গুল উঠাইবে। রুকু বাকী থাকিলে হাঁটুর উপর হাত রাখিবে, সজ্দা বাকী থাকিলে কপালে, কেৱাআত বাকী থাকিলে মুখের উপর, সজ্দায়ে তেলাওয়াত বাকী থাকিলে কপালে এবং জিহ্বার উপর, সজ্দায়ে ছহো করিতে হইলে সীনার উপর হাত রাখিবে। অবশ্য যখন সে-ও এই সঙ্কেত বুঝে, নচেৎ তাহাকে খলীফা বানাইবে না। তারপর ওয়ূ করিয়া আসিয়া যদি জমা'আত পায়, তবে মুক্তাদী স্বরূপ শামিল হইয়া যাইবে এবং অবশিষ্ট নামায যাহা জমা'আতের সঙ্গে পাইয়াছে তাহা মুক্তাদী স্বরূপ এবং যদি দুই এক রাকা'আত মাঝখানে ছুটিয়া যাইয়া থাকে তাহা লাহেকরূপে পরে পড়িবে। যদি ওয়ূর স্থানে দাঁড়াইয়া এস্তেদা করে, তবে যদি মাঝখানে এমন কোন জিনিস বা ব্যবধান থাকে, যাহাতে এস্তেদা দুরন্ত হয় না, তবে তথায় থাকিয়া এস্তেদা করা দুরন্ত হইবে না। আর যদি ওয়ূ করিয়া জমা'আত না পায়, তবে একা একা অবশিষ্ট নামায পড়িবে। (ওয়ূর স্থানে পড়ুক বা জমা'আতের কাতারে আসিয়া পড়ুক)।

৩। মাসআলা : পানি যদি মসজিদের ভিতরেই থাকে, তবে খলীফা বানান ছাড়াও ইচ্ছা করিলে 'বেনা' করিতে পারে। নামায ছাড়িয়া দিয়া অতি শীঘ্র ওয়ূ করিয়া অবশিষ্ট অংশ পূর্ণ

করিবে ইমাম যথাস্থানে ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত মুক্তাদীগণ যে অবস্থায় আছে ঐ অবস্থাতেই এস্তেয়ার করিতে থাকিবে।

৪। মাসআলাঃ খলীফা বানানের পর, ইমাম আর ইমাম থাকিবে না, মুক্তাদী হইয়া যাইবে; কাজেই যদি জমা'আত শেষ হইয়া যায়, তবে অবশিষ্ট নামায তিনি লাহেকরূপে পড়িবেন। যদি ইমাম কাউকে খলীফা না বানান, কোন মুক্তাদী নিজে আগে বাড়িয়া যায় বা মুক্তাদীরাই তাকে ইশারা করিয়া আগে বাড়িয়া দেয়, তবুও দুরুস্ত হইবে; কিন্তু যতক্ষণ ইমাম মসজিদের ভিতরে আছেন, কিংবা যদি নামায মসজিদে না হয়, তবে কাতার কিংবা ছোত্রা হইতে আগে না যায়, ততক্ষণ এইরূপ হইতে পারিবে, নতুবা ইমাম যদি খলীফা না বানাইয়া মসজিদ হইতে বাহির হইয়া যায়, তবে সকলের নামায ফাসেদ হইবে এবং কেহই আর খলীফা হইতে পারিবে না।

৫। মাসআলাঃ মুক্তাদীর যদি নামাযের মধ্যে ওয়ূ টুটিয়া যায়, তবে তাহার জন্যও 'বেনা' না করিয়া তৎক্ষণাৎ ওয়ূ করিয়া মাসবুকরূপে জমা'আতে শরীক হওয়া বা জমা'আত না পাইলে একা একা নূতন কন্দিয়া নামায পড়া উত্তম। কিন্তু যদি 'বেনা' করিতে চায়, তবে তৎক্ষণাৎ ওয়ূ করিয়া যদি জমা'আত বাকী থাকে জমা'আতে शामिल হইয়া যাইবে, যদি প্রথম জায়গায় যাইতে পারে, তবে ভাল, (নতুবা পাছের কাতারে দাঁড়াইয়া যতটুকু জমা'আতে পায় ততটুকু মসবুকরূপে জমা'আতের সঙ্গে পড়িবে এবং যদি দুই এক রাকা'আত মাঝখানে ছুটিয়া যাইয়া থাকে তাহা পরে লাহেকরূপে পড়িবে। কিন্তু যদি ইমাম ও তাহার ওয়ূর স্থানের মধ্যে এতদৈয়া বাধাজনক কোন জিনিস না থাকে, তবে এখানেও দাঁড়ান জায়েয আছে। আর যদি জমা'আত হইয়া গিয়া থাকে, তবে ওয়ূর নিকটবর্তী স্থানে দাঁড়াইয়া অবশিষ্ট নামায লাহেকরূপে পড়া উত্তম। যদি পূর্ব স্থানে গিয়া পড়ে তাহাও জায়েয আছে।

৬। মাসআলাঃ ইমাম যদি মাসবুক মুক্তাদীকে খলীফা বানায়, তাহাও জায়েয আছে, কিন্তু তাহা হইলে সে ইমামের অবশিষ্ট নামায পূর্ণ করিয়া সালাম ফিরাইবে না, সালাম ফিরাইবার জন্য একজন মোদরেক্ মুক্তাদীকে ইশারার দ্বারা আগে বাড়িয়া লইবে; নিজে একটু বসিয়া দাঁড়াইয়া যে সব রাকা'আত তাহার আগে ছুটিয়া গিয়াছে, তাহা পড়িয়া শেষে পৃথকভাবে সালাম ফিরাইবে। এই জন্যই মোদরেক্কে খলীফা বানান উত্তম।

৭। মাসআলাঃ শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়াতু পড়ার পর সালাম ফিরাইবার আগে যদি অনিচ্ছায় (বা স্বভাবিক উপায়ে) কাহারও ওয়ূ টুটিয়া যায়, কিংবা পাগল হইয়া যায়, বা গোসলের হাজত হয়, বা বেহঁশ হইয়া যায় তবে তাহার নামায বাতিল হইয়া যাইবে এবং পুনরায় নূতন করিয়া নামায পড়িতে হইবে। (বেনা করিতে পারিবে না।)

৮। মাসআলাঃ বেনা এবং এস্তেখলাফের মাসআলা অতি সূক্ষ্ম। ইহা স্মরণ রাখা অতি কঠিন। তাছাড়া একটু ভুল হইলেই নামায নষ্ট হইবার প্রবল আশঙ্কা আছে। কাজেই বেনা এবং এস্তেখলাফ না করিয়া ওয়ূ টুটিয়া গেলে ডান দিকে সালাম ফিরাইয়া নামায ছাড়িয়া দিয়া ওয়ূ করিয়া নূতন করিয়া নামায পড়াই উত্তম। —গওহর

### বেৎর নামায—(বেঃ জেওর)

১। মাসআলাঃ বেৎর নামায ওয়াজিব। ওয়াজিবের মর্তবা প্রায় ফরযের মত। ওয়াজিব তরক করিলে ভারী গোনাহ্। যদি কচিৎ কখনও কোন কারণবশতঃ ছুটিয়া যায়, তবে সুযোগ পাওয়া

মাত্রই ক্রাযা পড়িতে হইবে। (বেংর শেষ রাতে তাহাজ্জুদের পরে ছোব্‌হেছাদেকের আগে পড়া ভাল; কিন্তু যাহার শেষ রাতে উঠার অভ্যাস নাই বা উঠার বিশ্বাস নাই তাহার জন্য এশার পর পড়িয়া লওয়া উচিত।)

২। মাসআলাঃ বেংর নামায তিন রাকা'আত; দুই রাকা'আত পড়িয়া বসিয়া শুধু আন্তাহিয়াতু (আব্দুলুহ ওয়ারাসুলুহ পর্যন্ত) পড়িবে, দুরাদ পড়িবে না, আন্তাহিয়াতু শেষ হওয়া মাত্রই তৎক্ষণাৎ দাঁড়াইয়া যাইবে এবং সূরা-ফাতেহা ও অন্য একটি সূরা পড়িয়া 'আল্লাহু আকবর' বলিবে এবং কান পর্যন্ত (স্ত্রীলোকেরা কাঁধ পর্যন্ত) উঠাইয়া আবার হাত বাঁধিয়া লইবে। তারপর দো'আ কুনূত পড়িয়া রুকু করিবে; এইরূপে তৃতীয় রাকা'আত পড়িয়া আন্তাহিয়াতু, দুরাদ এবং দো'আ মাছুরা পড়িয়া নামায শেষ করিবে।

৩। মাসআলাঃ দো'আ কুনূত এইঃ

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ  
وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نَصَلِي وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعِي  
وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوا رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَفَّارِ مُلْحِقٌ - (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي  
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ ○)

(অর্থ—আল্লাহ্! আমরা তোমার নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিতেছি; এবং তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি; এবং তোমার উপর ঈমান আনিতেছি, এবং তোমারই উপর ভরসা করিতেছি, তোমারই উত্তম উত্তম প্রশংসা করিতেছি। এবং (চিরকাল) তোমার শুক্ল-গুযারী করিব (কখনও) তোমার নাশুক্ৰী বা কুফরী করিব না, তোমার নাফরমানী যাহারা করে (তাহাদের সঙ্গে আমরা কোন সংশ্রব রাখিব না,) তাহাদের আমরা পরিত্যাগ করিয়া চলিব। হে আল্লাহ্! আমরা একমাত্র তোমারই এবাদত করিব (অন্য কাহারও এবাদত করিব না।) একমাত্র তোমারই জন্য নামায পড়িব একমাত্র তোমাকেই সজ্জা করিব (তুমি ব্যতীত অন্য কাহারও জন্য নামায পড়িব না বা অন্য কাহাকেও সজ্জা করিব না।) এবং একমাত্র তোমার আদেশ পালন ও তাবেদারীর জন্য সর্বদা (দৃঢ় মনে) প্রস্তুত আছি। (সর্বদা) তোমার রহমতের আশা এবং তোমার আযাবের ভয় হৃদয়ে পোষণ করি। (যদিও) তোমার আসল আযাব শুধু নাফরমানগণের উপরই হইবে। (তথাপি আমরা সে আযাবের ভয়ে কম্পমান থাকি।)

৪। মাসআলাঃ বেংরের তিন রাকা'আতেই আলহামদুর সহিত সূরা মিলান ওয়াজিব। (অন্যান্য নামাযের মত এ নামাযের জন্যও কোন সূরা নির্দিষ্ট নাই, কিন্তু হযরত (দঃ) অনেক সময় প্রথম রাকা'আতে সূরা-ছাক্বিহিস্মা দ্বিতীয় রাকা'আতে সূরা-কাফিরান এবং তৃতীয় রাকা'আতে সূরা-ইখলাছ পড়িয়াছেন, সেইজন্য আমরাও প্রায়ই এইরূপ পড়ি।)

৫। মাসআলাঃ তৃতীয় রাকা'আতে যদি দো'আ কুনূত পড়া ভুলিয়া গিয়া রুকুতে চলিয়া যায় এবং রুকুতে গিয়া স্মরণ হয়, তবে আর দো'আ কুনূত পড়িবে না এবং রুকু হইতে ফিরিবে না এবং রুকু করিয়া নামায শেষে ছহো সজ্জা করিয়া লইবে। অবশ্য যদি রুকু হইতে ফিরিয়া গিয়া খাড়া হইয়া দো'আয়ে কুনূত পড়ে, তবুও নামায হইয়া যাইবে, কিন্তু এরূপ করা ঠিক নহে এবং এ অবস্থায়ও ছহো সজ্জা ওয়াজিব হইবে।

৬। মাসআলা : ভুলে যদি প্রথম বা দ্বিতীয় রাকা'আতে দো'আ কনূত পড়িয়া ফেলে তবে ইহা দো'আ কনূত হিসাবে ধরা হইবে না, তৃতীয় রাকা'আতে আবার পড়িতে হইবে এবং ছহো সজ্জাদাও করিতে হইবে।

৭। মাসআলা : (দো'আ কনূতের অর্থ আরবী ভাষায় খোদার নিকট বশ্যতার স্বীকারক্ৰি।) যদি কেহ দো'আ কনূত না জানে তবে শিখিতে চেষ্টা করিবে এবং শিক্ষা না হওয়া পর্যন্ত **اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي** পড়িবে বা **رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ** বলিবে বা **يَا رَبِّ** তিনবার বলিবে ইহাতেই তাহার নামায হইয়া যাইবে।

### সুন্নত নামায

১। মাসআলা : ফজরের সময় ফরযের আগে দুই রাকা'আত নামায সুন্নতে মোআক্কাদা। হাদীস শরীফে সুন্নত নামাযের মধ্যে ফজরের এই দুই রাকা'আত সুন্নতের সর্বাপেক্ষা অধিক তাকীদ আসিয়াছে, কাজেই এই সুন্নত কখনও ছাড়িবে না।

২। মাসআলা : যোহরের সময় প্রথম চারি রাকা'আত সুন্নত পড়িবে, তারপর চারি রাকা'আত ফরয পড়িবে, তারপর আবার দুই রাকা'আত সুন্নত পড়িবে। যোহরের এই ছয় রাকা'আত সুন্নতেরও যথেষ্ট তাকীদ আসিয়াছে, বিনা কারণে ছাড়িয়া দিলে গোনাহও হইবে।

৩। মাসআলা : আছরের সময় প্রথম চারি রাকা'আত সুন্নত পড়িবে, তারপর চারি রাকা'আত ফরয পড়িবে। কিন্তু আছরের সুন্নতের জন্য তাকীদ আসে নাই; কাজেই যদি কেহ না পড়ে, তবে কোন গোনাহ হইবে না, কিন্তু যে পড়িবে, সে অনেক ছওয়াব পাইবে।

৪। মাসআলা : মাগরিবের সময় প্রথমে তিন রাকা'আত ফরয পড়িবে, তারপরই দুই রাকা'আত সুন্নত পড়িবে। মাগরিবের এই দুই রাকা'আত সুন্নতের জন্যও তাকীদ আসিয়াছে, না পড়িলে গোনাহ্গার হইবে।

৫। মাসআলা : এশার সময় প্রথমে চারি রাকা'আত সুন্নত পড়া ভাল। তারপর চারি রাকা'আত ফরয পড়িবে। তারপরই দুই রাকা'আত সুন্নতে মুয়াক্কাদা পড়িবে, ইহা না পড়িলে গোনাহ হইবে। তারপর মনে চাহিলে দুই রাকা'আত নফল পড়িবে। এই হিসাবে এশার ছয় রাকা'আত সুন্নত হয়, কিন্তু যদি কেহ এত পড়িতে না চায়, তবে প্রথমে চারি রাকা'আত ফরয পড়িবে, তারপর দুই রাকা'আত সুন্নত পড়িবে, তারপর বেৎর পড়িবে। এশার সময় দুই রাকা'আত সুন্নতের তাকীদ আসিয়াছে। অতএব, এই দুই রাকা'আত পড়া যরুরী, না পড়িলে গোনাহ হইবে।

৬। মাসআলা : রমযান মাসে (পূর্ণ মাস) তারাবীহ্ নামায পড়া সুন্নতে মোয়াক্কাদা। এই নামাযের অনেক তাকীদ এবং ফযীলত আসিয়াছে। যদি কেহ তারাবীহ্ নামায মাস ভরিয়ানা না পড়ে (বা দুই এক দিন না পড়ে) তবে গোনাহ্গার হইবে। মেয়েলোকেরা সচরাচর তারাবীহ্ নামায কম পড়ে, কিন্তু এরূপ কখনও করিবে না। (ইহাতে গোনাহ্গার হইতে হয়।) এশার ফরয ও সুন্নতের পর দুই রাকা'আত করিয়া নিয়ত বাঁধিয়া বিশ রাকা'আত নামায পড়িবে। (ইহার জন্য কোন সূরা বা দো'আ নির্দিষ্ট নাই) চারি রাকা'আত করিয়া নিয়ত বাঁধিলেও হইবে, কিন্তু দুই দুই রাকা'আত করিয়া নিয়ত বাঁধাই আফযল। তারাবীহ্ বিশ রাকা'আত সম্পূর্ণ পড়িয়া তারপর বেৎর পড়িবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : যে সব সুন্নতের তাকীদ আসিয়াছে, তাহাকে 'মোয়াক্কাদা' বলে। সুন্নতে মোয়াক্কাদা দৈনিক মাত্র বার রাকা'আত—ফজরে দুই, যোহরে ছয়, মাগরিবে দুই, এবং এশাতে



দুই; মোট এই বার রাকা'আত। রমযান মাসের তারাবীহুও সুন্নতে মোয়াক্কাদা এবং অনেক আলেমের মতে তাহাজ্জুদও সুন্নতে মোয়াক্কাদা।

৭। মাসআলাঃ উপরোক্ত নামাযগুলি তো শরীঅতের পক্ষ হইতে নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত যদি কেহ পড়িতে চায়, তবে যত ইচ্ছা পড়িতে পারে এবং যে সময় ইচ্ছা সেই সময় পড়িতে পারে। শুধু এতটুকু লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, মকরুহ ওয়াস্তে যেন না হয়। (মকরুহ ওয়াস্তের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে)। ফরয, ওয়াজিব এবং সুন্নত ছাড়া সমস্ত নামাযকে 'নফল' বলে। নফল নামাযের কোন সীমা নাই, যে যত বেশী পড়িবে, সে তত বেশী ছওয়াব পাইবে। খোদার অনেক বন্দা এমন ছিলেন যাহারা সারা রাত না ঘুমাইয়া শুধু নফল পড়িতেন। (নামায সর্বশ্রেষ্ঠ এবাদত, কাজেই যখনই কিছু সময় পাওয়া যায়, তখনই কিছু পড়িয়া লইলে ভাল হয়।)

৮। মাসআলাঃ যে সব নফলের কথা শরীঅতে উল্লেখ করা হইয়াছে, অন্য নফলের চেয়ে সেই সব নফলের ছওয়াব বেশী। যথাঃ—তাহিয়্যাতুল ওয়ু, তাহিয়্যাতুল মসজিদ, এশ্রাক, চাশ্ত, আউয়াবীন, তাহাজ্জুদ, ছালাতুত তস্বীহ ইত্যাদি।

### তাহিয়্যাতুল ওয়ু

৯। মাসআলাঃ যখনই ওয়ু করিবে তখনই দুই রাকা'আত নফল নামায পড়ার নাম 'তাহিয়্যাতুল ওয়ু'। (এই নামায স্ত্রী-পুরুষ সকলেই পড়িবে।) হাদীস শরীফে এই নামাযের খুব ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে। অবশ্য মকরুহ ওয়াস্তে (ও স্ত্রীলোকের ওয়রের সময়) পড়িতে নাই। (অন্য সব সময় পড়া যায়, কোন খাছ নিয়্যতও নাই।)

### এশ্রাকের নামায

১০। মাসআলাঃ এশ্রাক নামাযের নিয়ম এই যে, ফজরের নামায পড়িয়া জায়নামাযের উপরই বসিয়া থাকিবে এবং বসিয়া দুরুদ, কলেমা, কোরআন শরীফ বা অন্য কোন তস্বীহ বা ওযীফা পড়িতে থাকিবে, দুনিয়ার কথাবার্তা বলিবে না বা দুনিয়ার কোন কাজ-কর্মও করিবে না, তারপর যখন সূর্য উদয় হইয়া (এক নেজা পরিমাণ) উপরে উঠিবে, তখন দুই রাকা'আত বা চারি রাকা'আত নামায পড়িবে। ("এশ্রাক" বলিয়া নামকরণের কোনই আবশ্যিক নাই, শুধু 'আল্লাহর ওয়াস্তে দুই রাকা'আত নামায পড়ি' এতটুকু নিয়্যত করিলেই যথেষ্ট হইবে। হাদীস শরীফে এই নামাযের অনেক ফযীলত বয়ান করা হইয়াছে। এমন কি বলা হইয়াছে যে,) এই নামাযে এক হজ্জ, এক ওম্রার সমান ছওয়াব পাওয়া যায়। যদি কেহ ফজরের নামাযের পর দুনিয়ার আবশ্যকীয় কাজে লিপ্ত হয় এবং সূর্য উঠার পর এশ্রাক পড়ে, তাহাও জায়েয আছে, কিন্তু ছওয়াব কিছু কম হইবে।

### চাশ্ত নামায

১১। মাসআলাঃ সূর্য যখন আকাশের এক চতুর্থাংশ উপরে উঠে এবং রৌদ্র প্রখর হয়, তখন চাশ্ত নামাযের ওয়াস্তে হয়। তখন দুই, চার, আট বা বার রাকা'আত নামায পড়িতে পারিলে অনেক ছওয়াব পাওয়া যায়। (ইহার নিয়্যত উপরেরই মত।)

## আউয়াবীন নামায

১২। মাসআলা : মাগরিবের ফরয এবং সুন্নত পড়ার পর কমের পক্ষে ছয় রাকা'আত এবং উর্ধ্ব বিশ রাকা'আত নফল নামায পড়িলে অনেক ছওয়াব পাওয়া যায়। ইহাকে আউয়াবীন নামায বলে। (উপরোক্ত নামাযের মতই নিয়ত করিবে।)

## তাহাজ্জুদ নামায

১৩। মাসআলা : গভীর রাতে এক ঘুমের পর উঠিয়া নামায পড়াকে 'তাহাজ্জুদ' নামায বলে। আল্লাহর ক্রিকট এই নামায সব চেয়ে বেশী প্রিয়। হাদীস শরীফে সমস্ত নফলের চেয়ে তাহাজ্জুদ নামাযের বেশী ফযীলত ও ছওয়াব বর্ণিত আছে। এমন কি অনেক আলেম তাহাজ্জুদকে সুন্নতে মোয়াক্কাদা বলিয়াছেন। তাহাজ্জুদ কমের পক্ষে চারি রাকা'আত এবং উর্ধ্ব সংখ্যক বার রাকা'আত পড়িবে। দুই রাকা'আত পড়িলেও তাহাজ্জুদ আদায় হইয়া যাইবে। শেষ রাতে উঠিতে না পারিলে এশার পর পড়িয়া লইবে। যদিও শেষ রাত্রে সমান ছওয়াব পাইবে না (তবুও একেবারে ছাড়িয়া দিবে না)

(এই কয়েক প্রকার নফল নামাযের কথা এখানে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা হইল।) এতদ্ব্যতীত দিনে রাতে যত ইচ্ছা নফল নামায পড়া যায়। নফল যতই বেশী পড়িবে ততই বেশী ছওয়াব পাইবে। (তাছাড়া যখন কোন আকস্মিক ঘটনা ঘটে যেমন, সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণকালে, ভূমিকম্প, ঝড় তুফান, অতি বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি বা দুনিয়া অন্ধকার হইয়া যায়, দেশে ওবা, মহামারী বা অন্য কোন বিপদ বালা মুছীবত আসে, তখন খোদার তরফ রজু হইয়া নফল নামায পড়িয়া খোদার কাছে কাঁদাকাটি করা উচিত।

## ছালাতুত্ তস্বীহ্

১৪। মাসআলা : হাদীস শরীফে 'ছালাতুত্ তস্বীহ্' নামাযের অনেক ফযীলত বর্ণিত আছে। এই নামায পড়িলে অসীম ছওয়াব পাওয়া যায়, রসূলুল্লাহ্ (দঃ) স্বীয় চাচা আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে এই নামায শিক্ষা দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন : এই নামায পড়িলে আল্লাহ্ তা'আলা আপনার আউয়াল আখেরের নূতন পুরাতন, ছগীরা, কবীরা (জানা অজানা,) সব গোনাহ্ মাফ করিয়া দিবেন, হে চাচাজান! আপনি যদি পারেন, তবে দৈনিক একবার এই নামায পড়িবেন, যদি দৈনিক না পারেন, তবে সপ্তাহে একবার পড়িবেন, যদি সপ্তাহে না পারেন, তবে মাসে একবার পড়িবেন, যদি মাসে না পারেন তবে বৎসরে একবার পড়িবেন, যদি ইহাও না পারেন, তবে সারা জীবনে একবার এই নামায পড়িবেন (তবুও ছাড়িবেন না।) এই নামাযের (সুন্নত) নিয়ম এই যে, চারি রাকা'আত নামাযের নিয়ত করিবে, (কোন সূরা নির্দিষ্ট নাই, অন্যান্য নফল নামাযের ন্যায় যে কোন সূরা দ্বারা পড়া যায়, তবে এই নামাযের বিশেষত্ব শুধু এতটুকু যে, চারি রাকা'আত নামাযের মধ্যে প্রত্যেক রাকা'আতে ৭৫ বার করিয়া মোট ৩০০ বার



সূরা মিলান ওয়াজিব। ইচ্ছাপূর্বক না মিলাইলে গোনাহ্ হইবে এবং ভুলে না মিলাইলে ছহো সেজ্দা ওয়াজিব হইবে। ছহো সেজ্দার বর্ণনা সামনে আসিতেছে।

৪। মাসআলা : নফল নামাযের নিয়ত করিয়া নামায শুরু করিয়া দিলে তখন আর ঐ নামায নফল (ইচ্ছাধীন) থাকে না, ওয়াজিব হইয়া যায়। অতএব, (বিনা কারণে) নামায ছাড়িয়া দিলে গোনাহ্ হইবে। (কোন ওয়রবশতঃ) ছাড়িলে তাহার ক্বাযা পড়িবে। নফল নামাযের প্রত্যেক দুই রাকা'আত পৃথক ধরা হয়, কাজেই যদি কেহ চারি (ছয় বা আট) রাকা'আতেরও নিয়ত করে তবুও দুই রাকা'আতই ওয়াজিব হইবে, (যদি কেহ চারি রাকা'আত বা আট রাকা'আতের নিয়ত করা সম্বন্ধে দুই রাকা'আত পুরা করিয়া সালাম ফিরায, তবে তাহাতে তাহার গোনাহ্ (ও) হইবে না (বা ক্বাযাও পড়িতে হইবে না)

৫। মাসআলা : যদি কেহ চারি রাকা'আত নফল নামাযের নিয়ত বাঁধে এবং দুই রাকা'আত পুরা হওয়ার পূর্বেই নিয়ত ছাড়িয়া দেয় (বা কোন কারণবশতঃ নামায ফাসেদ হইয়া যায়,) তবে মাত্র দুই রাকা'আতের ক্বাযা পড়িতে হইবে। (চারি রাকা'আতের ক্বাযা পড়িতে হইবে না।)

৬। মাসআলা : যদি কেহ চারি রাকা'আত নফল নামাযের নিয়ত বাঁধিয়া তৃতীয় বা চতুর্থ রাকা'আতে নিয়ত ছাড়িয়া দেয়, তবে যদি দ্বিতীয় রাকা'আতের পর বসিয়া আত্তাহিয়াতু ইত্যাদি পড়িয়া থাকে তবে দুই রাকা'আতের ক্বাযা পড়িতে হইবে, আর যদি দ্বিতীয় রাকা'আতের পর না বসিয়া থাকে এবং (ভুলে বা ইচ্ছাপূর্বক) আত্তাহিয়াতু না পড়িয়াই দাঁড়াইয়া থাকে, তবে চারি রাকা'আতের ক্বাযা পড়িতে হইবে।

৭। মাসআলা : যোহরের (এইরূপে ক্বাবলাল জুমু'আ এবং বা'দাল জুমু'আর) চারি রাকা'আত সন্নতের নিয়ত করার পর যদি নিয়ত ছাড়িয়া দেয় (বা কোন কারণবশতঃ ভঙ্গিয়া দিতে হয়,) তবে দ্বিতীয় রাকা'আতে বসিয়া আত্তাহিয়াতু ইত্যাদি পড়ুক বা না পড়ুক উভয় ছুরতে চারি রাকা'আতের ক্বাযা পড়িতে হইবে।

৮। মাসআলা : নফল নামায বিনা ওয়রেও বসিয়া পড়া জায়েয আছে, কিন্তু অর্ধেক ছওয়ার পাইবে, কাজেই সব নামায দাঁড়াইয়া পড়াই ভাল ; বিনা ওয়রে বসিয়া পড়া উচিত নহে। বেৎরের পর নফলের এই হুকুম। অবশ্য ওয়রবশতঃ বসিয়া পড়িলেও পুরা ছওয়ার পাইবে। কিন্তু সন্নত (ওয়াজিব) নামায বিনা ওয়রে বসিয়া পড়া দুরুস্ত নহে।

৯। মাসআলা : নফল নামায বসিয়া বসিয়া শুরু করিয়া পরে কতক্ষণ দাঁড়াইয়া পড়িলে তাহাও জায়েয হইবে।

১০। মাসআলা : নফল নামায দাঁড়াইয়া শুরু করার পর প্রথম বা দ্বিতীয় রাকা'আতে বসিয়া পড়িলেও জায়েয হইবে।

১১। মাসআলা : নফল নামায দাঁড়াইয়া পড়িতে পড়িতে যদি দুর্বলতার কারণে ক্লাস্ত হইয়া যায়, তবে লাঠির খুঁটি, দেওয়াল বা বেড়ার সঙ্গে টেক লাগাইয়া পড়িলেও মকরাহ্ হইবে না ; দুরুস্ত আছে।

### নামাযের ফরয, ওয়াজিব সম্বন্ধে কতিপয় মাসআলা—(গওহার)

১। মাসআলা : মোদ্রেক মুক্তাদীর জন্য কেরা'আত নাই, ইমামের কেরা'আতই তাহার জন্য যথেষ্ট, হানাতী মাযহাবে ইমামের পিছনে মুক্তাদীর কেরা'আত পড়া মকরাহ্ তাহরীমী।

২। মাসআলা : মাসবুকের উপর কেরাআত ফরয, এক রাকা'আত ছুটিলে এক রাকা'আতে ফরয এবং দুই রাকা'আত ছুটিলে দুই রাকা'আতে ফরয।

৩। মাসআলা : ফলকথা, ইমামের পিছনে মুক্তাদীর যিম্মায় কেরাআত নাই। কিন্তু মাসবুক পূর্বের রাকা'আতগুলিতে ইমামের পিছনে ছিল না বলিয়া যে কয় রাকা'আত তাহার ছুটিয়া গিয়াছে তাহাতে তাহার কেরাআত পড়িতে হইবে।

৪। মাসআলা : পায়ের জায়গা হইতে সজ্দার জায়গা আধ হাত অপেক্ষা অধিক উচ্চ হইলে নামায দুরুস্ত হইবে না। অবশ্য যদি জায়গা সংকীর্ণ হয় এবং ভিড়ের কারণে সজ্দা দিবার জায়গা না থাকে, জমা'আতের লোকের পিঠের উপর সজ্দা দিবে এবং যে সজ্দা দিবে উভয়ের একই নামাযের শরীক থাকিতে হইবে; নতুবা এইরূপ সজ্দা দুরুস্ত হইবে না।

৫। মাসআলা : ঈদুল-ফেত্র এবং ঈদুল-আযহার নামাযে সাধারণ নামাযের চেয়ে ছয়টি তক্বীর বেশী বলা ওয়াজিব।

৬। মাসআলা : ফজরের উভয় রাকা'আতে মাগরিব ও এশার প্রথম দুই রাকা'আতে এবং জুমু'আ, দুই ঈদ, তারাবীহ রমযানের সময় বেত্রের সব রাকা'আতে জাহরিয়া (অর্থাৎ, উচ্চস্বরে) কেরাআত পড়া ইমামের উপর ওয়াজিব।

৭। মাসআলা : মোনফারেদ (অর্থাৎ একা নামাযী) জাহরিয়া নামাযে অর্থাৎ, ফজরের উভয় রাকা'আতে এবং মাগরিব এশার প্রথম দুই রাকা'আতে (জাহরান) উচ্চস্বরে বা চুপে চুপে (ছিরান) উভয় রকমে পড়িতে পারে, ইহা তাহার ইচ্ছাধীন। ফেকাহর কিতাবে কেরাআত অন্যে শুনিতে পাইলে 'জাহরান' এবং নিজে শুনিতে পাইলে তাহাকে 'ছিরান' বলা হইয়াছে।

৮। মাসআলা : ইমাম হউক বা মোনফারেদ হউক সকলের জন্যই যোহর ও আছরের সব রাকা'আতে এবং মাগরিবের শেষে এক রাকা'আতে ও এশার শেষের দুই রাকা'আতে ছিরান অর্থাৎ চুপে চুপে কেরাআত পড়া ওয়াজিব।

৯। মাসআলা : দিনের নফলের কেরাআত চুপে চুপে পড়া ওয়াজিব, কিন্তু রাত্রের নফলের (সুন্নতের ও বেত্রের) কেরাআত ইচ্ছাধীন, জাহরান বা ছিরান যে কোন প্রকারে পড়িতে পারে।

১০। মাসআলা : ফজর, মাগরিব বা এশার নামাযের ক্বাযা দিনের বেলায় একা পড়িলে চুপে চুপে কেরাআত পড়া ওয়াজিব এবং রাত্রের বেলায় পড়িলে ইচ্ছাধীন, কিন্তু যদি একদল জমা'আতে ক্বাযা নামায পড়ে, তবে ইমামের জোরে কেরাআত পড়া ওয়াজিব, রাত্র পড়ুক বা দিনে পড়ুক। (এইরূপে যোহর ও আছরের নামায জমা'আতে ক্বাযা পড়িলে রাত্র পড়ুক বা দিনে পড়ুক কেরাআত চুপে চুপে পড়া ওয়াজিব।)

১১। মাসআলা : যদি কেহ মাগরিবের বা এশার প্রথম বা দ্বিতীয় রাকা'আতে সূরা মিলাইতে ভুলিয়া যায়, তবে তাহার তৃতীয় বা চতুর্থ রাকা'আতে সূরা মিলাইতে হইবে (এবং ইমাম হইলে এক রাকা'আতে সূরা জোরে পড়িবে এবং শেষে ছহো সজ্দা ওয়াজিব হইবে)।

### নামাযের কতিপয় সুন্নত

১। মাসআলা : তক্বীরে তাহরীমা বলিবার সঙ্গে (কিঞ্চিৎ পূর্বে) উভয় হাত পুরুষদের কান পর্যন্ত এবং মেয়েদের কাঁধ পর্যন্ত উঠান সুন্নত, ওযরবশতঃ পুরুষগণও যদি কাঁধ পর্যন্ত উঠায় তাহাতেও কোন ক্ষতি নাই।

২। মাসআলা : তক্বীরে তাহরীমা বলা মাত্রই সঙ্গে সঙ্গে (হাত না বুলাইয়া) উভয় হাত বাঁধিয়া লওয়া সুন্নত, পুরুষের জন্য নাভির নীচে বাঁধা সুন্নত এবং স্ত্রীলোকের জন্য বুকের উপর বাঁধা সুন্নত।

৩। মাসআলা : পুরুষের হাত বাঁধিবার সময় বাম হাতের পাতার পৃষ্ঠের উপর ডান হাতের পাতার বুক রাখিয়া ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি এবং কনিষ্ঠার দ্বারা বাম হাতের কজ্জি ধরা এবং ডান হাতের মধ্যের তিন আঙ্গুল বাম হাতের কজ্জির উপর বিছাইয়া রাখা সুন্নত। (স্ত্রীলোকগণ শুধু বাম হাতের পাতার পিঠের উপর ডান হাতের পাতার বুক রাখিয়া দিবে। অঙ্গুলির দ্বারা কজ্জি ধরিবে না বা কজ্জির উপর অঙ্গুলি বিছাইবে না।

৪। মাসআলা : ইমাম এবং মোনফারদের জন্য সূরা-ফাতেহা খতম হইলে সব সময় আস্তে 'আমীন' বলা সুন্নত এবং জাহরিয়া নামায হইলে ইমামের সঙ্গে সঙ্গে মুক্তাদীর জন্যও আস্তে 'আমীন' বলা সুন্নত (আস্তের অর্থ—নিজে যেন শুনিতে পায়।

৫। মাসআলা : পুরুষদের জন্য রুকূর অবস্থায় ভালমত ঝুকিয়া যাওয়া, যেন মাথা, পিঠ, চোতড় এক বরাবর (হয় এইরূপভাবে) ঝুকিয়া যাওয়া সুন্নত।

৬। মাসআলা : পুরুষের জন্য রুকূর মধ্যে হাত পার্শ্বদেশ হইতে পৃথক রাখা সুন্নত। রুওমার মধ্যে ইমামের শুধু 'সামিআল্লাহ্ লিমান হামিদাহ্' বলা, মুক্তাদীর জন্য শুধু 'রাব্বানা লাকাল হাম্দ' বলা এবং মোনফারদের উভয়টা বলা সুন্নত।

৭। মাসআলা : পুরুষের সজ্দার মধ্যে পেট হাঁটু হইতে পৃথক রাখা এবং কনুই পার্শ্বদেশ হইতে পৃথক রাখা এবং হাতের বাহু জমিন হইতে উঠাইয়া রাখা সুন্নত।

৮। মাসআলা : উভয় বৈঠকের মধ্যে পুরুষগণ ডান পায়ের অঙ্গুলিগুলি কেবলার দিকে মোড়াইয়া রাখিয়া তাহার উপর ভর দিয়া পাতা সোজা রাখিয়া বাম পায়ের পাতা বিছাইয়া তাহার উপর বসিবে এবং উভয় হাত রানের উপর এমনভাবে রাখিবে, যেন অঙ্গুলিগুলি হাঁটু পর্যন্ত লম্বা ভাবে বিছান থাকে, ইহা সুন্নত। স্ত্রীলোকদের জন্য ডান পায়ের নীচে দিয়া, বাম পা ডান দিক দিয়া বাহির করিয়া উভয় পা বিছাইয়া রাখিয়া বাম চুতড়ের উপর ভর দিয়া বসা সুন্নত।

৯। মাসআলা : ইমামের উচ্চ স্বরে সালাম ফিরান সুন্নত (যেন মুক্তাদী শুনিতে পায়।)

১০। মাসআলা : ইমামের জন্য সালামের মধ্যে সমস্ত মুক্তাদীকে এবং সঙ্গে ফেরেশ্তাগণকে সালাম করার নিয়্যত করা সুন্নত। মুক্তাদীর জন্য সালামের মধ্যে সমস্ত মুছল্লীকে এবং সঙ্গে ফেরেশ্তাকে এবং ইমামকে সালাম করার নিয়্যত করা সুন্নত। ইমাম যদি ডান দিকে থাকে, তবে ডান দিকে সালাম ফিরাইবার সময়, যদি বাম দিকে থাকে, তবে বাম দিকে সালাম ফিরাইবার সময় এবং যদি সামনাসামনি থাকে, তবে উভয় দিকে সালাম ফিরাইবার সময় ইমামকে সালাম করার নিয়্যত করা সুন্নত।

১১। মাসআলা : তক্বীরে তাহরীমা বলিবার সময় পুরুষদের জন্য আস্তীন এবং চাদর হইতে হাত বাহির করিয়া হাত উঠান সুন্নত।

### তাহিয়্যাতুল মসজিদ—(বেঃ গওহর)

১। মাসআলা : মসজিদে প্রবেশকালে আন্তরিক ভক্তি ও ভয়ের সহিত প্রবেশ করিবে এবং প্রবেশ করা মাত্র বসিবার পূর্বেই দুই রাকাত নামায পড়িবে। এই নামাযকে

‘তাহিয়্যাতুল মসজিদ’ বলে। অর্থাৎ, ইহা আহ্কামুল হাকেমীনের দরবারের তা‘যীম। হাদীস শরীফে এই নামায পড়িবার জন্য হুকুম আছে, কাজেই এই নামায সুন্নত।

২। মাসআলা : যদি কেহ মকরুহ্ ওয়াস্তে মসজিদে প্রবেশ করে, তবে নামায পড়িবে না, আদবের সহিত বসিয়া **اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ** এই তসবীহ্ চারিবার পড়িবে এবং দুরুদ শরীফ পড়িবে।

‘আল্লাহর ওয়াস্তে দুই রাকা‘আত নামায পড়ি’ বা ‘আল্লাহর ওয়াস্তে দুই রাকা‘আত তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায পড়িতেছি’ এইরূপে মুখে বলিয়া ও মনে মনে চিন্তা করিয়া লইলেই নিয়্যত হইয়া যাইবে। মুখে বলার চেয়ে দেলের খেয়াল বেশী যরুরী।

৩। মাসআলা : তাহিয়্যাতুল মসজিদ যে, দুই রাকা‘আতই হইবে তাহার কোন সীমা নির্ধারিত নাই, চারি বা ততোধিকও হইতে পারে, তবে দুইয়ের চেয়ে কম হইতে পারে না। এমন কি, মসজিদে আসা মাত্রই যদি ফরয বা সুন্নত পড়িতে হয়, তাহাতেও তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় হইয়া যাইবে। অবশ্য উহার নিয়্যত করিতে হইবে।

৪। মাসআলা : মসজিদে আসিয়া যদি কেহ বসিয়া পড়ে এবং তারপর উঠিয়া তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়ে, তাহাতেও দোষ নাই, তবে বসিবার পূর্বে পড়াই উত্তম। হাদীসে আছে—যখন তোমরা মসজিদে যাও, তখন দুই রাকা‘আত নামায না পড়া পর্যন্ত বসিও না। —মেশ্কাত

৫। মাসআলা : মসজিদে যদি দৈনিক কয়েকবার যাওয়া হয়, তবে যে কোন একবার তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়িলেই যথেষ্ট হইবে।

### এস্তেখারার নামায

১। মাসআলা : যখন কোন কাজ করিবার ইচ্ছা করিবে, তখন আগে আল্লাহ্ তা‘আলার দরবারে খায়ের-বরকতের জন্য দো‘আ করিয়া লইবে, তারপর কাজে হাত দিবে। এই মঙ্গল প্রার্থনাকেই আরবীতে ‘এস্তেখারা’ বলে। হাদীস শরীফে সব কাজের পূর্বে এস্তেখারা করিয়া লওয়ার বিশেষ উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) ফরমাইয়াছেন : ‘আল্লাহ্ তা‘আলার নিকট খায়ের ও বরকতের জন্য দো‘আ না করা বদবখ্তির আলামত।’ (ফরয, ওয়াজিব এবং নাজায়েয কাজের জন্য এস্তেখারা নাই।) বিবাহ শাদি, বিদেশ যাত্রা, (বাড়ী নির্মাণ ইত্যাদি) যাবতীয় মোবাহ কাজের আগে এস্তেখারা করিয়া তারপর করিবে, তাহা হইলে ইনশা আল্লাহ্ (ফল ভাল হইবে,) পরে অনুতাপ করিতে হইবে না।

২। মাসআলা : এস্তেখারা করিবার সুন্নত তরীকা এই যে, (এ‘শার পর তাজা ওযু করিয়া) প্রথমে দুই রাকা‘আত নামায খুব ভক্তির সহিত পড়িবে, তারপর এই দো‘আটি খুব মনোযোগের সহিত, (অর্থের দিকে খেয়াল রাখিয়া, খোদাকে হাযির নাযির জানিয়া অন্ততঃ তিনবার পড়িবে।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ - اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ حَيْرَتِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَأَقْدِرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرًّا لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَأَصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ ○

ভাবার্থ—(‘হে আল্লাহ্! তুমি জান, আমি জানি না, তুমি ক্ষমতাবান, আমি অক্ষম অর্থাৎ, ভবিষ্যতের এবং পরিণামের খবর অন্য কেহই জানে না, একমাত্র তুমিই জান; এবং তুমি সর্বশক্তিমান। মন্দকেও ভাল করিয়া দিতে পার; কাজের শক্তিও তুমিই দান কর, চেষ্টাকে ফলবতীও তুমিই কর, কাজেই আমি তোমার নিকট মঙ্গল চাহিতেছি এবং কাজের শক্তি প্রার্থনা করিতেছি। হে আল্লাহ্! যদি এই কাজটি আমার জন্য, আমার দ্বীনের জন্য, আমার দুনিয়ার জন্য এবং আমার পরিণাম ও আকেবতের জন্য তুমি ভাল মনে কর, তবে এই কাজটি আমার জন্য তুমি নির্ধারিত করিয়া দাও এবং উহা আমার জন্য সহজলভ্য করিয়া দাও এবং উহাতে আমার জন্য খায়ের বরকত দান কর। পক্ষান্তরে যদি এই কাজটি আমার পক্ষে, আমার দ্বীনের পক্ষে বা দুনিয়ার পক্ষে বা পরিণামের হিসাবে আমার জন্য মন্দ হয়, তবে এই কাজকে আমা হইতে দূরে রাখ, আর যেখানে মঙ্গল আছে তাহা আমার জন্য নির্ধারিত করিয়া দাও এবং তাহাতেই আমি যেন সন্তুষ্ট থাকি।’) যখন الامر هذا (‘হাযাল আমরা’) শব্দটি মুখে উচ্চারণ করিবে, তখন যে কাজ করিবার ধারণা করিয়াছ মনে মনে তাহা স্মরণ করিবে। তারপর পাক বিছানায় ওয়ূর সহিত পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া শয়ন করিবে। ভোরে উঠিয়া মন যেদিকে ঝুঁকে বলিয়া মনে হয় তাহা করিবে, তাহাতেই ইনশাআল্লাহ্ ভাল হইবে। (অনেকে মনে করে, “ইস্তেখারা” দ্বারা গায়েবের রহস্য জানা যায় বা স্বপ্নে কেহ বলিয়া দেয়, ইহা যরুরী নহে। তবে স্বপ্নে কিছু জানিতেও পারে, নাও জানিতে পারে।)

৩। মাসআলা : যদি এক দিনে মন ঠিক না হয়, তবে পর পর সাতদিন এস্তেখারা করিবে। তাহা হইলে ইনশাআল্লাহ্ ভালমন্দ বুঝা যাইবে। (আল্লাহ্র কাছে মঙ্গলের জন্য দো‘আ করাই এস্তেখারার আসল উদ্দেশ্য; সুতরাং মন কোন দিকে না ঝুঁকিলেও এস্তেখারা করিয়া কাজ করিলে আল্লাহ্র রহমতে মঙ্গলই হইবে।)

৪। মাসআলা : হজ্জে যাওয়ার জন্য এই ভাবিয়া এস্তেখারা করিবে না যে, যাইবে কি না যাইবে। অবশ্য কোন নির্দিষ্ট তারিখে বা জাহাজে যাইবে কি না তজ্জন্য এস্তেখারা করিবে।

(মাসআলা : যদি কোন কারণে এস্তেখারার নামায পড়িতে না পারে, অন্ততঃ দো‘আটি কয়েকবার পড়িয়া লইবে, তবুও এস্তেখারা ছাড়িবে না। অন্ততঃ اللَّهُمَّ خُزِّلِي وَأُخْتَزِّلِي এত-টুকু পড়িবে।)

## ছালাতুত তওবা

১। মাসআলা : ঘটনাক্রমে যদি কোন কাজ বা কথা শতীঅত বিরোধী হইয়া পড়ে, তবে তৎক্ষণাৎ ওয়ূ করিয়া দুই রাকা‘আত নামায পড়িয়া আল্লাহ্র নিকট খুব কাঁদাকাটি করিবে এবং ক্ষমা চাহিবে এবং ভবিষ্যতের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিবে যে, এরূপ অন্যায় আর কখনও করিবে না। ইহাই তওবা। এইরূপ তওবা করিলে আশা করা যায় যে, আল্লাহ্ পাক গোনাহ্ মাফ করিয়া দিবেন। (আন্তরিক প্রতিজ্ঞা সত্ত্বেও যদি কখনও আবার গোনাহ্ হইয়া যায়, তবে আবার এরূপ তওবা করিবে। কোন ওয়রবশতঃ তৎক্ষণাৎ তওবা করিতে না পারিলে দিনের গোনাহ্র জন্য রাত্রে কাঁদিয়া কাটিয়া তওবা করিবে। খোদা দয়ালু, ক্ষমাশীল। তিনি নিজ গুণে গোনাহ্ মাফ করিয়া দিবেন।)



## ছালাতুল হাজাত (বর্ধিত)

(মাসআলাঃ যখন কেহ কোন অভাবে বা বিপদে পড়ে বা কাহারো মনে কোন আশা-আকাঙ্ক্ষা থাকে, তখন তাহার সর্বাত্মে খোদার দিকে রুজু হওয়া উচিত। তারপর কাজ সাধ্যের মধ্যে হইলে যথোচিত চেষ্টা করিবে এবং ফলের জন্য খোদার রহমতের উপর নির্ভর করিবে; প্রথমে ওয়ূ করিয়া খুব মনোযোগের সহিত দুই রাকাত নামায পড়িবে, নিজের গোনাহর জন্য মাফ চাহিবে, তারপর আল্লাহর প্রশংসা করিবে سُبْحَانَكَ اللهُ (পড়িলেও আল্লাহর প্রশংসা হইবে) এবং দুরূদ শরীফ পড়িয়া নিজের এই দো'আটি কয়েকবার কায়মনোবাক্যে পড়িবে—

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  
يَا عَلِيُّ يَا حَلِيمُ يَا عَلِيمُ أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَمُنْجِيَاتِ أَمْرِكَ وَالسَّلَامَةَ  
مِنْ كُلِّ آثِمٍ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بَرٍّ أَلْهُمَّ لَا تَدْعُ لَنَا ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَجْتَهُ وَلَا  
دَيْنًا إِلَّا قَضَيْتَهُ وَلَا حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّحِيمِينَ -  
وَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ○

এবং নিজের যে কোন মকছুদ থাকে, তাহা আল্লাহর কাছে চাহিবে। ইনশাআল্লাহ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।

## সফরে নফল নামায—(গওহর)

১। মাসআলাঃ সফরে যাইবার সময় দুই রাকাত নামায পড়িয়া বাড়ী হইতে বাহির হইবে, যখন সফর হইতে দেশে ফিরিবে, তখন আগে মসজিদে গিয়া দুই রাকাত নামায পড়িবে। তারপর বাড়ী যাইবে, এইরূপ করা মোস্তাহাব।

হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, 'যে সফরে যাইবার সময় দুই রাকাত নামায পড়িয়া ঘরে রাখিয়া যাইবে, তাহা অপেক্ষা উত্তম পূজি আর নাই।'

হাদীসঃ নবী আলাইহিসসালাম সফর হইতে বাড়ী আসিলে 'আগে মসজিদে গিয়া দুই রাকাত নামায পড়িতেন, তারপর বাড়ীর মধ্যে যাইতেন।'

২। মাসআলাঃ সফরের মধ্যে যদি কোন স্থানে কিছুকাল অবস্থান করার ইচ্ছা থাকে, তবে সেখানে বসার পূর্বে দুই রাকাত নামায পড়া মোস্তাহাব।

## মৃত্যুকালীন নামায—(গওহর)

১। মাসআলাঃ যখন কোন মুসলমান মৃত্যু সন্নিকটে বলিয়া বুঝিতে পারে (যেমন, কেহ কোন মুসলমানকে হত্যা করিবার বা ফাঁসী দিবার আয়োজন করিতেছে) তখন তাহার জীবনের অন্তিম-কালে অতি ভক্তির সহিত দুই রাকাত নামায পড়িয়া আল্লাহর নিকট সব গোনাহ মাফ চাহিয়া লওয়া উচিত। তাহা হইলে এই নামায এবং এই তওবা ও এস্তেগফার তাহার ইহজীবনের সর্বশেষ

নেক আমলরূপে লিখিত থাকিবে। হযরত (দঃ)-এর যমানায় কয়েকজন স্বামী আলেম কোরআন শরীফ শিক্ষা দেওয়ার জন্য একস্থানে প্রেরিত হইয়াছিলেন। পথিমধ্যে দুরাচার কাফিরদল কর্তৃক তাঁহারা ধৃত হন। একজন ব্যতীত সকলকে ঐ খানেই পাশগুণ নৃশংসরূপে হত্যা করিয়া ফেলে। যিনি বাঁচিয়াছিলেন তাঁহার নাম ছিল খোবায়েব। নিষ্ঠুরেরা তাঁহাকে মক্কায় লইয়া গিয়া অতি সমারোহের সহিত শহীদ করে। তাহাদের এই আয়োজন দেখিয়া তিনি জীবনের অন্তিমকালে দুই রাকাত আত নামায পড়িবার জন্য (এবং মা'বুদের নিকট নিজের মনের আবেগ জানাইবার জন্য) ইজায়ত লইয়াছিলেন। তখন হইতে এই নামায মোস্তাহাব হয়।

### তারাবীহর নামায—(গওহর)

১। মাসআলা : বেৎরের নামায তারাবীহর পরে পড়া আফযল। যদি তারাবীহর আগে বেৎর পড়ে, তাহাও দুরুস্ত আছে।

২। মাসআলা : তারাবীহর প্রত্যেক চারি রাকাতের পর, চারি রাকাত পরিমাণ সময় বসিয়া বিশ্রাম করা মোস্তাহাব। কিন্তু যদি এত সময় বসিয়া থাকিলে জমা'আতের লোকের কষ্ট হয় বা জমা'আত কম হওয়ার আশংকা থাকে, তবে এত সময় বসিবে না, কম বসিবে। এই বিশ্রামের সময় শুধু চুপ করিয়া বসিয়া থাকা, পৃথক পৃথক নফল নামায পড়া বা তসবীহ, দুর্দাদ ইত্যাদি পড়া সব জায়েয আছে। এদেশে 'সোবহানা যিল মুল্কে ওয়াল মালাকূতে' পড়ার এবং মোনাজাত করার যে প্রচলন আছে, তাহাও জায়েয আছে। কিন্তু এই দো'আ কোন ছহীহ হাদীসে নাই। আবার অনেকে এই দো'আ না জানার কারণে তারাবীহই পড়ে না তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া দরকার যে, এই দো'আ না পড়িলে নামাযের কোন ক্ষতি হইবে না, নামায হইয়া যাইবে। যদি পারে, তবে শুধু **سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ** (সোবহানাল্লাহ) (সোবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সোবহানাল্লাহিল আ'যীম) পড়িবে। কিছু না পড়িয়া নীরবে বসিয়া থাকিলেও নামাযের কোন ক্ষতি নাই (প্রত্যেক চতুর্থ রাকাত আতে মোনাজাত করা জায়েয আছে, কিন্তু বিশ রাকাতের পর বেৎরের পূর্বে দো'আ করাই আফযল।

৩। মাসআলা : যদি কাহারও এশার নামায কোন কারণ বশতঃ ফাসেদ হইয়া যায় এবং তাহা বেৎর বা তারাবীহর সব বা কতক পড়ার পর জানিতে পারে, তবে তাহার এশার নামাযের সঙ্গে সঙ্গে বেৎর এবং তারাবীহ যত রাকাত পড়িয়াছে, তাহাও দোহরাইতে হইবে।

৪। মাসআলা : এশার নামায জমা'আতে না পড়িলে তারাবীহর নামাযও জমা'আতে পড়া জায়েয হইবে না। ইহার কারণ তারাবীহ এশার তাবে (অনুগামী), কাজেই এশার চেয়ে তারাবীহর সম্মান বেশী করা জায়েয নহে! অতএব, যদি কোথাও পাড়ার লোকেরা দুর্ভাগ্য বশতঃ এশার নামাযের জমা'আত না করিয়া শুধু তারাবীহর জমা'আত করিতে চায়, তবে তাহা জায়েয হইবে না। কিন্তু যদি পাড়ার লোকেরা এশার জমা'আত পড়িয়া তারাবীহর নামায জমা'আতে পড়িতে থাকে এবং দুই একজন লোকে এশার নামাযের জমা'আত না পাইয়া থাকে, তবে তাহারা এশার নামায একা একা পড়িয়া তারাবীহর জমা'আতে শরীক হইতে পারে, তাহাতে কোন বাধা নাই।

৫। মাসআলা : যদি কেহ মসজিদে আসিয়া দেখে, এশার জমা'আত হইয়া গিয়া তারাবীহ শুরু হইয়া গিয়াছে, তবে সে আগে একা একা এক পার্শ্বে এশা পড়িয়া লইবে, তারপর তারাবীহর জমা'আতে शामिल হইবে। ইত্যবসরে যে কয় রাকাত আত তারাবীহ তাহার ছুটিয়া গিয়াছে তাহা

সে তারাবীহ্ এবং বেত্র জর্মা'আতের সঙ্গে পড়িয়া তারপর পড়িবে, জর্মা'আতের বেত্র ছাড়িবে না। (যদি কয়েক জনের কিছু তারাবীহ্ ছুটিয়া থাকে, তাহারা পরে জর্মা'আত করিয়াও তাহা পড়িতে পারে এবং শেষ রাত্রেও পড়িতে পারে।)

৬। মাসআলাঃ রমযান শরীফের পুরা মাসে তারাবীহ্র মধ্যে তরতীব অনুযায়ী একবার কোরআন শরীফ খতম করা সুন্নতে মোয়াক্কাদা। লোকের অবহেলা বা অলসতার কারণে এই সুন্নত পরিত্যাগ করা উচিত নহে। কিন্তু যে সব লোক একেবারেই অলস, কোরআন খতমের ভয়ে হয়ত তাহারা নামাযই ছাড়িয়া দিতে পারে, তাহাদের জন্য সূরা তারাবীহ্র জর্মা'আত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সূরা তারাবীহ্র মধ্যে কোরআনের যে কোন অংশ বা যে কোন সূরা পড়িলেই চলে। প্রত্যেক রাকা'আতে কুল্‌ছআল্লাহ্ সূরা পড়িলেও জায়েয আছে, অথবা যদি 'সূরা ফীল' হইতে 'সূরা নাস' পর্যন্ত দশটি সূরার দ্বারা দশ রাকা'আত পড়িয়া, আবার দ্বিতীয় বার 'সূরা ফীল' হইতে 'সূরা নাস' পর্যন্ত পড়িয়া বাকী দশ রাকা'আত পড়ে, এ নিয়মও মন্দ নয়।

৭। মাসআলাঃ তারাবীহ্র জর্মা'আতে সম্পূর্ণ রমযান মাসে কোরআন শরীফ এক খতমের বেশী পড়িবে না। অবশ্য যদি মুছল্লিগণের অতিশয় আগ্রহ হয়, তবে বেশী পড়াতেও ক্ষতি নাই। (আমাদের ইমাম আ'যম ছাহেব প্রত্যেক রমযান শরীফে কোরআন শরীফ ৬১ বার খতম করিতেন; ৩০ দিনে ৩০ খতম, ৩০ রাত্রে ৩০ খতম এবং তারাবীহ্র মধ্যে এক খতম ইহাতে তাঁহার মোট ৬১ খতম হইত।)

৮। মাসআলাঃ এক রাত্রে কোরআন শরীফ খতম করা জায়েয আছে, কিন্তু যদি (লফয ছাড়িয়া বা কাটিয়া কাটিয়া পড়ে কিংবা) লোকের কষ্ট হয়, বা অভক্তি প্রকাশ পায়, তবে মকরুহ।

৯। মাসআলাঃ তারাবীহ্র খতমের মধ্যে পূর্ণ কোরআন শরীফের যে কোন একটি সূরার শুরুতে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ জোরে পড়া চাই, নতুবা পূর্ণ কোরআন খতমের ছওয়াব মিলিবে না, এক আয়াত কম থাকিয়া যাইবে। যদি হাফেয ছাহেব চুপে চুপে পড়িয়া নেন, তবে হাফেয ছাহেবের কোরআন পুরা হইয়া যাইবে বটে, কিন্তু মুক্তাদীদের এক আয়াত কম থাকিয়া যাইবে। অতএব, খতম তারাবীহ্র মধ্যে যে কোন একটি সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ্ উচ্চস্বরে পড়িবে। (সাধারণতঃ আলেমগণ সূরা-আলাক-এর পূর্বে বিসমিল্লাহ্ আওয়ায করিয়া পড়িয়া থাকেন।)

১০। মাসআলাঃ সম্পূর্ণ রমযান মাসে প্রত্যেক রাত্রে বিশ রাকা'আত করিয়া তারাবীহ্ পড়া সুন্নতে মোয়াক্কাদা, যে সন্ধ্যায় রমযানের চাঁদ দেখিবে সেই রাত হইতেই তারাবীহ্ পড়া শুরু করিবে এবং যে সন্ধ্যায় ঈদের চাঁদ দেখিবে সেই রাত্রে ছাড়িবে। যদি কোরআন আগে খতম হইয়া যায়, তবুও অবশিষ্ট রাতগুলিতেও তারাবীহ্ পড়া সুন্নতে মোয়াক্কাদা (সূরা তারাবীহ্ হইলেও পড়িবে) কেহ কেহ কোরআন খতম হইয়া গেলে জর্মা'আতে আসে না বা তারাবীহ্ পড়ে না বা কেহ আট রাকা'আত পড়িয়াই চলিয়া যায়, ইহা তাহাদের ভুল। (ইহাতে তাহারা গোনাহ্গার হইবে।)

১১। মাসআলাঃ তারাবীহ্র মধ্যে কোরআন খতমের সময় যখন কুল্‌ছআল্লাহ্ (قل هو الله) সূরা আসে, তখন এই সূরা তিনবার পড়া মকরুহ। (অর্থাৎ এইরূপ রহম বানাইয়া লওয়া এবং ইহাকে শরীঅতের হুকুম মনে করিয়া আমল করা মকরুহ, নতুবা নফল নামাযে বা তারাবীহ্র নামাযে উক্ত সূরা তিনবার করিয়া পড়া মকরুহ নহে।)

(তারাবীহ্র জর্মা'আত পুরুষদের জন্য সুন্নতে কেফায়া। অতএব, যদি সকলে মিলিয়া জর্মা'আত করে এবং কেহ ঘরে বসিয়া তারাবীহ্র নামায পড়ে, তবে সে জর্মা'আতের ছওয়াব

পাইবে না বটে, কিন্তু গোনাহ্গার হইবে না। কিন্তু যদি পাড়ার সকলেই জর্মা'আত তরক করে, তবে সকলেই গোনাহ্গার হইবে।)

### কুছুফ ও খুছুফের নামায—(গওহর)

(কুছুফ বলে সূর্যগ্রহণকে এবং খুছুফ বলে চন্দ্রগ্রহণকে। সূর্যগ্রহণের সময় যে নামায পড়া হয়, তাহাকে 'ছালাতুল কুছুফ' এবং চন্দ্রগ্রহণের সময় যে নামায পড়া হয় তাহাকে 'ছালাতুল খুছুফ' বলে।)

১। মাসআলা : সূর্যগ্রহণের সময় দুই রাকা'আত নামায পড়া সুন্নত। (শুধু 'আল্লাহর ওয়াস্তে দুই রাকা'আত কুছুফের নামায পড়িতেছি' বলিয়া নিয়ত করিবে।)

২। মাসআলা : সূর্যগ্রহণের নামায জর্মা'আতের সঙ্গে পড়িতে হয়। ইমামতের হকদার তৎকালীন মুসলমান বাদশাহ বা তাঁহার নিযুক্ত ব্যক্তি। এক রেওয়াজত অনুসারে প্রত্যেক মসজিদের ইমাম নিজ নিজ মসজিদের জর্মা'আত করিয়া সূর্যগ্রহণের নামায পড়াইবেন। (যদি ইমাম না পাওয়া যায়, তবে প্রত্যেকে একা একা পড়িবে এবং স্ত্রীলোক নিজ গৃহে পৃথক পৃথক পড়িবে।)

৩। মাসআলা : কুছুফের নামাযের জন্য আযান বা একামত নাই, পাড়ার লোকগণকে জর্মা করিবার জন্য الصلاة جامعة ('নামাযে চল' 'নামাযে চল') বলিয়া একজন লোক উচ্চেষ্ট্রেরে ঘোষণা করিবে।

৪। মাসআলা : ছালাতুল কুছুফের মধ্যে সূরা বাক্বারার ন্যায় অনেক লম্বা কেরাআত পড়া এবং রুকু সজ্দা অনেক দীর্ঘ করিয়া করা সুন্নত। কেরাআত চুপে চুপে পড়িতে হইবে।

৫। মাসআলা : নামায শেষে ইমাম কেবলা রোখ হইয়া বসিয়া বা লোকদের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্যের গ্রহণ সম্পূর্ণ না ছুটে, ততক্ষণ পর্যন্ত হাত উঠাইয়া দো'আ করিতে থাকিবে (এবং নিজেদের কৃত পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকিবে,) মুক্তাদিগণ 'আমীন' বলিতে থাকিবে। ফলকথা, গ্রহণ না ছুটা পর্যন্ত (দুনিয়ার কাজকর্ম বন্ধ রাখিয়া) নামায, দো'আ ইত্যাদি এবাদত-বন্দেগী এবং আল্লাহর দরবারে কাঁদাকাটায়া লিপ্ত থাকা উচিত। অবশ্য যদি গ্রহণ ছুটিবার পূর্বে সূর্য অস্ত যাইতে থাকে বা কোন ফরয নামাযের ওয়াস্ত্র হয়, তবে দো'আ ছাড়িয়া নামায পড়িয়া লইবে।

৬। মাসআলা : চন্দ্রগ্রহণের সময়ও (অস্ত্রতঃ) দুই রাকা'আত নামায পড়া সুন্নত। কিন্তু চন্দ্রগ্রহণের নামাযের জন্য জর্মা'আত করা বা মসজিদে যাওয়া সুন্নত নহে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ বাড়ীতে পৃথক পৃথকভাবে নামায পড়িবে;

৭। মাসআলা : এইরূপ যখনই কোন ভয়াবহ ঘটনা ঘটে, কোন বিপদ বা বালা মুছীবত আসে, তখন নামায পড়া সুন্নত। যেমন, ঝড়ের সময়, ভূমিকম্পের সময়, বজ্রপাতের সময়, যখন অনেক বেশী তারা ছুটে, শিলা বা বরফ পড়ে, অতিরিক্ত বৃষ্টি হইতে থাকে, দেশে কলেরা, বসন্ত বা প্লেগ ইত্যাদি মহামারী আসে বা শত্রু ঘিরিয়া লয়। কিন্তু এই সব নামাযের জন্য জর্মা'আত নাই, প্রত্যেকেই নিজে নিজে পৃথকভাবে নামায পড়িবে, (উভয় জাহানের বিপদ উদ্ধারের জন্য দো'আ করিবে এবং কৃত গোনাহর জন্য মা'ফ চাহিবে।) হাদীস শরীফে আছে, যখনই কোন বিপদ বা মুছীবত আসিত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখনই নামাযে মশগুল হইয়া যাইতেন (এবং আল্লাহর দিকে রুজু হইয়া দো'আ করিতেন।)

৮। মাসআলা : এখানে যত প্রকার নামাযের কথা বর্ণিত হইল তাহা ছাড়াও নফল নামায যত বেশী পড়িবে ততই বেশী ছওয়াব পাইবে এবং মর্তবা বাড়িবে। বিশেষতঃ যে যে সময় এবাদত করার জন্য রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। যেমন, রমযান শরীফের শেষ দশ রাত্রের বে-জেড় রাত্রসমূহে, শা'বানের (চৌদ্দই দিন গত) পনেরই রাত্র ইত্যাদি। এই সব ফযীলতের সময় নফল নামায পড়িলে অনেক বেশী ছওয়াব পাওয়া যায়। এই সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ হক্কানী আলেমের নিকট জানিয়া লইবেন।

### এস্তেস্কার নামায—(গওহর)

যখন অনাবৃষ্টিতে লোকের কষ্ট হইতে থাকে, তখন আল্লাহর নিকট পানির জন্য দরখাস্ত করা এবং দো'আ করা সুন্নত। ইহাকেই আরবীতে 'এস্তেস্কা' বলে। এস্তেস্কার সুন্নত তরীকা এই যে, দেশের সমস্ত মুসলমান পুরুষ সঙ্গে বালক, বৃদ্ধ এবং গরু বাছুর লইয়া পায়ে হাঁটিয়া গরীবানা লেবাস পরিয়া নেহায়েত আজেষী এবং কাকুতি-মিনতি সহকারে ময়দানে বাহির হইবে এবং সকলেই নিজ নিজ কৃত পাপের জন্য আল্লাহর নিকট অপরাধ স্বীকার করতঃ নূতন করিয়া মা'ফ চাহিবে! মন নরম করিয়া খাঁটিভাবে তওবা করিবে। যদি কেহ কাহারও হুক্ নষ্ট করিয়া থাকে তাহা ফেরত দিবে, কোন অমুসলমান বা কোন কাফিককে সঙ্গে আনিবে না। তারপর সকলের মধ্যে যিনি বেশী আল্লাহুওয়াল্লা আলেম, তাঁহাকে ইমাম নিযুক্ত করিয়া সকলে মিলিয়া জমা'আতে দুই রাক'আত নামায পড়িবে। ইহার জন্য আযান বা একামত নাই। ইমাম কোরা'আত উচ্চৈঃস্বরে পড়িবেন এবং নামাযের পর ঈদের খোৎবার মত দুইটি খোৎবা পড়িবেন। তারপর ইমাম ক্বেলা-রোখ হইয়া দাঁড়াইয়া উভয় হাত প্রসারিত করিয়া রহমতের পানির জন্য দো'আ করিবেন, সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত সকলেও দো'আ করিবে। পর পর তিন দিন এইরূপ করিবে। তিন দিনের বেশী ছাবেত নাই। এই তিন দিন রোযা রাখাও মোস্তাহাব, যদি তিন দিন পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই বৃষ্টি হইয়া যায়, তবুও তিন দিন পূর্ণ করা উত্তম। যাইবার পূর্বে ছদকা খয়রাত করাও মোস্তাহাব।

### ক্বাযা নামায—(বেঃ জেওর)

১। মাসআলা : যদি কাহারও কোন (ফরয) নামায ছুটিয়া যায়, তবে স্মরণ আসা মাত্রই ক্বাযা পড়া ওয়াজিব। বিনা ওয়রে যদি ক্বাযা পড়িতে দেরী করে, তবে গোনাহ্গার হইবে। অতএব, যদি কাহারও কোন নামায ক্বাযা হইয়া যায় এবং স্মরণ আসা মাত্র তাহার ক্বাযা না পড়িয়া অন্য সময় পড়িবে বলিয়া রাখিয়া দেয় এবং হঠাৎ মৃত্যু আসিয়া পড়ে, তাহার দুই গোনাহ্ হইবে। এক গোনাহ্ নামায না পড়ার, আর এক গোনাহ্ সময় পাওয়া সত্ত্বেও তাহার ক্বাযা না পড়ার। (ইচ্ছাপূর্বক নামায ছাড়িয়া দেওয়া কবীরা গোনাহ্। এই গোনাহ্ মাফ পাইতে হইলে শুধু ক্বাযা পড়িলে হইবে না বা শুধু তওবা করিলেও চলিবে না; তওবাও করিতে হইবে, ক্বাযাও পড়িতে হইবে।)

২। মাসআলা : যদি কাহারও কয়েক ওয়াক্ত নামায ক্বাযা হইয়া থাকে তবে যথাশীঘ্র সব নামাযের ক্বাযা পড়িয়া লওয়া উচিত। এমন কি, যদি সাহস করিয়া সব নামাযের ক্বাযা এক ওয়াক্তেই পড়িয়া লইতে পারে, তবে সব চেয়ে ভাল। যোহরের নামাযের ক্বাযা যে যোহরের ওয়াক্তেই পড়িতে হইবে এইরূপ কোন বিধান নাই। যদি কাহারও কয়েক মাসের বা কয়েক বৎসরের নামায ক্বাযা হইয়া থাকে, তবে তাহারও যথাশীঘ্র সব নামাযের ক্বাযা পড়িয়া লওয়া

উচিত। এক এক ওয়াক্তে দুই তিন বা চারি ওয়াক্তের কাযা পড়িয়া লইলেও ভাল হয়। একান্ত যদি কোন মজবুরী হয় (যেমন বেশী অভাবী লোক হয় এবং বাল-বাচ্চাদিগকে খাটিয়া খাওয়াইতে হয় বলিয়া সময় না পায়, তবে খাটুনির বাহিরে যখনই একটু সময় পাইবে, তখনই কাযা পড়িবে,) অন্ততঃ এক ওয়াক্তের সঙ্গে এক ওয়াক্তের কাযা পড়িবে।

৩। মাসআলাঃ কাযা নামায পড়ার জন্য কোন সময় নির্দিষ্ট নাই, যখনই একটু সময় পাওয়া যায়, তখনই ওয় করিয়া দুই চারি ওয়াক্তের কাযা পড়িয়া লওয়া যায়। তবে মকরহু ওয়াক্তে পড়িবে না।

৪। মাসআলাঃ যদি কাহারও মাত্র (দুই) এক ওয়াক্ত নামায কাযা হইয়া থাকে, ইহার পূর্বে কোন নামায কাযা হয় নাই, অথবা কাযা হইয়াছে কিন্তু কাযা পড়িয়া লইয়াছে। শুধু এক ওয়াক্তের কাযা বাকী আছে, তবে সে যতক্ষণ পর্যন্ত কাযা নামায পড়িয়া না লইবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার ওয়াক্তিয়া নামায দুরুস্ত হইবে না। কাযা না পড়িয়া যদি ওয়াক্তিয়া পড়ে, তবে তাহা আবার দোহরুইয়া পড়িতে হইবে। অবশ্য যদি কাযা নামাযের কথা স্মরণ না থাকাবশতঃ ওয়াক্তিয়া পড়িয়া থাকে, তবে ওয়াক্তিয়া নামায দুরুস্ত হইবে, দোহরুইতে হইবে না। কিন্তু স্মরণ আসা মাত্রই কাযা পড়িয়া লইবে।

৫। মাসআলাঃ যদি ওয়াক্ত এমন সংকীর্ণ হয় যে, কাযা পড়িয়া ওয়াক্তিয়া পড়িলে ওয়াক্তিয়াও কাযা হইয়া যায়, তবে ওয়াক্তিয়া আগে পড়িয়া লইবে, তারপর কাযা পড়িবে।

৬, ৭। মাসআলাঃ যদি কাহারও দুই, তিন, চারি বা পাঁচ ওয়াক্তের নামায কাযা হয়, অর্থাৎ এক দিনের পরিমাণ নামায কাযা হয়, তবে তাহাকে 'ছাহেবে তরতীব' বলে। এক দিনের বেশী নামায কাযা হইলে অর্থাৎ ছয় বা ততোধিক নামায কাযা হইলে তরতীব থাকে না; এক সঙ্গে হউক বা পৃথক পৃথক কাযা জমা হউক। ছাহেবে তরতীব হইলে তাহার যেমন কাযা এবং ওয়াক্তিয়ার মধ্যে তরতীব রক্ষা করা ফরয, তেমনই কাযা নামাযগুলির মধ্যে তরতীব রক্ষা করা ফরয। কাহারও ফজর, যোহর, আছর, মাগরিব এবং এশা (বেত্রসহ) কাযা হইলে এই নামাযগুলি পড়ার পূর্বে পরদিনের ফজরের নামায পড়িলে তাহা শুদ্ধ হইবে না এবং যে নামাযগুলি কাযা হইয়াছে তাহাও পর্যায়ক্রমে অর্থাৎ আগে ফজর, তারপর যোহর, তারপর আছর, তারপর মাগরিব, তারপর এশা, তারপর বেত্র পড়িতে হইবে। ছাহেবে তরতীব না হইলে কাযা নামায রাখিয়া দিয়াও ওয়াক্তিয়া পড়িলে তাহা দুরুস্ত হইবে এবং যে নামাযগুলি কাযা হইয়াছে তাহার মধ্যে তরতীব রক্ষা করাও ফরয হইবে না।

৮। মাসআলাঃ যদি কাহারও ছয় ওয়াক্তের উপর পুরান যামানার কাযা থাকে, তারপর রীতিমত নামাযী হয় এবং বহুকাল পরে হঠাৎ এক ওয়াক্ত নামায কাযা হইয়া যায়, তবে সেও ছাহেবে তরতীব থাকিবে না। এই কাযা রাখিয়া ওয়াক্তিয়া নামায পড়িলে ওয়াক্তিয়া নামায দুরুস্ত হইয়া যাইবে।

৯। মাসআলাঃ কাহারও যিন্মায় ছয় কিংবা বহু নামায কাযা ছিল, সেই কারণে সে ছাহেবে তরতীব ছিল না, তারপর সে কিছু কিছু করিয়া কাযা পড়িতে পড়িতে সব পড়িয়া ফেলিল, তবে সে এখন হইতে আবার ছাহেবে তরতীব হইবে। অতএব, আবার যদি পাঁচ সংখ্যক ফরয নামায কাযা হয়; তবে আবার তরতীব রক্ষা করা ফরয হইবে এবং আবার যদি ছয় বা ততোধিক সংখ্যক কাযা একত্র হইয়া যায়, তবে আবার তরতীব মাফ হইয়া যাইবে; (কাযা নামায থাকিতে ওয়াক্তিয়া

নামায পড়িতে পারিবে।) কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে ইচ্ছাপূর্বক কাযা না পড়িয়া তরতীব মাফ হইয়া যাইবে আশায় কাযার সংখ্যা বাড়াইতে থাকিলে গোনাহ্ হইবে।

১০। মাসআলা : বহুসংখ্যক নামাযের অল্প অল্প করিয়া কাযা পড়িতে পড়িতে মাত্র চারি পঁাচ ওয়াক্ত অবশিষ্ট থাকিলেও তরতীব ওয়াজিব হইবে না, এই চারি-পঁাচ ওয়াক্তের মধ্যে যাহা ইচ্ছা আগে পড়িতে পারিবে এবং চারি-পঁাচ ওয়াক্ত অবশিষ্ট থাকা সত্ত্বেও ওয়াক্তিয়া নামায পড়িতে পারিবে।

১১। মাসআলা : যদি কাহারও বেত্ন নামায কাযা হইয়া যায় এবং অন্য কোন নামায যিস্মায় কাযা না থাকে, তবে বেত্ন না পড়িয়া ফজরের নামায পড়া দুরুস্ত হইবে না। স্মরণ থাকা এবং সময় থাকা সত্ত্বেও যদি বেত্ন না পড়িয়া ফজর পড়ে তবে বেত্ন কাযা পড়িয়া তারপর ফজর পুনরায় পড়িতে হইবে।

১২। মাসআলা : কেহ শুধু এশার নামায পড়িয়া বেত্ন না পড়িয়া ঘুমাইয়া পড়িল, শেষ রাত্রে উঠিয়া তাহাজ্জুদ পড়িয়া বেত্ন পড়িল, পরে জানিতে পারিল যে, ভুলে এশার নামায বে-ওযু অবস্থায় পড়িয়াছিল, তাহার শুধু এশার নামায কাযা পড়িতে হইবে, বেত্ন কাযা পড়িতে হইবে না।

১৩। মাসআলা : শুধু ফরয এবং বেত্নের কাযা পড়ার হুকুম আছে, তাহা ব্যতীত সুন্নত বা নফলের কাযা পড়ার হুকুম নাই। অবশ্য (যদি সুন্নত বা নফল নামায শুরু করার পর নিয়ত ভঙ্গ করে তবে তাহার কাযা পড়িতে হইবে বা) ফজরের নামায যদি ছুটিয়া যায় এবং দুপুরের পূর্বে কাযা পড়ে, তবে সুন্নতসহ কাযা পড়িতে হইবে; কিন্তু এক্ষেত্রেও দুপুরের পর কাযা পড়িলে শুধু ফরয দুই রাক'আতের কাযা পড়িতে হইবে, সুন্নতের কাযা পড়িতে হইবে না।

১৪। মাসআলা : ওয়াক্ত সংকীর্ণ হইয়া যাওয়ায় (বা জমা'আত ছুটিয়া যাওয়ার ভয়ে) যদি কেহ ফজরের সুন্নত ছাড়িয়া শুধু ফরয পড়িয়া লয়, তবে সূর্য উদয় হইয়া এক নেযা উপরে উঠার পর হইতে দুপুরের পূর্বেই সুন্নতের কাযা পড়িয়া লইবে।

১৫। মাসআলা : যদি কোন (লোক শয়তানের ধোঁকায় পড়িয়া প্রথম বয়সে) বে-নামাযী (থাকে এবং কিছুদিন পর সৌভাগ্যবশতঃ) তওবা করিয়া নামায পড়া শুরু করে, তবে (বালেগ হওয়ার পর হইতে) তাহার যত নামায ছুটিয়া গিয়াছে সব নামাযের কাযা পড়া ওয়াজিব হইবে, তওবার দ্বারা নামায মা'ফ হয় না, অবশ্য নামায না পড়ার যে নাফরমানীর গোনাহ্ হইয়াছিল তাহা মা'ফ হইয়া যাইবে। এখন যদি বিগত সব নামাযের কাযা না পড়ে, তবে গোনাহ্ হইবে।

১৬। মাসআলা : যদি কাহারও কিছুসংখ্যক নামায ছুটিয়া যায় এবং উহার কাযা পড়ার পূর্বে মৃত্যু আসিয়া পড়ে, তবে মৃত্যুর পূর্বেই ঐ সব নামাযের জন্য ফিদিয়া দেওয়ার ওছিয়ত করিয়া যাওয়া তাহার উপর ওয়াজিব। যদি ওছিয়ত না করে, তবে গোনাহ্গার হইবে। (ফিদিয়ার পরিমাণ বেত্নসহ প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাযের পরিবর্তে দুই সের গম বা তাহার মূল্য, অথবা একজন গরীব-দুঃখীকে দুই বেলা পেট ভরিয়া খাওয়ান।) —রোযার ফিদিয়া দষ্টব্য

[মাসআলা : যদি কোন কারণবশতঃ দলশুদ্ধ লোকের নামায কাযা হইয়া যায়, তবে তাহারা ওয়াক্তিয়া নামায যেমন জমা'আতে পড়িত তদ্রূপ কাযা নামাযও জমা'আতে পড়িবে। ছিররিয়া নামাযের কাযার মধ্যেও চুপে চুপে কেরাআত পড়িবে এবং জেহরিয়া নামাযের কাযার মধ্যেও কেবাআত উচ্চ স্বরে পড়িবে।

মাসআলা : কোন না-বালেগ ছেলে এশার নামায পড়িয়া ঘুমাইয়াছিল সকালে ঘুম হইতে উঠিয়া কাপড়ে দাগ দেখিতে পাইল (অর্থাৎ, রাত্রি থাকিতে বালেগ হইয়াছে এইরূপ আলামত পাওয়া গেল,) তাহার এশার এবং বেৎরের নামায ক্রাযা পড়িতে হইবে।] —অনুবাদক

### ছহো সজ্দা—(বেঃ জেওর)

১। মাসআলা : নামাযের মধ্যে যতগুলি ওয়াজিব আছে তাহার একটি বা কয়েকটি যদি ভুল বশতঃ ছুটিয়া যায়, তবে তাহার ক্ষতিপূরণের জন্য) ছহো সজ্দা করা ওয়াজিব। ইহাতে (ওয়াজিব ছুটিয়া যাওয়ায় নামাযের যতটুকু নোকছান হইয়াছিল ছহো সজ্দা দ্বারা তাহা পূরণ হইয়া যাইবে এবং) নামায দুরুস্ত হইয়া যাইবে, যদি ছহো সজ্দা না করে, তবে নামায দোহরাইয়া পড়িতে হইবে।

২। মাসআলা : যদি নামাযের কোন ফরয ভুলে ছুটিয়া যায় (বা কোন ওয়াজিব ইচ্ছাপূর্বক ছাড়িয়া দেয়, তবে তাহার ক্ষতিপূরণের কোনই উপায় নাই,) ছহো সজ্দার দ্বারা নামায দুরুস্ত হইবে না, নামায দোহরাইয়া পড়িতে হইবে।

৩। মাসআলা : ছহো সজ্দা করার নিয়ম এই যে, শেষ রাকা'আতে আত্তাহিয়াতু, (আবদুহু ওয়া রাসুলুহু পর্যন্ত) পড়িয়া ডান দিকে সালাম ফিরাইবে এবং আল্লাহু আকবর বলিয়া নিয়ম মত দুইটি সজ্দা করিবে, তারপর আত্তাহিয়াতু, দুরুদ ও দো'আ সব পড়িয়া উভয় দিকে সালাম ফিরাইয়া নামায শেষ করিবে।

৪। মাসআলা : যদি কেহ ভুলে ডান দিকে সালাম না ফিরাইয়া (শুধু আত্তাহিয়াতু পড়িয়া—এমন কি দুরুদ ও দো'আ প্রভৃতি পড়িয়া) ছহো সজ্দা করে, তবুও ছহো সজ্দা আদায় হইবে এবং নামাযও দুরুস্ত হইবে।

৫। মাসআলা : ভুলবশতঃ যদি কেহ দুই রুকু করিয়া ফেলে বা তিন সজ্দা করিয়া ফেলে, তবে ছহো সজ্দা করা ওয়াজিব হইবে।

৬। মাসআলা : যদি কেহ ভুলবশতঃ আলহামদু না পড়িয়া শুধু সূরা পড়ে বা আগে সূরা পড়িয়া তারপর আলহামদু পড়ে, তবে ছহো সজ্দা ওয়াজিব হইবে।

৭। মাসআলা : ফরয নামাযের প্রথম দুই রাকা'আতে যদি সূরা মিলাইতে ভুলিয়া যায়, তবে শেষের দুই রাকা'আতে সূরা মিলাইবে এবং ছহো সজ্দা করিবে। যদি প্রথম দুই রাকা'আতের কোন এক রাকা'আতে সূরা মিলাইতে ভুলিয়া যায়, তবে তৃতীয় বা চতুর্থ রাকা'আতে সূরা মিলাইবে এবং ছহো সজ্দা করিবে। যদি প্রথম দুই রাকা'আতেও সূরা মিলাইতে ভুলিয়া গিয়া থাকে এবং শেষের দুই রাকা'আতেও স্মরণ না হয় আত্তাহিয়াতু পড়ার সময় স্মরণ হয়, তবে আত্তাহিয়াতু পড়িয়া ছহো সজ্দা করিবে, তাহাতেই নামায দুরুস্ত হইয়া যাইবে।

৮। মাসআলা : (বেৎর,) সুন্নত ও নফল নামাযের সব রাকা'আতে সূরা মিলান ওয়াজিব, যদি কেহ কোন রাকা'আতে ভুলবশতঃ সূরা না মিলায়, তবে তাহার ছহো সজ্দা করিতে হইবে।

৯। মাসআলা : কেহ আলহামদু (বা অন্য কোন সূরা) পড়িয়া চিন্তা করিতে লাগিল যে, ইহার পর কোন সূরা (বা কোন আয়াত) পড়িবে, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে যদি তাহার তিনবার “সোবহানাল্লাহু” পড়া যায় পরিমাণ সময় বিনা পড়ায় অতিবাহিত হয়, তবে তাহার ছহো সজ্দা ওয়াজিব হইবে। (কিন্তু যদি চুপ করিয়া না থাকিয়া কোন আয়াত বার বার দোহরাইতে থাকে,



তারপর নিজে নিজেই মনে আসে বা কোন মুক্তাদীর লোকমা দ্বারা স্মরণ হয়, তবে ছহো সজ্দা ওয়াজিব হইবে না।)

১০। মাসআলাঃ কেহ শেষ রাকা'আতে আত্তাহিয়াতু পড়িয়া সন্দেহের কারণে চুপ করিয়া বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল যে, ইহা তৃতীয় রাকা'আত না চতুর্থ রাকা'আত? কতক্ষণ চিন্তা করিয়া স্থির করিল যে, ইহা চতুর্থ রাকা'আত, তারপর সালাম ফিরাইল (বা তৃতীয় রাকা'আত স্থির করিয়া দাঁড়াইয়া আর এক রাকা'আত পড়িতে প্রস্তুত হইল) কিন্তু এই চিন্তায় সে এতক্ষণ চুপ করিয়া রহিয়াছে যতক্ষণে তিনবার "সোব্বহানালাহু" পড়া যাইত, তবে তাহার ছহো সজ্দা করিতে হইবে।

১১। মাসআলাঃ যদি কেহ আলহামদু পড়িয়া সূরা মিলাইয়া ভুলবশতঃ কিছু চিন্তা করিতে থাকে এবং সেই চিন্তায় তিনবার সোব্বহানালাহু পড়া যায় পরিমাণ সময় অতীত হইয়া যায় (বা কাহারও যদি রুকূর মধ্যে গিয়া স্মরণ হয় যে, সূরা মিলাইতে ভুলিয়া গিয়াছে, তারপর রুকূ হইতে উঠিয়া সূরা মিলায়, তবে তাহার আবার রুকূ করিতে হইবে।) এই (উভয়) অবস্থায় ছহো সজ্দা ওয়াজিব।

১২। মাসআলাঃ এইরূপ যদি কেহ কোন সূরা পড়িতে পড়িতে আটকিয়া যায় এবং চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া তিন তস্বীহ্ পরিমাণ চিন্তা করে, বা দ্বিতীয় বা চতুর্থ রাকা'আতে আত্তাহিয়াতু পড়িতে বসিয়া তাহা না পড়িয়া চিন্তা করিয়া তিন তস্বীহ্ পরিমাণ দেরী করে, বা রুকূ হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া চিন্তা করিতে থাকে এবং এই জন্য তিন তস্বীহ্ পরিমাণ দেরী হয়, বা প্রথম সজ্দা হইতে উঠিয়া বসিয়া চিন্তা করিতে থাকে এবং সেই জন্য দ্বিতীয় সজ্দায় যাইতে তিন তস্বীহ্ পরিমাণ দেরী হইয়া যায়, তবে এইসব অবস্থায় ছহো সজ্দা ওয়াজিব হইবে। ফলকথা, ওয়াজিব তরক হইলে যেমন ছহো সজ্দা ওয়াজিব হয়, তদ্রূপ ভুলে বা চিন্তা করার কারণে যদি কোন ফরয বা ওয়াজিব আদায় করিতে তিন তস্বীহ্ পরিমাণ দেরী হইয়া যায়, তবেও ছহো সজ্দা ওয়াজিব হইবে।

১৩। মাসআলাঃ তিন বা চারি রাকা'আত ফরয নামাযের দ্বিতীয় রাকা'আতে আত্তাহিয়াতু পড়িতে বসিয়া যদি কেহ ভুলে আত্তাহিয়াতু দুইবার পড়িয়া ফেলে, বা আত্তাহিয়াতু শেষ করিয়া اللهم صل على محمد (আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা মুহাম্মাদিন) পর্যন্ত বা আরও বেশী দু'রাদ পড়িয়া ফেলে, তৎপর স্মরণ হওয়ায় দাঁড়াইয়া গেল, তবে ছহো সজ্দা ওয়াজিব হইবে। ইহার কম পড়িলে ওয়াজিব হইবে না।

১৪। মাসআলাঃ সুন্নত ও নফল নামাযে দ্বিতীয় রাকা'আতে আত্তাহিয়াতুর পর দু'রাদ পড়াও জায়েয আছে। কাজেই নফলে দু'রাদ পড়িলে ছহো সজ্দা ওয়াজিব হইবে না; কিন্তু আত্তাহিয়াতু দুইবার পড়িলে নফলের মধ্যেও ছহো সজ্দা ওয়াজিব হইবে।

১৫। মাসআলাঃ আত্তাহিয়াতু পড়িতে বসিয়া যদি ভুলে অন্যকিছু (যেমন সোব্বহানাকা, দো'আ কুনূত বা সূরা ফাতেহা) পড়ে, তবে ছহো সজ্দা ওয়াজিব হইবে।

১৬। মাসআলাঃ নামাযের নিয়ত বাঁধিয়া কেহ যদি ভুলে سبحانك (সোব্বহানাকা) পড়ার পরিবর্তে দো'আ কুনূত (বা আত্তাহিয়াতু) পড়ে তাহাতে ছহো সজ্দা ওয়াজিব হইবে না। এইরূপে যদি কেহ ফরয নামাযের তৃতীয় বা চতুর্থ রাকা'আতে আলহামদুর স্থলে আত্তাহিয়াতু বা সোব্বহানাকা বা অন্য কিছু (যেমন আলহামদুর পর সূরা) পড়ে তাহাতেও ছহো সজ্দা ওয়াজিব হইবে না।

১৭। মাসআলা : তিন বা চারি রাকা'আতী (ফরয) নামাযের দ্বিতীয় রাকা'আতে (বসা ওয়াজিব। কিন্তু যদি কেহ) বসিতে ভুলিয়া তৃতীয় রাকা'আতের জন্য দাঁড়াইতে উদ্যত হয় এবং শরীরের নিম্নার্ধ সোজা হওয়ার পূর্বে বসিয়া পড়ে, তবে ছহো সজ্দা করিতে হইবে না ; কিন্তু যদি শরীরের নিম্নার্ধ সোজা হইয়া যায়, তবে আর বসিবে না ; দাঁড়াইয়া তৃতীয় বা চতুর্থ রাকা'আত পড়িবে, এবং শেষ বৈঠকে ছহো সজ্দা করিবে। সোজা হইয়া দাঁড়ানোর পর বসিয়া তাশাহুদ পড়িলে গোনাহ্গার হইবে। কিন্তু নামায হইয়া যাইবে এবং ছহো সজ্দা ওয়াজিব হইবে।

১৮। মাসআলা : কেহ যদি চতুর্থ রাকা'আতের পর বসিতে ভুলিয়া দাঁড়াইতে উদ্যত হয়, সে শরীরের নিম্নার্ধ সোজা হওয়ার পূর্বে স্মরণ আসিলে বসিয়া পড়িবে এবং আন্তাহিয়াতু ও দুরুদ পড়িয়া সালাম ফিরাইবে, ছহো সজ্দা করিতে হইবে না। আর যদি সম্পূর্ণ দাঁড়াইয়া যাওয়ার পরে স্মরণ আসে, তবুও বসিয়া আন্তাহিয়াতু পড়িতে হইবে, এমন কি সূরা ফাতেহার পর কিংবা রুকু করার পরও যদি স্মরণ আসে, তবুও বসিয়া আন্তাহিয়াতু পড়িতে হইবে এবং ছহো সজ্দা করিতে হইবে ; কিন্তু যদি সজ্দা করার পর স্মরণ হয়, তবে আর বসিবে না, পঞ্চম রাকা'আত পূর্ণ করিবে এবং আরও এক রাকা'আত পড়িয়া ছয় রাকা'আত পূর্ণ করিয়া সালাম ফিরাইবে কিন্তু এই অবস্থায় ফরয পুনরায় পড়িতে হইবে, এই নামায নফল হইয়া যাইবে, ছহো সজ্দা করিতে হইবে না। আর যদি ষষ্ঠ রাকা'আত না মিলায় পঞ্চম রাকা'আতের পর বসিয়া সালাম ফিরায়, তবে এক রাকা'আত বাতিল ও চারি রাকা'আত নফল হইবে এবং ফরয পুনরায় পড়িবে।

১৯। মাসআলা : যদি চতুর্থ রাকা'আতে বসিয়া আন্তাহিয়াতু পড়ার পর ভুলে দাঁড়াইয়া যায় ও পঞ্চম রাকা'আতের সজ্দা করার পূর্বে স্মরণ হয়, তবে তৎক্ষণাৎ বসিয়া আন্তাহিয়াতু না পড়িয়া এক দিকে সালাম ফিরাইয়া ছহো সজ্দা করিবে ; তারপর আন্তাহিয়াতু পড়িয়া নামায শেষ করিবে। আর যদি পঞ্চম রাকা'আতের সজ্দা করার পর স্মরণ হয়, তবে আরও এক রাকা'আত পড়িয়া ছয় রাকা'আত পূর্ণ করিবে ; চারি রাকা'আত ফরয এবং দুই রাকা'আত নফল হইবে এবং ছহো সজ্দা করিতে হইবে। আর যদি পঞ্চম রাকা'আতের সঙ্গে ষষ্ঠ রাকা'আত না মিলাইয়া পঞ্চম রাকা'আতেই সালাম ফিরায় এবং ছহো সজ্দা করে, তবুও নামায হইয়া যাইবে, কিন্তু অন্যায হইবে। চারি রাকা'আত ফরয হইবে এবং এক রাকা'আত বৃথা যাইবে।

২০। মাসআলা : কেহ চারি রাকা'আত নফল (বা সুন্নত নামায) পড়িতে গিয়া যদি দুই রাকা'আতের সময় বসিতে ভুলিয়া যায়, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত তৃতীয় রাকা'আতের সজ্দা না করিবে ততক্ষণ পর্যন্ত স্মরণ আসা মাত্র বসিয়া পড়িবে, আর যদি তৃতীয় রাকা'আতের সজ্দা করার পর স্মরণ হয়, তবে বসিবে না। চারি রাকা'আত পূর্ণ করিয়া বসিবে। এই উভয় অবস্থায় নামায হইয়া যাইবে, কিন্তু ছহো সজ্দা করিতে হইবে।

২১। মাসআলা : যদি কাহারও নামাযের মধ্যে সন্দেহ হয় যে, চারি রাকা'আত পড়িয়াছে কি তিন রাকা'আত পড়িয়াছে, তবে দেখিতে হইবে যে, যদি কদাচিত এইরূপ সন্দেহ হয়, তবে (একদিকে সালাম ফিরাইয়া ঐ নামায ছাড়িয়া দিয়া) নূতন নিয়ত করিয়া নামায দেহরাইয়া পড়িবে, আর যদি প্রায়ই তাহার এইরূপ সন্দেহ হইয়া থাকে, তবে তাহার চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে যে, তাহার মন তিন বা চারি এই দুই দিকের কোন এক দিকে বেশী ঝুঁকে কি না ? যদি এক দিকে বেশী ঝুঁকে, তবে তিনের দিকে ঝুঁকিলে তিন রাকা'আত ধরিয়া আর এক রাকা'আত পড়িয়া নামায শেষ করিবে, আর যদি চারির দিকে ঝুঁকে, তবে চারি রাকা'আত ধরিয়া নামায

শেষ করিবে। এইরূপ সন্দেহের কারণে ছহো সজ্জা করিতে হইবে না। (কিন্তু যদি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া চিন্তা করিয়া সময় অতিবাহিত করে, তদ্রূপ ছহো সজ্জা করিতে হইবে) আর যদি উভয় দিকে সমান হয়, কোন দিকে মন না যায় এবং তিন বা চারি কিছুই স্থির করিতে না পারে, তবে তিনই (অর্থাৎ কমটাই) ধরিতে হইবে, কিন্তু এই তৃতীয় রাকা'আতেও বসিয়া আন্তাহিয়্যা'তু পড়িতে হইবে। (কারণ, হয়ত উহা চতুর্থ রাকা'আত হইতে পারে) তৎপর চতুর্থ রাকা'আতেও বসিয়া আন্তাহিয়্যা'তু পড়িতে হইবে এবং ছহো সজ্জা করিতে হইবে।

২২। মাসআলা : যদি এইরূপ সন্দেহ হয় যে, প্রথম রাকা'আত কি দ্বিতীয় রাকা'আত ? তাহার হুকুমও এইরূপ হইবে যে, কদাচিৎ এইরূপ সন্দেহ হয়, তবে নূতন নিয়ত করিয়া নামায দোহরাইয়া পড়িতে হইবে, যদি অধিকাংশ সময় এইরূপ সন্দেহ হয়, তবে যে দিকে মন ঝুকিবে সেই দিক্কে গ্রহণ করিবে। যদি মন কোন এক দিকে না ঝুকে ও উভয় দিকে সমান হয়, তবে এক রাকা'আতই (অর্থাৎ, কমটাই) ধরিতে হইবে কিন্তু এই প্রথম রাকা'আতে বসিয়া আন্তাহিয়্যা'তু পড়িবে। কারণ, হয়ত ইহা দ্বিতীয় রাকা'আত হইতে পারে, দ্বিতীয় রাকা'আতের পরও বসিয়া আন্তাহিয়্যা'তু পড়িবে এবং এই রাকা'আতে সূরাও মিলাইবে (কারণ, ইহাকেই দ্বিতীয় রাকা'আত সাব্যস্ত করা হইয়াছে) তারপর তৃতীয় রাকা'আতেও বসিয়া আন্তাহিয়্যা'তু পড়িবে। কারণ, হয়ত ইহা চতুর্থ রাকা'আত হইতে পারে, তারপর চতুর্থ রাকা'আত পড়িয়া বসিয়া আন্তাহিয়্যা'তু পড়িবে এবং ছহো সজ্জা করিয়া নামায শেষ করিবে।

২৩। মাসআলা : যদি দ্বিতীয় কি তৃতীয় রাকা'আত হওয়ার মধ্যে সন্দেহ হয়, তবে তাহার হুকুমও এইরূপ ; যদি উভয় দিকের ধারণা সমান সমান হয়, তবে এই দ্বিতীয় রাকা'আতেও বসিবে এবং তৃতীয় রাকা'আতেও বসিবে। কারণ, হয় উহা চতুর্থ রাকা'আত হইতে পারে, তারপর চতুর্থ রাকা'আত পড়িয়া ছহো সজ্জা করিয়া নামায শেষ করিবে।

২৪। মাসআলা : নামায শেষ করার পর যদি এইরূপ সন্দেহ হয় যে, তিন রাকা'আত হইয়াছে, না কি চারি রাকা'আত ? তবে এই সন্দেহের কোন মূল্য নাই, নামায হইয়া গিয়াছে। অবশ্য যদি সঠিক স্মরণ থাকে যে, তিন রাকা'আতই হইয়াছে, তবে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া আর এক রাকা'আত পড়িবে এবং ছহো সজ্জা করিয়া সালাম ফিরাইবে, তাহাতেই নামায হইয়া যাইবে। কিন্তু যদি সালাম ফিরাইবার পর কথা বলিয়া থাকে, বা এমন কাজ করিয়া থাকে যাহাতে নামায টুটিয়া যায় যেমন, ক্লেবলা হইতে ঘুরিয়া বসিল, তবে নূতন নিয়ত ঝাধিয়া সম্পূর্ণ নামায দোহরাইয়া পড়িতে হইবে। এইরূপে যদি শেষ আন্তাহিয়্যা'তু পড়ার পরে এইরূপ সন্দেহ হয়, তবে তাহারও এই হুকুম যে, সঠিকভাবে স্মরণ না আসিলে সে সন্দেহেরও কোন মূল্য নাই, (অবশ্য যদি ঠিকভাবে স্মরণ আসে যে, এক রাকা'আত কম হইয়াছে, তবে আর এক রাকা'আত পড়িয়া ছহো সজ্জা করিয়া নামায শেষ করিবে।) যে সব অবস্থায় সন্দেহের কোন মূল্য নাই বলা হইয়াছে, সে সব অবস্থায়ও যদি কেহ ঐ নামায শেষ করিয়া মনের সন্দেহ দূর করিবার জন্য নূতন নিয়ত করিয়া নামায দোহরাইয়া লয়, তবে তাহা অতি উত্তম।

২৫। মাসআলা : এক নামাযে একবার মাত্র ছহো সজ্জা হইতে পারে। দুই বা ততোধিক ভুল হইলেও একবার ছহো সজ্জা করিতে হইবে। এক নামাযে দুইবার ছহো সজ্জার দরকার হয় না।

২৬। মাসআলা : এমন কি যদি ছহো সজ্জা করার পরও কোন ভুল হয়, তবুও পুনর্বীর ছহো সজ্জা করিতে হইবে না ঐ সজ্জাই যথেষ্ট হইবে।

২৭। মাসআলা : কাহারও হয়ত নামাযের মধ্যে এমন ভুল হইয়াছিল, যাহার কারণে ছহো সজ্দা ওয়াজিব হইয়াছিল, কিন্তু সজ্দা করিতে মনে নাই, উভয় দিকে সালাম ফিরাইয়া ফেলিয়াছে, তবে যাবৎ সে কথা না বলিবে, বা ছিনা ক্বেল্লা হইতে না ঘুরাইবে, বা নামায ভঙ্গ হওয়ার অন্য কোন কারণ না পাওয়া যাইবে, তাবৎ ছহো সজ্দা করিতে পারিবে ; এমন কি যদি ক্বেল্লা-রোখ হইয়া মোছাল্লার উপর বসিয়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত ওযীফা পড়িতে থাকে, তারপর ছহো সজ্দার কথা মনে হয়, তবে তৎক্ষণাৎ আল্লাহ আকবর বলিয়া দুইটি সজ্দা করিয়া আত্তাহিয়াতু, দুরুদ ও দো'আ পড়িয়া সালাম ফিরাইলে নামায হইয়া যাইবে, ইহাতে কোন দোষ হইবে না (আর যদি নামায-বিরুদ্ধ কোন কাজ বা কথার পর স্মরণ আসে, তবে নামায দোহরাইয়া পড়িতে হইবে)।

২৮। : ছহো সজ্দা ওয়াজিব হওয়ার পর যদি ইচ্ছা করিয়া উভয় দিকে সালাম ফিরাইয়া এবং এই নিয়্যত করিল যে, ছহো সজ্দা করিব না, তবুও যতক্ষণ পর্যন্ত নামায-বিরুদ্ধ কোন কাজ না পাওয়া যাইবে, ছহো সজ্দা করার এখতিয়ার থাকিবে।

২৯। মাসআলা : চারি রাকা'আত বা তিন রাকা'আত বিশিষ্ট নামাযে যদি কেহ দুই রাকা'আত পড়িয়াই ভুলে সালাম ফিরাইয়া ফেলে, তবে সে স্মরণ আসা মাত্র দাঁড়াইয়া নামায পূর্ণ করিতে পারিবে এবং ছহো সজ্দা করিবে, অবশ্য যদি সালামের পর নামায-বিরুদ্ধ কোন কাজ হওয়ার স্মরণ আসে, তবে নূতন নিয়্যত বাঁধিয়া দোহরাইয়া পড়িতে হইবে।

৩০। মাসআলা : বেৎরের প্রথম বা দ্বিতীয় রাকা'আতে যদি কেহ ভুলে দো'আ কুনূত পড়িয়া ফেলে, তবে এই পড়ার কোন মূল্য নাই, তৃতীয় রাকা'আতে আবার পড়িতে হইবে এবং ছহো সজ্দা করিতে হইবে।

৩১। মাসআলা : বেৎরের নামাযে যদি কাহারও সন্দেহ হয় যে, ইহা কি দ্বিতীয় রাকা'আত না তৃতীয় রাকা'আত আবার মনও কোন এক দিকে বেশী ঝুঁকে না, উভয় দিকে সমান থাকে, তবে দুই রাকা'আতই ধরিতে হইবে, কিন্তু ঐ দ্বিতীয় রাকা'আতেও দো'আ-কুনূত পড়িবে, বসিয়া আত্তাহিয়াতু পড়িবে এবং তারপর যে আর এক রাকা'আত পড়িবে, সে রাকা'আতেও দো'আ-কুনূত পড়িবে এবং শেষে ছহো সজ্দা করিবে।

৩২। মাসআলা : বেৎরের নামাযে যদি কেহ ভুলিয়া দো'আ কুনূতের পরিবর্তে "সোবহানাকা" পড়িল, তারপর স্মরণ আসার পর আবার দো'আ-কুনূত পড়িল, তবে তাহাতে ছহো সজ্দা করিতে হইবে না।

৩৩। মাসআলা : বেৎরের নামাযে যদি কেহ দো'আ-কুনূত পড়িতে ভুলিয়া গিয়া সূরা পড়িয়া রুকূতে চলিয়া যায়, তবে রুকূ হইতে ফিরিয়া আসিয়া আর দো'আ-কুনূত পড়িতে হইবে না, রুকূ-সজ্দা করিয়া নামায শেষ করিবে এবং শেষে ছহো সজ্দা করিবে। (কিন্তু যদি রুকূ হইতে ফিরিয়া উঠিয়া দো'আ-কুনূত পড়ে, তাহাতেও নামায নষ্ট হইবে না, কিন্তু রুকূ পুনরায় করিতে হইবে এবং ছহো সজ্দাও করিতে হইবে।)

৩৪। মাসআলা : (নফল নামাযে) আলহামদুর পর দুই বা ততোধিক সূরা পড়ায় কোন দোষ নাই (কিন্তু ফরয নামাযে আলহামদুর পর দুই বা ততোধিক সূরা পড়া ভাল নয়, কিন্তু যদি কেহ পড়িয়া ফেলে, তবে) তাহাতে ছহো সজ্দা ওয়াজিব হইবে না। (বা যদি কেহ পড়িতে পড়িতে আটকিয়া যায় এবং মুক্তগদীর লোক্‌মা লইয়া সামনে পড়ে বা সামনে চলিতে না পারায় অন্য সূরা পড়ে, তবে তাহাতেও ছহো সজ্দা ওয়াজিব হইবে না।)

৩৫। মাসআলা : ফরয নামাযের শেষার্ধে অর্থাৎ তৃতীয় বা চতুর্থ রাক'আতে সূরা মিলানোর হুকুম নাই, কিন্তু যদি কেহ মিলায়, তবে তাহাতে নামাযের কোন ক্ষতি হইবে না, ছহো সজ্দাও ওয়াজিব হইবে না।

৩৬। মাসআলা : নামাযের শুরুতে ছানা পড়া, রুকূতে سبحان ربى العظيم পড়া, সজ্দাতে رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বা سمع الله لمن حمده উঠিবার সময় سبحان ربى الاعلى বলা, নিয়ত বাঁধার সময় হাত উঠান এবং শেষ বৈঠকে আতাহিয়াতুর পর দু'রাক ও দো'আ পড়া—এই সব সুন্নত কাজ, ওয়াজিব নহে। কাজেই ভুলে এই সব ছুটিয়া গেলে তাহাতে ছহো সজ্দা ওয়াজিব হইবে না।

৩৭। মাসআলা : ফরয নামাযের শেষার্ধে অর্থাৎ, তৃতীয় ও চতুর্থ রাক'আতে আলহামদু পড়া ওয়াজিব নহে, সুন্নত। কাজেই যদি কেহ ভুলে আলহামদু না পড়িয়া কতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া রুকূ সজ্দা করিয়া নামায শেষ করে, তবে তাহাতে ছহো সজ্দা ওয়াজিব হইবে না।

৩৮। মাসআলা : ভুলবশতঃ ওয়াজিব তরক করিলে ছহো সজ্দা ওয়াজিব হয়। যদি কেহ ইচ্ছাপূর্বক এইরূপ করে, তবে তাহাতে ছহো সজ্দা ওয়াজিব হইবে না, যদি ছহো সজ্দাও করে, তবুও নামায হইবে না, নামায দোহুরাইয়া পড়িতে হইবে। যে সব কাজ নামাযের মধ্যে ফরয বা ওয়াজিব নহে, (সুন্নত বা মোস্তাহাব) তাহা ভুলবশতঃ তরক করিলে তাহাতে ছহো সজ্দা ওয়াজিব হইবে না (এবং নামাযও দোহুরাইয়া পড়ার আবশ্যিকতা নাই। এইরূপে ভুলে কোন ফরয তরক হইয়া গেলেও ছহো সজ্দা ওয়াজিব হইবে না; বরং নামায দোহুরাইয়া পড়িতে হইবে)।

৩৯। মাসআলা : যে সব নামাযে চুপে চুপে কে'আত পড়া ওয়াজিব, (যেমন যোহর, আছর ও দিনের নফল এবং সুন্নত) সেই সব নামাযে যদি কেহ ভুলে উচ্চ স্বরে কে'আত পড়ে, তবে ছহো সজ্দা ওয়াজিব হইবে। অবশ্য দুই এক শব্দ যদি কিছু উচ্চ স্বরে বাহির হইয়া যায়, তাহাতে ছহো সজ্দা ওয়াজিব হইবে না। এইরূপে যে সব নামাযে ইমামের উচ্চ স্বরে কে'আত পড়া ওয়াজিব (যেমন ফজর, এশা, মাগরিব) সেই সব নামাযে যদি ভুলে চুপে চুপে কে'আত পড়ে, তবে ছহো সজ্দা ওয়াজিব হইবে, কিন্তু দুই এক শব্দ যদি আস্তে পড়ে বা মো'নফারেদ যদি সমস্তই আস্তে পড়ে তাহাতে ছহো সজ্দা ওয়াজিব হইবেনা। —গওহর

### তেলাওয়াতের সজ্দা—(গওহর)

১। মাসআলা : কোরআন শরীফের মধ্যে মোট চৌদ্দটি তেলাওয়াতের সজ্দা আছে। কোরআন শরীফে হাশিয়া'র উপর যেখানে যেখানে سجدة (সজ্দা) লেখা আছে, সেই সেই জায়গা পাঠ করিলে বা শুনিলে সজ্দা করা ওয়াজিব হয়। ইহাকেই 'তেলাওয়াতের সজ্দা' বলে।

২—৩। মাসআলা : তেলাওয়াতের সজ্দা করিবার নিয়ম এই যে, দাঁড়াইয়া আল্লাহ আকবর বলিয়া একটি সজ্দা করিবে এবং তিনবার সজ্দার তসবীহ পড়িয়া আবার আল্লাহ আকবর বলিয়া দাঁড়াইবে। হাত উঠাইতে (হাত বাঁধিতে) হইবে না (এবং দুই সজ্দা করিতে হইবে না। পুরুষের জন্য "আল্লাহ আকবর" শব্দ করিয়া বলা ভাল।) যদি না দাঁড়াইয়া বসিয়া বসিয়া সজ্দা করে বা সজ্দা করিয়া বসিয়া থাকে তাহাও দুরূস্ত আছে।

৪। মাসআলা : সজ্দার আয়াত যে পাঠ করিবে তাহার উপর সজ্দা ওয়াজিব হইবে এবং যাহার কানে ঐ শব্দ পৌঁছিবে তাহার উপরও সজ্দা ওয়াজিব হইবে। ইচ্ছাপূর্বক শ্রবণ করুক বা অন্য কাজে লিপ্ত থাকা অবস্থায় বা বে-ওযু অবস্থায় শ্রবণ করুক, সজ্দার আয়াত যে কেহ শ্রবণ করিবে তাহার উপর সজ্দা ওয়াজিব হইয়া যাইবে। এই জন্য তেলাওয়াতের সময় সজ্দার আয়াত চুপে চুপে পাঠ করা ভাল, যাহাতে অন্য লোকের অসুবিধায় পড়িতে না হয়।

৫। মাসআলা : নামায ছহীহ হওয়ার জন্য যে শর্ত আছে; যথা—ওযু থাকা, জায়গা পাক হওয়া, শরীর পাক হওয়া, কাপড় পাক হওয়া, কেবলামুখী হওয়া ইত্যাদি—তেলাওয়াতের সজ্দার জন্যও সেই সব শর্ত আছে।

৬। মাসআলা : নামাযের সজ্দা যেইরূপ আদায় করিতে হয় তেলাওয়াতের সজ্দাও সেইরূপ আদায় করিতে হইবে। কেহ কেহ কোরআন মজীদের উপর সজ্দা করে, তাহাতে সজ্দা আদায় হইবে না; যিন্মায় থাকিয়া যাইবে।

৭। মাসআলা : সজ্দার আয়াত শ্রবণের সময় বা মুখস্থ তেলাওয়াতের সময় যদি ওযু না থাকে, তবে পরে যখন ওযু করিবে, তখন সজ্দা করিলেও সজ্দা আদায় হইয়া যাইবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ওযু করিয়া সজ্দা করিয়া লওয়াই ভাল; কারণ হয়ত পরে স্মরণ নাও থাকিতে পারে (এবং তজ্জন্য সজ্দা আদায় না হইলে গোনাহ হইবে)।

৮। মাসআলা : যদি কাহারও যিন্মায় অনেকগুলি সজ্দায়ে তেলাওয়াত থাকে যাহা এখনও আদায় করে নাই, তবে এখন আদায় করিয়া লওয়া চাই। ইহা জীবনে যে কোন সময়ে আদায় করিতে হইবে। কোন সময়েও যদি আদায় না করে, তবে গোনাহ্গার হইবে। (অর্থাৎ, যদি কেহ সারা জীবন বা সমস্ত কোরআন খতম করিয়া সজ্দা না করিয়া থাকে, তবে সঙ্গে সঙ্গে সজ্দা না করা মকরুহ তানযীহী হইয়াছে বটে, কিন্তু যতসংখ্যক সজ্দা বাকী রহিয়া গিয়াছে তত সংখ্যক সজ্দা করিয়া লইলেই আদায় হইয়া যাইবে। কোন্ সজ্দা কোন্ আয়াতের জন্য তাহা নির্দিষ্ট করিয়া নিয়ত করার দরকার নাই। অবশ্য মৃত্যুর পূর্বে যদি সজ্দা আদায় না করে এবং তেলাওয়াতের সজ্দা বাকী থাকিয়া যায়, তবে গোনাহ্গার হইবে।

৯। মাসআলা : হায়েয বা নেফাসের অবস্থায় যদি সজ্দার আয়াত শুনে, তবে তাহাতে সজ্দা ওয়াজিব হয় না। কিন্তু গোসলের হাজতের অবস্থায় (অর্থাৎ, জানাবতের অবস্থায় বা হায়েয নেফাস হইতে পাক হইয়া গোসলের পূর্ববস্থায়) যদি সজ্দার আয়াত শুনে, তবে সজ্দা ওয়াজিব হইবে।

১০। মাসআলা : শয্যাশায়ী রোগী যদি সজ্দার আয়াত শুনে বা পড়ে এবং বসিয়া সজ্দা করিতে না পারে, তবে নামাযের সজ্দায় যেক্রপ ইশারা করে এই সজ্দাও তদ্রূপ ইশারায় করিলেই আদায় হইয়া যাইবে।

১১। মাসআলা : নামাযের মধ্যে সূরার মাঝখানে যদি সজ্দার আয়াত পড়ে, তবে সজ্দার আয়াত পড়া মাত্র নামাযের মধ্যে থাকিয়াই তৎক্ষণাৎ সজ্দা করিয়া লইবে, তারপর অবশিষ্ট কেরাআত পুরা করিয়া রুকু করিবে। নামাযের মধ্যে যদি সজ্দার আয়াত পড়া মাত্রই সজ্দা না করিয়া দুই আয়াত আরও পড়িয়া তারপর সজ্দা করে, তবে তাহাও দুরূহ আছে। কিন্তু তদপেক্ষা বেশী পড়িয়া তারপর যদি সজ্দা করে, তবু সজ্দা আদায় হইয়া যাইবে, কিন্তু গোনাহ্গার হইবে।

১২। মাসআলাঃ নামাযের মধ্যে সজ্জার আয়াত পড়িয়া যদি নামাযের মধ্যেই সজ্জা না করে, তবে নামাযের বাহিরে এই সজ্জা আদায় করিলে তাহাতে সজ্জা আদায় হইবে না, চিরকালের জন্য গোনাহ্গার থাকিয়া যাইবে। তওবা এস্তেগ্ফার ব্যতীত এই গোনাহ্ মাফ করাইবার অন্য কোন উপায় নাই।

১৩। মাসআলাঃ নামাযের মধ্যে সজ্জার আয়াত পড়িয়া তৎক্ষণাৎ যদি রুকূতে চলিয়া যায় এবং রুকূর মধ্যেই তেলাওয়াতের সজ্জারও নিয়ত করিয়া লয় যে, আমি তেলাওয়াতের সজ্জাও এই রুকূর দ্বারাই আদায় করিতেছি, তবে তাহাতেও তেলাওয়াতের সজ্জা আদায় হইয়া যাইবে। আর যদি রুকূর মধ্যে নিয়ত না করে, তারপর যখন সজ্জা করিবে, ঐ সজ্জার মধ্যে নিয়ত না করিলেও তেলাওয়াতের সজ্জা আদায় হইয়া যাইবে। (কিন্তু অনেক্ষণ পরে সজ্জা করিলে তাহা দ্বারা তেলাওয়াতের সজ্জা আদায় হইবে না।)

১৪। মাসআলাঃ নামাযে যদি অন্য কাহারও সজ্জার আয়াত পড়িতে শুনে, তবে নামাযের মধ্যে সজ্জা করিবে না, নামায শেষে সজ্জা করিবে। যদি নামাযের মধ্যে সজ্জা করে, তবে সজ্জা আদায় হইবে না; বরং গোনাহ্গার হইবে এবং নামাযের পর পুনরায় সজ্জা করিতে হইবে।

১৫। মাসআলাঃ এক জায়গায় বসিয়া যদি কেহ একটি সজ্জার আয়াত বার বার পড়ে, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত জায়গা না বদলিবে ততক্ষণ পর্যন্ত একটি সজ্জাই ওয়াজিব হইবে। সব কয়বার পড়িয়া শেষে সজ্জা করুক বা একবার পড়িয়া সজ্জা করিয়া তারপর ঐ স্থানে বসিয়া আরও বহুবার পড়ুক, ঐ এক সজ্জাই যথেষ্ট হইবে। অবশ্য যদি জায়গা বদলিয়া যায়, তবে যত জায়গায় পড়িবে, তত সজ্জা করিতে হইবে।

১৬। মাসআলাঃ এইরূপে যদি একই জায়গায় আয়াত বদলিয়া যায় অর্থাৎ কয়েকটি সজ্জার আয়াত একই জায়গায় বসিয়া পড়ে (বা শুনে) তবে যতগুলি সজ্জার আয়াত পড়িবে (বা শুনিবে) ততগুলি সজ্জা ওয়াজিব হইবে। (একই জায়গায় বসিয়া একই আয়াত নিজে পড়িলে অথবা অন্যের নিকট হইতে শুনিলে যতক্ষণ স্থান পরিবর্তন না হইবে একই সজ্জা যথেষ্ট হইবে। চলতি নৌকায় বসিয়া সজ্জার আয়াত পড়িলে যদিও নৌকার স্থান পরিবর্তন হয় কিন্তু তাহাতে পাঠকের স্থান পরিবর্তন ধরা যাইবে না।)

১৭। মাসআলাঃ বসা অবস্থায় সজ্জার আয়াত পাঠ করিয়া যদি দাঁড়ায় কিন্তু চলাফিরা না করে, তাহাতে স্থান পরিবর্তন ধরা যাইবে না। অতএব, বসা হইতে দাঁড়াইয়া যদি পুনরায় ঐ আয়াত একবার পড়ে বা বার বার পড়ে, তবে একই সজ্জা ওয়াজিব হইবে। (অবশ্য যদি তিন বা ততোধিক কদম এদিক ওদিক হাঁটে, তবে স্থান পরিবর্তন ধরা হইবে এবং এইরূপ যতবার করিবে, তত সজ্জা ওয়াজিব হইবে।)

১৮। মাসআলাঃ কেহ যদি এক জায়গায় একটি সজ্জার আয়াত পাঠ করার পর উঠিয়া কোন কাজে চলিয়া যায় এবং আবার পূর্বের স্থানে আসিয়া আর একবার ঐ আয়াত পাঠ করে, তবে তাহার উপর দুইটি সজ্জা ওয়াজিব হইবে।

১৯। মাসআলাঃ এক জায়গায় বসিয়া যদি কেহ একটি সজ্জার আয়াত পড়ে তারপর কোরআন তেলাওয়াত শেষ করিয়া ঐখানে বসিয়াই কতক্ষণ দুনিয়ার কোন কথাবার্তা বলে বা কাজ করে, যেমন ভাত খায়, চা পান করে, সেলাই করে বা ছেলেকে দুধ খাওয়ায় ইত্যাদি এবং

তারপর আবার ঐ আয়াত পড়ে, তবে দুইটি সজ্দা ওয়াজিব হইবে। এস্থলে মাঝখানে দুনিয়ার কাজ করায় (সময়ের পরিবর্তন হইয়াছে তাই) স্থান পরিবর্তন ধরা হইবে।

২০। মাসআলাঃ একটি কোঠা দালানের একটি কোণে সজ্দার কোন আয়াত পাঠ করিল, অতঃপর দ্বিতীয় কোণায় যাইয়া ঐ আয়াতটিই পড়িল, এমতাবস্থায় এক সজ্দাই যথেষ্ট, যত বারই পড়ুক। অবশ্য যদি অন্য কাজ করার পর ঐ আয়াত পড়ে, তবে দ্বিতীয় সজ্দা করিতে হইবে, আবার তৃতীয় কাজে লাগার পর পড়িলে তৃতীয় সজ্দা ওয়াজিব হইবে।

২১। মাসআলাঃ ঘর যদি বড় হয়, তবে দ্বিতীয় কোণে যাইয়া দোহরাইলে (পুনঃ পড়িলে) দ্বিতীয় সজ্দা ওয়াজিব হইবে এবং তৃতীয় কোণায় পড়িলে তৃতীয় সজ্দা (ওয়াজিব হইবে)।

২২। মাসআলাঃ একটি কোঠার যে হুকুম, মসজিদেরও সেই হুকুম, যদি সজ্দার একটি আয়াত কয়েকবার পড়ে, তবে একই সজ্দা ওয়াজিব হইবে—চাই মসজিদের একস্থানে বসিয়া বারবার পড়ুক কিংবা মসজিদে এদিক ওদিক ঘুরিয়া পড়ুক।

২৩। মাসআলাঃ যদি নামাযের মধ্যে একই আয়াত কয়েকবার পড়ে, তবে একই সজ্দা ওয়াজিব হইবে। চাই সকলবার পড়ার পর সজ্দা করুক, কিংবা একবার পড়িয়া সজ্দা করিয়াছে আবার ঐ রাকা'আতে কিংবা দ্বিতীয় রাকা'আতে ঐ আয়াত পড়িয়াছে, এক সজ্দাই যথেষ্ট।

২৪। মাসআলাঃ কেহ এক জায়গায় বসিয়া একটি সজ্দার আয়াত পড়িয়াছে কিন্তু এখনও সজ্দা করে নাই। তারপর ঐ স্থানেই নামাযের নিয়ত বাঁধিয়া ঐ আয়াতই আবার নামাযের মধ্যে পড়িয়া সজ্দা করিয়াছে, তবে তাহার এক সজ্দাই যথেষ্ট হইবে। কিন্তু যদি স্থান পরিবর্তন হইয়া যায়, তবে দ্বিতীয় সজ্দাও ওয়াজিব হইবে, এক সজ্দা যথেষ্ট হইবে না, (নামাযের বাহিরে পড়ার সজ্দা পরে করিতে হইবে।)

২৫। মাসআলাঃ আর যদি নামাযের বাহিরে পড়ার সজ্দা করিয়া থাকে তারপর ঐ স্থানেই নামাযের নিয়ত বাঁধিয়া নামাযের মধ্যে আবার ঐ আয়াত পড়ে, তবে নামাযের মধ্যের সজ্দা নামাযের মধ্যেই করিতে হইবে। (বাহিরের সজ্দা দ্বারা নামাযের সজ্দা আদায় হইবে না।)

২৬। মাসআলাঃ পাঠকারীর স্থান পরিবর্তন না হওয়া সত্ত্বেও যদি শ্রবণকারীর স্থান পরিবর্তন হয়, তবে শ্রবণকারীর যে কয় স্থান পরিবর্তন হইয়াছে সেই কয়টি সজ্দা ওয়াজিব হইবে, অথচ পাঠকারীর একই সজ্দা ওয়াজিব থাকিবে।

২৭। মাসআলাঃ যদি শ্রোতার স্থান পরিবর্তন না হয়, কিন্তু পাঠকের স্থান পরিবর্তন হইয়া যায়, তবে শ্রোতার একই সজ্দা এবং পাঠকের যে কয়টি জায়গা পরিবর্তন হইয়াছে সেই কয়টি সজ্দা ওয়াজিব হইবে।

২৮, ২৯। মাসআলাঃ সমস্ত সূরা পাঠ করা এবং সজ্দার আয়াত বাদ দিয়া যাওয়া মক্কাহ ও নিষেধ। শুধু সজ্দা হইতে বাঁচিবার জন্য এই আয়াত ছাড়িবে না। ইহাতে সজ্দার প্রতি অস্বীকৃতি প্রকাশ পায়।

৩০। মাসআলাঃ পক্ষান্তরে শুধু সজ্দার আয়াত পড়া মক্কাহ নহে, যদি নামাযে এরূপ করে, তবে উহাতে এই শর্তও আছে যে, সেই আয়াত এইরূপ বড় হওয়া চাই, যেন ছোট ছোট তিনটি আয়াতের সমান হয়। কিন্তু সজ্দার আয়াতের সঙ্গে আরও দুই একটি আয়াত মিলাইয়া পড়া উত্তম।



(যখন নূতন কোন নেয়ামত পাওয়া যায়, তখন ওয়ূ করিয়া দুই রাকা'আত নামায পড়িয়া আল্লাহর শোকর করা অতি উত্তম। আর ওয়ূ করিয়া কেবলা রোখ হইয়া শুধু একটি সজ্দা করা এবং সজ্দার মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ সোবহানা রাবিয়াল আ'লা ইত্যাদি বলিয়া আল্লাহর শোকর করাও মোস্তাহাব।) —অনুবাদক

### পীড়িত অবস্থায় নামায—(বেঃ জেওর)

১। মাসআলাঃ কোন অবস্থায়ই নামায ছাড়িবে না। যাবৎ দাঁড়াইয়া নামায পড়িতে সক্ষম হয় দাঁড়াইয়া নামায পড়িবে, আর দাঁড়াইতে না পারিলে বসিয়া নামায পড়িবে, বসিয়া বসিয়া রুকু করিবে, রুকু করিয়া উভয় সজ্দা করিবে, এবং রুকুর জন্য এতটুকু ঝুঁকিবে, যেন কপাল হাঁটুর বরাবর হইয়া যায়।

২। মাসআলাঃ যদি রুকু, সজ্দা করারও ক্ষমতা না থাকে, তবে ইশারায় রুকু ও সজ্দা আদায় করিবে। এই সজ্দার জন্য রুকুর চেয়ে বেশী ঝুঁকিবে।

৩। মাসআলাঃ সজ্দা করিবার জন্য বালিশ ইত্যাদি কোন উঁচু বস্তু রাখা এবং তাহার উপর সজ্দা করা ভাল নহে, সজ্দা করিতে না পারিলে ইশারা করিয়া লইবে, বালিশের উপর সজ্দা করার প্রয়োজন নাই।

৪। মাসআলাঃ কোন রোগীর যদি এরূপ অবস্থা হয় যে, ইচ্ছা করিলে দাঁড়াইতে পারে; কিন্তু ইহাতে অনেক কষ্ট হয় বা রোগ বাড়িয়া যাওয়ার প্রবল আশঙ্কা হয়, তবে তাহার জন্য বসিয়া নামায পড়া দুরূস্ত আছে।

৫। মাসআলাঃ যদি কোন রোগীর এরূপ অবস্থা হয় যে, সে দাঁড়াইতে পারে কিন্তু রুকু-সজ্দা করিতে পারে না, তবে তাহার জন্য উভয় ছুরতই জায়েয আছে—দাঁড়াইয়া নামায পড়ুক এবং দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ইশারা দ্বারা রুকু-সজ্দা আদায় করুক, বা বসিয়া নামায পড়ুক এবং বসিয়া বসিয়া ইশারা দ্বারা রুকু-সজ্দা আদায় করুক। অবশ্য এরূপ অবস্থায় বসিয়া ইশারা করাই উত্তম।

৬। মাসআলাঃ রোগীর যদি নিজ ক্ষমতায় বসার শক্তি না থাকে, কিন্তু গাও-তাকিয়ায় বা দেওয়ালে হেলান দিয়া অর্ধ বসা অবস্থায় শুইতে পারে, তবে তাহাকে তদ্রূপ গাও-তাকিয়া মাথার এবং পিঠের নীচে দিয়া পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া শোয়াইবে যাহাতে কতকটা বসার মত অবস্থা হয় এবং পা কেবলার দিকে প্রসারিত করিয়া দিবে, পা গুটাইয়া হাঁটু যদি খাড়া করিয়া রাখিতে পারে, তবে তদ্রূপ করিয়া দিবে এবং যদি হাঁটু খাড়া করিয়া না রাখিতে পারে, তবে হাঁটুর নীচে বালিশ রাখিয়া দিবে যাহাতে পা'খানি কেবলার দিক হইতে যথাসম্ভব ফিরিয়া থাকে, কারণ (বিনা ওয়রে) কেবলার দিকে পা করা মকরুহ। এইরূপ বসিয়া মাথার ইশারা দ্বারা রুকু-সজ্দা আদায় করিয়া নামায পড়িবে, তবুও নামায ছাড়িবে নাঃ অবশ্য সজ্দার ইশারার সময় রুকুর ইশারা অপেক্ষা মাথাটা কিছু বেশী ঝুঁকাইবে। যদি এরূপ হেলান দিয়াও বসিতে না পারে, তবে মাথার নীচে কিছু উঁচা বালিশ দিয়া শোয়াইয়া দিবে, যাহাতে মুখটা আকাশের দিকে না থাকিয়া যথাসম্ভব কেবলার দিকে থাকে, তারপর মাথার ইশারা দ্বারা রুকু-সজ্দা আদায় করিয়া নামায পড়িবে। রুকুর ইশারা একটু কম করিবে এবং সজ্দার ইশারা একটু বেশী করিবে।

৭। মাসআলা : যদি কেহ উহার পরিবর্তে ডান বা বাম কাতে শোয় এবং ক্লেবলার দিকে মুখ করিয়া অর্থাৎ, ডান কাতে শুইলে উত্তর দিকে শিয়র দিয়া এবং বাম কাতে শুইলে দক্ষিণ দিকে শিয়র করিয়া মাথার ইশারায় রুকু-সজ্জা আদায় করিয়া নামায পড়ে, তবে তাহাও দুরূস্ত আছে। কিন্তু চিৎ হইয়া শুইয়া নামায পড়া অধিক উত্তম।

৮। মাসআলা : রোগীর যদি মাথা দ্বারা ইশারা করার ক্ষমতাও না থাকে তবে শুধু চক্ষুর দ্বারা ইশারায় নামায আদায় হইবে না, আর এরূপ অবস্থায় নামায ফরযও থাকে না। অবশ্য এরূপ অবস্থা যদি মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা কাল অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্ত নামায পর্যন্ত থাকে, তবে ঐ সময়ের নামাযগুলির ক্বাযা পড়িতে হইবে; কিন্তু এইরূপ যদি চব্বিশ ঘণ্টা কালের (পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের) বেশী থাকে, তবে তাহার ক্বাযাও পড়িতে হইবে না; নামায সম্পূর্ণ মা'ফ হইয়া যাইবে। চব্বিশ ঘণ্টা কাল বা তাহার কম এইরূপ অবস্থা থাকার পর যদি অবস্থা কিছু ভাল হয় এবং শুইয়া মাথার ইশারা দ্বারা নামায পড়িবার মত শক্তি পায়, তবে ঐ অবস্থায়ই মাথার ইশারা দ্বারা রুকু-সজ্জা আদায় করিয়াই ঐ কয়েক ওয়াক্তের নামাযের ক্বাযা পড়িয়া লইবে। একথা মনে করিবে না যে, সম্পূর্ণ ভাল হইয়া তারপর ক্বাযা পড়িব। কারণ, হয়ত ঐ অবস্থায় মৃত্যু আসিয়া পড়িতে পারে, তাহা হইলে গোনাহ্গার অবস্থায় মরিবে।

৯। মাসআলা : এইরূপ যদি কোন লোক হঠাৎ বেহঁশ হইয়া পড়ে এবং এক দিন রাত বা তাহার কম বেহঁশ থাকে অর্থাৎ, পাঁচ ওয়াক্ত বা তাহার চেয়ে কম নামায ছুটিয়া যায়, তবে ঐ কয়েক ওয়াক্ত নামাযের ক্বাযা পড়িতে হইবে। আর যদি এক দিন রাতের চেয়ে বেশী সময় বেহঁশ থাকে অর্থাৎ, বেহঁশ অবস্থায় পাঁচ ওয়াক্তের চেয়ে বেশী নামায ক্বাযা হয়, তবে তাহা আর পড়িতে হইবে না।

১০। মাসআলা : কোন লোক নামায শুরু করার সময় বেশ ভাল সুস্থ অবস্থায় ছিল, কিছু নামায আরম্ভ করার পর হঠাৎ রগের উপর রগ উঠিয়া বা অন্য কোন রোগ উপস্থিত হইয়া এরূপ হইয়া গেল যে, উঠিয়া দাঁড়াইবার শক্তি রহিল না, তবে অবশিষ্ট নামায বাসিয়াই আদায় করিবে। এমন কি, বাসিয়া বাসিয়া যদি রুকু-সজ্জা করিতে পারে, করিবে; নতুবা মাথার ইশারায় রুকু-সজ্জা করিয়াও নামায পূর্ণ করিবে, তবুও নামায ছাড়িবে না। এমন কি, যদি বাসিতে না পারে, তবে শুইয়া অবশিষ্ট নামায পূর্ণ করিবে।

১১। মাসআলা : কোন লোক অসুস্থ অবস্থায় দাঁড়াইতে না পারায় বাসিয়া পড়ার নিয়ত বাঁধিয়াছে এবং বাসিয়া বাসিয়া রুকু-সজ্জা করিয়া দুই এক রাকা'আত পড়িয়াছে, তারপর কিছু সুস্থ হইয়া দাঁড়াইবার মত শক্তি পাইয়াছে, এই অবস্থায় অবশিষ্ট নামায দাঁড়াইয়া পূর্ণ করিবে। (নূতন নিয়ত বাঁধিবার আবশ্যিক নাই।)

১২। মাসআলা : রোগীর অবস্থা যদি এমন শোচনীয় হয় যে, রুকু-সজ্জা করিয়া নামায পড়িতে পারে না, মাথার ইশারায় বাসিয়া বা শুইয়া নামায পড়ে এবং ঐ অবস্থায় নামাযের নিয়ত বাঁধিয়া দুই এক রাকা'আত নামায পড়িয়াছে, তারপর বাসিয়া বা দাঁড়াইয়া রুকু-সজ্জা করার মত যদি শক্তি পায়, তবে যখন এইরূপ শক্তি পাইবে তখনই পূর্বের নামাযের নিয়ত বাতিল হইয়া যাইবে এবং নূতন নিয়ত বাঁধিয়া নামায পড়িতে হইবে।

১৩। মাসআলা : রোগীর যদি এরূপ শোচনীয় অবস্থা হয় যে, (বাসিয়া পায়খানাও করিতে পারে না, শুইয়া শুইয়া পেশাব-পায়খানা করে,) পানির দ্বারা এস্তুজাও করিতে পারে না, তবে

পুরুষ হইলে তাহার স্ত্রী এবং স্ত্রী হইলে তাহার স্বামী যদি পানির দ্বারা এস্তেঞ্জা করাইয়া দেয়, তবে অতি ভাল, নতুবা নেক্‌ডার দ্বারা মুছিয়া ফেলিয়া ঐ নাপাক অবস্থায়ই নামায পড়িবে—তবুও নামায ছাড়িবে না। পুরুষের যদি ছেলে বা ভাই থাকে বা স্ত্রীর যদি মেয়ে বা ভগ্নী থাকে, তবে তাহারা ওযু করাইয়া দিতে পারিবে বটে, কিন্তু এস্তেঞ্জা করাইতে পারিবে না। কারণ ছেলে, মেয়ে, মা, বাপ, বোন, কাহারও গুপ্তস্থান দেখা বা স্পর্শ করা জায়েয নহে। স্বামী-স্ত্রীর জন্য একে অন্যের গুপ্তস্থান দেখা বা ছোঁয়া জায়েয আছে। রোগী যদি নিজে ওযু বা তায়াম্মুম করিতে না পারে, তবে অন্য কেহ ওযু বা তায়াম্মুম করাইয়া দিবে। যদি নেক্‌ডার দ্বারা মুছিবর মত শক্তিও না থাকে, (এবং পুরুষের স্ত্রী বা স্ত্রীর স্বামী না থাকে,) তবে ঐ অবস্থায়ই নামায পড়িবে, তবুও নামায ছাড়িবে না।

১৪। মাসআলা কোন ব্যক্তির সুস্থ অবস্থায় কিছু নামায কাযা হইয়াছিল, রোগে পড়িয়া স্মরণ হইয়াছে। এখন বসিয়া, শুইয়া বা ইশারা করিয়া যেভাবে ওয়াক্তিয়া নামায পড়িবে, সেইভাবেই ঐ কাযা নামায পড়িয়া লইবে। কখনও মনে করিবে না যে, সুস্থ হইয়া পড়িবে বা যখন দাঁড়াইয়া নামায পড়িতে পারে, তখন পড়িবে বা যখন বসিয়া রুকু-সজ্দা দ্বারা নামায পড়িতে পারে, তখন পড়িবে। এইসব খেয়াল শয়তানী ধোঁকা, কাজেই এরূপ খেয়াল করিবে না, যখন মনে আসে, তখনই পড়িয়া লইবে; দেৱী করিবে না।

১৫। মাসআলা : রোগীর বিছানা যদি নাপাক হইয়া যায় এবং বিছানা বদলাইতে রোগীর অতিশয় কষ্ট হয় (বা এতটুকু নাড়াচাড়াতেও স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়, তবে ঐ নাপাক বিছানায়ই নামায পড়িবে।

১৬। মাসআলা : ডাক্তার চোখ অপারেশন করিয়াছে এবং নড়াচড়া করিতে নিষেধ করিয়াছে, এমতাবস্থায় শুইয়া শুইয়া নামায পড়িবে।

### মুসাফিরের নামায

১। মাসআলা : এক মঞ্জিল অথবা দুই মঞ্জিলের সফর যদি কেহ করে, তবে তাহাতে শরীঅতের কোন হুকুম পরিবর্তন হয় না এবং শরীঅত অনুযায়ী তাহাকে মুসাফিরও বলা যায় না। সমস্ত হুকুম তাহার জন্য অবিকল এরূপই থাকিবে যেইরূপ বাড়ীতে থাকে। চারি রাকা'আত নামায চারি রাকা'আতই পড়িতে হইবে, (রোযা ছাড়িতে পারিবে না) এবং চামড়ার মোজার উপর এক দিন এক রাত অপেক্ষা অধিক কাল মছেহু করিতে পারিবে না।

২। মাসআলা : যে ব্যক্তি (কমের পক্ষে) তিন মঞ্জিল দূরবর্তী স্থানে যাইবার নিয়ত করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইবে, তাহাকে শরীঅত অনুযায়ী মুসাফির বলা যাইবে। যখন সে নিজ শহরের আবাদি (লোকালয়) অতিক্রম করিবে, তখন তাহার উপর মুসাফিরের হুকুম হইবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আবাদির মধ্যে থাকিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে মুসাফির হইবে না। (আর যদি আবাদির বাহির হয়, তবে স্টেশনে পৌঁছিলে সে মুসাফির হইবে।)

৩। মাসআলা : প্রঃ তিন মঞ্জিল কাহাকে বলে ? উঃ (ক্কাফেলা বাঁধিয়া চলিলে খাওয়া-দাওয়া, পাকছাফ এবং আরাম-বিশ্রামের সময় বাদ দিয়া) স্বাভাবিকভাবে হাঁটিয়া চলিয়া বা নৌকায় বসিয়া বা উটের পিঠে সওয়ার হইয়া তিন দিনে যতদূর পৌঁছা যায়, তাহাকে তিন মঞ্জিল বলে। আরব দেশে প্রায়ই মঞ্জিল নির্ধারিত আছে। আমাদের দেশে মোটামুটি হিসাবে ইহার আনুমানিক দূরত্ব

(প্রচলিত ইংরাজী মাইল হিসাব) ৪৮ মাইল। (প্রকাশ থাকে যে, শরয়ী মাইল এবং ইংরাজী মাইলের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। ইংরাজী মাইল হয় ১৭৬০ গজে এবং শরয়ী মাইল হয় ২০০০ গজে। এখানে আমরা হিসাবের সুবিধার্থে ইংরাজী মাইল লিখিলাম।)

৪। মাসআলা : যদি কোন স্থান এত পরিমাণ দূরবর্তী হয় যে, স্বাভাবিকভাবে পায়ে হাঁটিয়া নৌকাযোগে বা উটযোগে গেলে তিন দিন লাগে, কিন্তু কোন দ্রুতগামী যানবাহন যেমন—ঘোড়া, ঘোড়ার গাড়ী, স্টীমার, রেলগাড়ী, (দ্রুতগামী নৌকা, মোটর, এরোপ্লেন) ইত্যাদিতে তদপেক্ষা কম সময় লাগে এরূপ অবস্থায় শরীঅত অনুযায়ী মুসাফিরই হইবে।

(মাসআলা : যদি কম পক্ষে তিন মঞ্জিল যাইবার নিয়্যত না করে, আর সমস্ত দুনিয়া ঘুরিয়া আসে, তবুও সে মুসাফির হইবে না।)

(মাসআলা : কোন স্থানে যাইবার যদি দুইটি রাস্তা থাকে, একটির দূরত্ব সফর পরিমাণ হয়, অন্যটির দূরত্ব তত পরিমাণ হয় না, তবে যে রাস্তা দিয়া যাইবে, সেই রাস্তারই হিসাব ধরা হইবে, অন্য রাস্তার হিসাব ধরা হইবে না।)

৫। মাসআলা : যে ব্যক্তি শরীঅত অনুসারে মুসাফির, সে যোহর, আছর, ও এশার নামায দুই দুই রাকা'আত পড়িবে এবং সুন্নতের হুকুম এই যে, যদি ব্যস্ততা থাকে, তবে ফজরের সুন্নত ব্যতীত অন্যান্য সুন্নত ছাড়িয়া দেওয়া দুরূস্ত আছে, ইহাতে কোন গোনাহ হইবে না, আর যদি ব্যস্ততা না থাকে এবং সঙ্গীগণ হইতে পশ্চাতে থাকিয়া যাইবার ভয় না থাকে, তবে ছাড়িবে না। সফর অবস্থায় সুন্নত পুরাপুরি পড়িবে, সুন্নতের কছর হয় না।

৬। মাসআলা : ফজর, মাগরিব এবং বেৎরের নামাযে কছর নাই, সব সময় যে ভাবে পড়িয়া থাকে তদুপই পড়িবে।

৭। মাসআলা : যোহর, আছর এবং এশা এই তিন ওয়াক্তের নামায সফরের হালতে ইচ্ছা করিয়া চারি রাকা'আত পড়িলে গোনাহ হইবে। যেমন কেহ যদি যোহরের নামায ছয় রাকা'আত পড়ে, তবে গোনাহ্গার হইবে।

৮। মাসআলা : সফরের হালতে যদি কেহ ভুলে চারি রাকা'আত পড়ে, তবে যদি দুই রাকা'আতের পর বসিয়া আত্মহিয়াতু পড়িয়া থাকে, তবে ফরয আদায় হইয়া যাইবে, অতিরিক্ত দুই রাকা'আত নফল হইবে এবং ছহো সেজ্দা করিতে হইবে। আর যদি দুই রাকা'আতের পর না বসিয়া থাকে, তবে ফরয আদায় হয় নাই। ঐ নামায সব নফল হইবে, ফরয পুনরায় পড়িতে হইবে।

৯। মাসআলা : (তিন মঞ্জিলের নিয়্যত করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হওয়ার পর) পথিমধ্যে কোন স্থানে যদি কয়েক দিন থাকার ইচ্ছা হয়, তবে যতক্ষণ ১৫ দিন (বা তদূর্ধ্বকাল) থাকার নিয়্যত না করিবে ততক্ষণ পর্যন্ত মুসাফিরের ন্যায় কছর পড়িতে থাকিবে। অবশ্য যদি ১৫ দিন বা তদূর্ধ্বকাল থাকিবার নিয়্যত করে, তবে যখন এইরূপ নিয়্যত করিবে, তখন হইতেই পুরা নামায পড়া শুরু করিবে। তারপর যদি নিয়্যত বদলাইয়া যায় এবং পনের দিনের আগেই চলিয়া যাওয়ার ইচ্ছা করে, তবে পুরা নামাযই পড়িতে হইবে, কছর পড়া জায়েয হইবে না। এইরূপে পনের দিন থাকার নিয়্যত করিয়া মুকীম হইয়া যাওয়ার পর যখন ঐ স্থান হইতে অন্য স্থানে রওয়ানা হইবে, তখন দেখিতে হইবে যে, যে স্থানে যাইবার ইচ্ছা করিয়াছে সে স্থানের দূরত্ব কত? যদি সেই স্থানের দূরত্ব ঐ অবস্থানের স্থান হইতে তিন মঞ্জিল অর্থাৎ ৪৮ মাইল হয়, তবে আবার কছর

পড়িতে হইবে, আর যদি তাহার দূরত্ব ৪৮ মাইল না হয়, তবে কছুর পড়িতে পারিবে না, পুরা নামাযই পড়িতে হইবে। (এইরূপ পনর দিন অবস্থানের স্থানকে 'ওত্নে এক্রামত' বলে।)

১০। মাসআলা : এক ব্যক্তি যখন বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছে, তখন তিন মঞ্জিল অর্থাৎ ৪৮ মাইল দূরবর্তী স্থানেই যাইবার নিয়্যত করিয়াছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও নিয়্যত করিয়াছে যে, পথিমধ্যে এক মঞ্জিল বা দুই মঞ্জিল দূরবর্তী অমুক গ্রামে পনর দিন থাকিবে, তবে সে মুসাফির হইবে না। সমস্ত রাস্তায়ই তাহার পুরা নামায পড়িতে হইবে। তারপর সেই গ্রামে গিয়া যদি পনর দিন না-ও থাকে, তবুও পুরা নামাযই পড়িতে হইবে, কছুর পড়া জায়েয হইবে না।

১১। মাসআলা : এক ব্যক্তি যে স্থান হইতে চলিয়াছে সে স্থান হইতে গন্তব্য স্থান তিন মঞ্জিল বটে, কিন্তু পথিমধ্যে তাহার নিজের গ্রামে আসিল, তবে সে মোসাফির হইবে না, সমস্ত রাস্তায় তাহার পুরা নামায পড়িতে হইবে। কারণ, যদিও বাড়ীতে অবস্থান না করে বা বাড়ীতে প্রবেশও না করে, তবুও নিজ গ্রামের সীমানায় পা রাখা মাত্রই তাহার সফর বাতিল হইয়া যাইবে।

১২। মাসআলা : কোন মেয়েলোক ঋতু অবস্থায় ৪ মঞ্জিল যাইবার ইচ্ছা করিয়া বাড়ী হইতে চলিয়াছে। দুই মঞ্জিল যাওয়ার পর সে পাক হইয়াছে, সে মুসাফির হইবে না। গোসল করিয়া অবশিষ্ট রাস্তায় পুরা নামায পড়িবে। অবশ্য যদি পাক হওয়ার পরও অবশিষ্ট রাস্তা তিন মঞ্জিল পরিমাণ থাকে বা বাড়ী হইতে যখন চলিয়াছে তখন পাক ছিল, কিন্তু নিজ শহর অতিক্রম করার পর পথিমধ্যে ঋতু শুরু হইয়াছে, তখন সে মুসাফির, পাক হওয়ার পর কছুর করিবে।

১৩। মাসআলা : এক ব্যক্তি যখন নামায শুরু করিয়াছে তখন মুসাফির ছিল, কছরেরই নিয়্যত করিয়াছে। কিন্তু নামাযের মধ্যেই নিয়্যত বদলিয়া ১৫ দিন থাকার নিয়্যত হইয়া গিয়াছে, তবে ঐ নামায এবং উহার পরবর্তী সব নামায পুরা পড়িবে।

১৪। মাসআলা : যদি কেহ বাড়ী হইতে তিন মঞ্জিল অপেক্ষা বেশী দূরে যাইবার নিয়্যত করিয়া বাহির হয়, কিন্তু পথিমধ্যে ঘটনাক্রমে কোন স্থানে দুই চারি দিন থাকিবার দরকার পড়িয়াছে, তারপর রোজই ধারণা থাকে যে, কাল পরশুই চলিয়া যাইবে, কিন্তু যাওয়া হয় না, এইরূপে যদি বহুকালও ঐ স্থানে থাকা হয় এবং কোন সময়ই পনর দিন থাকার ধারণা না হয়, তবে সে যতক্ষণ ঐ স্থানে থাকিবে মুসাফিরই থাকিবে, মুকীম হইবে না।

১৫। মাসআলা : এক ব্যক্তি তিন মঞ্জিল যাইবার নিয়্যত করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিল, কিন্তু কিছু দূর যাওয়ার পর নিয়্যত বদলিয়া গেল এবং বাড়ী ফিরিয়া আসিল, তবে যখন হইতে বাড়ী ফিরিবার ইচ্ছা করিয়াছে, তখন হইতেই তাহার পুরা নামায পড়িতে হইবে। (অবশ্য এইরূপ ধারণা হইবার পূর্বে যাহার কছুর পড়িয়াছে তাহা জায়েয হইয়াছে।)

১৬। মাসআলা : স্ত্রী যদি স্বামীর সহিত সফর করে ও স্বামীর সঙ্গ ছাড়া অন্যত্র যাইবার ধারণা না থাকে, তবে স্ত্রীর নিয়্যতের কোন মূল্য নাই, স্বামী যেরূপ নিয়্যত করিবে স্ত্রীরও সেইরূপ নামায পড়িতে হইবে। (মনিবের সঙ্গে চাকরেরও এইরূপ হুকুম।)

১৭। মাসআলা : এক ব্যক্তি তিন মঞ্জিল যাওয়ার পর যেখানে পৌঁছিয়াছে যদি উহা তাহার নিজ বাড়ী হয় এবং সেখানে কম বেশী যে কয়দিন থাকুক নিজ গ্রামের সীমানায় পা রাখা মাত্রই তাহার পুরা নামায পড়িতে হইবে, আর যদি তাহা অন্যের বাড়ী হয় এবং তথায় পনর দিন থাকার নিয়্যত থাকে, তবে সে গ্রাম বা শহরের সীমানায় পা রাখার পর হইতে পুরা নামায পড়িতে হইবে,

আর যদি পনের দিন থাকার নিয়্যত না থাকে এবং নিজ বাড়ীও না হয়, তবে সেখানে পৌঁছার পরও ক্বছর পড়িতে থাকিবে।

১৮। মাসআলা : কোন ব্যক্তি তিন মঞ্জিল যাইবার এরাদা করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছে কিন্তু পথিমধ্যে কয়েক জায়গায় থামিবার ইচ্ছা আছে কোথাও ৫ দিন, কোথাও ১০ দিন, কিন্তু ১৫ দিন থাকিবার ইচ্ছা কোথাও নাই, তবে এই সব জায়গায় সে ক্বছরই পড়িতে থাকিবে।

১৯। মাসআলা : কেহ যদি জন্মভূমি সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গিয়া বাড়ী করে, তবে ঐ জন্মভূমির হুকুম এবং বিদেশের হুকুম একই হইবে, অর্থাৎ সেই জন্মভূমির গ্রামে বা সেই শহরে প্রবেশ করিলে বিনা নিয়্যতে সে মুক্কীম হইবে না। (কিন্তু যদি তাহা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ না করে, প্রথম বাড়ীও রাখে অন্যত্রও বাড়ী তৈয়ার করে, তবে উভয় স্থানকেই তাহার 'ওতনে আছলি' ধরা হইবে এবং উভয় স্থানেই প্রবেশ করা মাত্র বিনা নিয়্যতে মুক্কীম হইয়া যাইবে।)

( মাসআলা : যদি কেহ বিদেশে বাসা করিয়া ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বা জায়গীরে বা চাকুরীর স্থানে বহুকাল যাবৎ থাকে এবং এইসব স্থান বাড়ী হইতে তিন মঞ্জিল দূরবর্তী হয়, তবে ১৫ দিনের নিয়্যত ব্যতিরেকে এসব স্থানে প্রবেশ করিলে সফর বাতিল হইবে না, আর যদি বাড়ী হইতে তিন মঞ্জিলের কম দূরবর্তী হয়, তবে বাড়ী হইতে আসিলে আদৌ সফর হইবে না এবং অন্য স্থান হইতে সফর করিয়া আসিলে ঐ সব স্থানে আসিয়াও ১৫ দিনের নিয়্যত ব্যতিরেকে সফর বাতিল হইবে না।)

২০। মাসআলা : যদি ক্বাহারও মুসাফিরী হালতে নামায ক্বাযা হয় ও সেই নামায মুক্কীমী হালতে ক্বাযা পড়িতে চায়, তবে যোহর, আছর এবং এশার দুই রাকআতই ক্বাযা পড়িবে। এইরূপ মুক্কীমী হালতে যদি নামায ক্বাযা হইয়া থাকে এবং সেই নামায মুসাফিরী হালতে ক্বাযা পড়িতে চায়, তবে চারি রাকা'আত বিশিষ্ট নামাযের ক্বাযা চারি রাকা'আতই পড়িবে, দুই রাকাআত পড়িবে না।

২১। মাসআলা : বিবাহের পর মেয়েকে যখন স্বামীর বাড়ীতে নেওয়া হইবে এবং তথায়ই থাকা সাব্যস্ত হইবে, তখন হইতে স্বামীর বাড়ীই তাহার আপন বাড়ী (ওতনে আছলী) বলিয়া সাব্যস্ত হইবে। অতএব, তার মা-বাপের বাড়ী যদি স্বামীর বাড়ী হইতে তিন মঞ্জিল পরিমাণ দূরবর্তী হয়, তবে বাপ-মার বাড়ীতে গিয়া যদি ১৫ দিন থাকার নিয়্যত না করে, তবে তাহার ক্বছর করিতে হইবে। আর যদি স্বামীর বাড়ী স্থায়ীভাবে থাকিবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না করে, তবে পূর্ব ওতনে আছলী অর্থাৎ মা-বামের বাড়ী এখনও ওতনে আছলী থাকিবে। অবশ্য যতদিন স্বামীর বাড়ীতে উঠাইয়া না নেওয়া হইবে, ততদিন শুধু বিবাহের দ্বারা তাহার ওতনে আছলী বাতিল হইবে না। (পুরুষের পক্ষেও শ্বশুর বাড়ী যদি তিন মঞ্জিল দূরবর্তী হয়, তবে শুধু বিবাহের দ্বারা শ্বশুর বাড়ী ওতনে আছলীর মধ্যে গণ্য হইবে কিনা এ বিষয়ে আলেমগণের মতভেদ আছে। মতভেদের কারণে সন্দেহস্থলে পুরা নামায পড়াই উত্তম, কিন্তু এইরূপে সন্দেহের অবস্থায় ইমামত না করা উচিত। অবশ্য যদি ঘর-জামাই থাকা শর্তে বিবাহ করে, তবে বিনা মতভেদে তাহার পূর্ণ নামায পড়িতে হইবে এবং ঐ স্থান তাহার ওতনে আছলী বলিয়া গণ্য হইবে।)

২২। মাসআলা : নৌকায় যাতায়াতকালে যদি নামাযের ওয়াক্ত হয়, তবে চলতি নৌকায়ও নামায পড়া জায়েয। যে সকল নামাযে (ফরয, ওয়াজিব এবং ফজরের সুনতে) দাঁড়ান ফরয, সে সকল নামায যতক্ষণ পর্যন্ত কোন গুরুতর ওযর (যেমন, গুরুতর রোগ বা মাথা ঘুরান) না

পাওয়া যাইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়ান মাফ হইবে না। অবশ্য যদি নৌকা দাঁড়াইবার উপযুক্ত না হয় বা দাঁড়াইলে মাথা ঘুরাইয়া পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা হয়, (এবং কূলে নামিবারও কোন উপায় না থাকে, বা নামাযের সময় বৃষ্টি হইতে থাকে তজ্জন্য বাহির হওয়া না যায়, বা চতুর্দিকে কাদাময় স্থান হয় নামায পড়িবার মত শুকনা জায়গা পাওয়া না যায়) তবে অবশ্য বসিয়া নামায পড়া দুরূহ হইবে। (এইরূপে নামাযের মধ্যে কেবলা দিকে মুখ করাও ফরয, এই ফরযও কিছুতেই মা'ফ হইতে পারে না। যদি নৌকা বা ষ্টীমার ঘুরিয়া যায়, তবে নামাযের মধ্যেই ঘুরিয়া দাঁড়াইতে হইবে, নতুবা নামায হইবে না। নৌকা যদি কূলে বা ঘাটে বাঁধা থাকে, তবে তাহাতে দাঁড়াইয়া নামায পড়িলে দুরূহ হইবে বটে, কিন্তু এই অবস্থায় নৌকার তলি যদি মাটির সঙ্গে সংলগ্ন না থাকে, তবে কোন কোন আলেমের মতে দাঁড়াইয়া নামায পড়িলেও দুরূহ হইবে না। অবশ্য নৌকার তলি মাটির সঙ্গে লাগান হইলে দাঁড়াইয়া নামায পড়িলে সকলের মতেই দুরূহ হইবে।)

২৩। মাসআলা : এইরূপে রেলগাড়ীতে যাতায়াতকালেও পশ্চিমধ্যে নামাযের ওয়াক্ত হইলে গাড়ীতে নামায পড়া দুরূহ আছে, যদি কাহারও মাথা ঘুরাইয়া পড়িয়া যাইবার প্রবল আশঙ্কা হয়, তবে তাহার জন্য অবশ্য বসিয়া নামায পড়া দুরূহ হইবে। (নতুবা দাঁড়াইয়াই পড়িতে হইবে।)

২৪। মাসআলা : নামায পড়ার মধ্যে যদি গাড়ী বা নৌকা ঘুরিয়া যায়, তবে তৎক্ষণাৎ ঘুরিয়া কেবলা যে দিকে সেই দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইতে হইবে।

২৫। মাসআলা : মেয়েলোকের জন্য তিন মঞ্জিল দূরবর্তী স্থানে স্বামী বা বাপ-ভাই ইত্যাদি মাহ্রাম পুরুষ রিশতাদারের সঙ্গে ছাড়া একাকী সফর (যাতায়াত) করা জায়েয নহে, এইরূপ স্থানে একাকী যাতায়াত করিলে অতিশয় গোনাহ হইবে। এক মঞ্জিল বা দুই মঞ্জিল দূরবর্তী স্থানে মেয়েলোকের জন্য একাকী সফর করা হারাম নহে বটে; কিন্তু তাহাও ভাল নহে। হাদীস শরীফে ইহারও কঠোর নিষেধ আসিয়াছে।

২৬। মাসআলা : মাহ্রাম রিশতাদার যদি ধর্মভীরু না হয়, এবং গোনাহর কাজে তাহার ভয় না থাকে, তবে তাহার সঙ্গেও মেয়েলোকের জন্য সফর করা জায়েয নহে।

২৭। মাসআলা : গরুর গাড়ী বা ঘোড়ার গাড়ীতে যাতায়াতকালে যদি নামাযের ওয়াক্ত হয়, তবে গাড়ী থামাইয়া বোরকা পরিয়া নীচে নামিয়া নামায পড়িবে, (গাড়ীতে বসিয়া নামায পড়িলে নামায হইবে না)। যদি ওয়ূ না থাকে এবং গাড়ীর ভিতর ওয়ূ করার সুযোগ না থাকে, তবে বোরকা পরিয়া নীচে নামিয়া কিছু আড়ালে বসিয়া ওয়ূ করিয়া লইবে, যদি বোরকা না থাকে, তবে বড় কোন কাপড় বা চাদর দ্বারা আপাদমস্তক আবৃত করিয়া নীচে নামিয়া নামায পড়িবে। শরীঅতে পর্দার এবং লজ্জাশীলতার খুব তাকীদ ও প্রশংসা আছে বটে, কিন্তু প্রত্যেক জিনিসেরই একটা সীমা আছে। সীমা অতিক্রম করিয়া গেলে কোন জিনিসই ভাল থাকে না। অতএব, লজ্জার কারণে বাহির হইয়া নামায না পড়া বা ওয়ূ না করা কিছুতেই সঙ্গত নহে অবশ্য যথাসম্ভব পর্দা নিশ্চয়ই করিতে হইবে এবং অকারণে পর্দা-পালনে ত্রুটি করা নির্লজ্জতা ও গোনাহ। (এইরূপে চলতি নৌকায় ইমাম আযম ছাহেবের মতে বসিয়া নামায পড়া জায়েয আছে বটে, কিন্তু ছাহেবাইনের মতে বিনা ওযরে জায়েয নাই এবং ফৎওয়াও ছাহেবাইনের ক্বওলের উপর। অতএব, মেয়েলোকেরও লজ্জার খাতিরে নীচু ছইয়ের ভিতরে বসিয়া নামায পড়া সঙ্গত নহে, স্বামী বা বাপ-ভাই যিনি সঙ্গে থাকেন তাঁহার দ্বারা যথাসম্ভব পর্দা করাইয়া তীরে নামিয়া নামায পড়াই উচিত এবং এইরূপে স্বামী, বাপ, ভাই ইত্যাদি মাহ্রামের সঙ্গে ছাড়া দেবর, ভাসুর,

চাচাত ভাই, ভাসুরের পুত্র, ভাগিনা, ননদের পুত্র ইত্যাদি গায়ের মাহ্রামের সঙ্গে সফর করা উচিত নহে।) — অনুবাদক

২৮। মাসআলা : (অবশ্য) যদি এমন রোগী হয় যে, রোগের কারণে অক্ষম হওয়াবশতঃ তাহার জন্য বসিয়া নামায পড়া জায়েয, তবে তাহার জন্য ঘোড়া বা গরুর গাড়ীতে বসিয়া নামায পড়া দুরূস্ত হইবে বটে, কিন্তু তবুও চলতি গাড়ীতে বা যতক্ষণ গাড়ীর যোয়াল ঘোড়া বা গরুর উপর থাকিবে ততক্ষণ তাহাতে নামায পড়া দুরূস্ত হইবে না। গাড়ী থামাইয়া ঘোড়া বা গরু ছাড়িয়া দিয়া তারপর নামায পড়িবে।

২৯। মাসআলা : এইরূপে পাল্কি বা ডুলি যতক্ষণ বাহকের কাঁধে থাকিবে ততক্ষণ তাহাতে নামায পড়া দুরূস্ত হইবে না। অতএব, যদি পথিমধ্যে নামাযের ওয়াক্ত হয়, তবে পাল্কি থামাইয়া নামায পড়িবে। যদি সুস্থ শরীর হয়, তবে বোরকা পরিয়া পাল্কি হইতে বাহির হইয়া দাঁড়াইয়া নামায পড়িবে, আর যদি এ রকম রোগগ্রস্ত হয় যে, দাঁড়াইয়া নামায পড়িতে পারে না, তবে পাল্কি জমিনে রাখিয়া পাল্কির মধ্যেই নামায পড়িলে তাহা দুরূস্ত হইবে।

৩০। মাসআলা : এইরূপে উট বা ঘোড়ার (পিঠেও বিনা ওযরে বসিয়া বসিয়া ফরয নামায পড়া দুরূস্ত নহে। অবশ্য যদি) গাড়ী বা ঘোড়া হইতে নামিলে জান মাল ধ্বংস হইবার প্রবল আশঙ্কা থাকে, তবে না নামিয়া তথায়ই বসিয়া নামায পড়িলে তাহাও দুরূস্ত হইবে। (নফল নামায ঘোড়ার পিঠে বা গাড়ীতে বা নৌকায় সর্বাবস্থায়ই বসিয়া পড়া জায়েয আছে।)

### বেহেশতী গওহর হইতে

১। মাসআলা : কোন ব্যক্তি যদি মুসাফির হালতে দুই গ্রাম মিলাইয়া ১৫ দিন অবস্থান করার নিয়ত করে এবং ঐ গ্রামদ্বয়ের মধ্যে এতটা ব্যবধান হয় যে, এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে আযানের আওয়ায না পৌঁছে, যেমন যদি কেহ মক্কা শরীফে ১০ দিন এবং মিনাবাজারে পাঁচ দিন থাকার নিয়ত করে, তবে মুক্কীম হইবে না, মুসাফিরই থাকিবে। প্রকাশ থাকে যে, মক্কা হইতে মিনা তিন মাইল।

২। মাসআলা : অবশ্য যদি ঐ দুই গ্রামের মধ্যে অল্প ব্যবধান হয়, এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে আযানের আওয়ায পৌঁছার মত হয়, তবে এইরূপ দুই গ্রাম মিলাইয়া ১৫ দিনের নিয়ত করিলেও সে মুক্কীম হইবে।

৩। মাসআলা : এইরূপে বেশী ব্যবধান হওয়া সত্ত্বেও যদি রাত্রে একই জায়গায় ১৫ দিন থাকার নিয়ত থাকে, দিনে অন্যত্র কাজের জন্য যায়, রাত্রে আসিয়া একই জায়গায় থাকে, তবে তাহাকেও মুক্কীমই বলা হইবে এবং উভয় স্থানেই পুরা নামায পড়িতে হইবে। কিন্তু যদি দিনের কর্মস্থান রাত্রে বাসস্থান হইতে তিন মঞ্জিল দূরবর্তী, হয় তবে দিনে যখন সেখানে যাইবে তখন মুসাফির হইবে এবং রুহুর পড়িবে, অন্যথায় মুক্কীম থাকিবে। আবার রাত্রে যখন ডেরায় ফিরিয়া আসিবে, তখন মুক্কীম হইবে এবং পুরা নামায পড়িবে।

৪। মাসআলা : মুক্কীমের জন্য মুসাফির ইমামের এক্কেদা সর্বাবস্থায় জায়েয আছে, আদারী নামায হউক বা ক্বাযা নামায হউক। কিন্তু মুসাফির ইমাম (চারি রাকা'আত বিশিষ্ট নামাযে) যখন দুই রাকা'আত পড়িয়া সালাম ফিরাইবে অর্থাৎ উভয় দিকে সালাম ফিরাইয়া সারিবে তখন মুক্কীম আল্লাহ আকবার বলিয়া দাঁড়াইবে এবং অবশিষ্ট দুই রাকা'আত নিজে নিজে পড়িবে, কিন্তু এই



নামাযের ভিতর তাহার কেরাআত পড়িতে হইবে না; বরং চুপ থাকিবে, কেননা, সে লাহেক। অর্থাৎ সুরা-ফাতেহা পরিমাণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রুকু-সেজদা করিয়া নামায পুরা করিবে।

ক্বা'দায়ে উলা ওয়াজিব বটে, কিন্তু যেহেতু মুসাফির ইমামের জন্য উহা ক্বা'দায়ে আখিরা বলিয়া ফরয। কাজেই ইমামের তাবে' হইয়া মুক্তাদীর উপরও ফরয হইবে।

মুসাফির ইমামের জন্য সালাম ফিরানের সঙ্গে সঙ্গেই উচ্চৈশ্বরে সকলকে জানাইয়া দেওয়া মেস্তাহাব যে, 'আমি মুসাফির, রুছর পড়িয়াছি, আপনারা যাহারা মুক্কীম আছেন তাহারা নিজ নিজ নামায পুরা করিয়া লইবেন; নামায শুরু করার পূর্বেই এরূপ বলিয়া দেওয়া অধিক উত্তম।

৫। মাসআলাঃ আদায়ী নামাযে মুসাফিরও মুক্কীমের এক্জেদা করিতে পারে। ক্বাযা নামাযে মাগরিব ও ফজরে এক্জেদা করিতে পারে। ক্বাযা নামাযে যোহর, আছর ও এশার এক্জেদা করিতে পারে না। কেননা, মুসাফির যখন ক্বাযা নামাযে মুক্কীমের এক্জেদা করিবে তখন ইমামের তাবেদারীর কারণে মুক্তাদীও চারি রাকা'আত পড়িবে, অথচ ইমামের প্রথম বৈঠক ফরয নহে; কিন্তু মুক্তাদীর জন্য ফরয, অতএব, ফরয পাঠকের এক্জেদা গায়ের ফরয পাঠকের পিছনে হইল, সুতরাং ইহা দুরূস্ত নহে।

৬। মাসআলাঃ মুসাফির যদি নামাযের ওয়াক্তের মধ্যে অর্থাৎ, সেজদা ছহো কিংবা সালাম ফিরানের আগে নামাযের মধ্যে যে কোন সময়ে একামতের নিয়্যত করে, তবে তাহার পুরা নামায পড়িতে হইবে, কিন্তু নামাযের মধ্যেই যদি ওয়াক্ত চলিয়া যায় এবং তদবস্থায় একামতের নিয়্যত করে, কিংবা লাহেক অবস্থায় একামতের নিয়্যত করে, তবে ঐ নামায পুরা পড়িতে হইবে না, রুছরই পড়িতে হইবে।

১। যেমন, মুসাফির যোহরের নামায এক রাকা'আত পড়ার পর ওয়াক্ত চলিয়া গেল এবং একামতের নিয়্যত করিল, এই নামায রুছর পড়িতে হইবে।

২। মুসাফির অন্য মুসাফিরের এক্জেদা করিল এবং লাহেক হইল। অতঃপর অতীত নামায আরম্ভ করিল, এমতাবস্থায় একামতের নিয়্যত করিলে যদি ইহা চারি রাকা'আতী নামায হয়, তবে রুছর পড়িতে হইবে।

### ভয়কালীন নামায

যখন কোন শত্রুর সম্মুখীন হইতে হয়, শত্রু চাই মানুষ হউক কিংবা হিন্দু জন্তু অথবা অজগর ইত্যাদি হউক, এমতাবস্থায় যদি সকল মুসলমান কিংবা কিছুসংখ্যক লোকও একত্রে জমা'আতে নামায পড়িতে না পারে এবং সওয়ারী হইতে অবতরণের অবসর না পায়, তবে সকলেই সওয়ারীর উপর বসিয়া বসিয়া ইশারায় একা একা নামায পড়িয়া লইবে, তখন ক্বেলামুখী হওয়াও শর্ত নহে, অবশ্য যদি দুইজন একই সওয়ারীতে বসা থাকে, তবে তাহারা উভয়ে জমা'আত করিবে। আর যদি এতটুকুরও অবকাশ না হয়, তবে মা'যুর। তখন নামায পড়িবে না, অবস্থা শান্ত হওয়ার পর ক্বাযা পড়িয়া লইবে। আর যদি সম্ভব হয় যে, কয়েকজন মিলিয়া জমা'আতে নামায পড়িতে পারে, যদিও সকলে মিলিয়া পারে না, তবে এমতাবস্থায় তাহাদের জমা'আত ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নহে। ছালাতুল খাওফের নিয়মানুযায়ী নামায পড়িবে, অর্থাৎ, সকল মুসলমানকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইবে, একভাগ শত্রুর সাথে অবস্থান করিবে আর অপর ভাগ ইমামের সাথে নামায শুরু করিবে, যদি তিন কিংবা চারি রাকা'আত বিশিষ্ট নামায হয়, যেমন যোহর, আছর মাগরিব ও